আচার-চর্য্যা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আচার-চর্য্যা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া আজ প্রায় এক মত। কিন্তু একটিমাত্র পুঁজি আছে জগতে যা' আবহমানকাল মানুষের পূজো কুড়িয়েছে, কুড়োচ্ছে ও কুড়োবে। সে হ'লো চরিত্রের পুঁজি। এই পুঁজি যে-মানুষের মধ্যে যতখানি পুঞ্জীভূত হয়, সে হয় তত বড় শ্রদ্ধার পাত্র। দেশে-দেশে লোকে-লোকে কালে-কালান্তরে তার মর্য্যাদার আসন অলক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হ'য়ে চলে। এই মৃত্যুঞ্জয়ী, কালজয়ী মহিমা মানুষ অর্জ্জন করে কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে? সে যাদুমন্ত্র হ'লো আচরণ অর্থাৎ সম্যক্ চলন। এই সম্যক্ চরণ বা চলনের গোমুখী-উৎসটি কী? তা' হ'লো শ্রেয়নিষ্ঠা বা গুরুভক্তি। এই নিত্য-প্রসারণশীল, সদা-সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক অনুরাগাগ্নি যা'র অনির্ব্বাণ ঊর্দ্ধশিখা বিস্তার ক'রে জ্বলতে থাকে আর যে-জ্বলন নিয়ত সার্থকতা লাভ করে প্রেষ্ঠানুগ অব্যর্থ মনোজ্ঞ চলনে—অন্তর ও বাহিরের যা'-কিছুর সুসঙ্গত, সাত্বত বিন্যাস-বিনায়না ও সেবাসম্পোষণাকে সলীল ক'রে,—সেখানেই জেগে ওঠে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত মহৎ চরিত্র—পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিতর মহনীয়তাকে সঞ্চরমাণ ক'রে। এই অমৃততরঙ্গ অমোঘ, এই অমৃতক্রিয়া অবিনাশী, অমর। তাই অতন্দ্র জাগরণে, অবিশ্রান্ত অনুশীলন ও আত্মবিশ্লেষণে অভ্যাস, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চালচলন, চিন্তাচর্য্যা যা'-কিছুকে সত্তাপোষণী ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে একখানি সঙ্গতিশীল নিটোল জীবন গ'ড়ে তোলা মানব-জীবনের এক পরম পুরুষার্থ-বিশেষ। 'আচার-চর্য্যা' দ্বিতীয় খণ্ডে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর এই শাশ্বত সত্যই ঘোষণা করেছেন—আত্মনির্ম্মিতির অজস্র সূক্ষ্ম প্রায়োগিক কৌশলকে উদঘাটিত ক'রে।

এ গ্রন্থ শুধু আমাদের চেতনা ও বোধনাকেই সন্দীপ্ত ক'রে ক্ষান্ত হয় না, এর মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় শক্তি নিহিত আছে যা' মনের মধ্যে মাতন জাগিয়ে তোলে। সে-মাতন আর কিছুর জন্য নয়, তা' ভগবানের জন্য,—সৎ অভিনিবেশী সুকেন্দ্রিক সাধু চলনের জন্য। দয়ালের দয়ায় এই পুস্তকের পঠন, পাঠন ও অনুশীলনের মাধ্যমে

সেই সৎ-চলন-মত্ততাই পেয়ে বসুক আমাদের সবাইকে। তবেই সার্থক হবে এ সঙ্কলন। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭১
৩০।৪।১৯৬৪

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আচার-চর্য্যা ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। মানুষের স্বভাব ও চরিত্রের অজস্র খুঁটিনাটি দিক আছে। সেগুলির স্বরূপ ও তা'র সুবিনায়নী ক্রম এই মহাগ্রন্থের দুটি খণ্ডের মধ্যে সম্যক বিবৃত করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। ১৩৭১ সনে (ইং ১৯৬৪) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়ে যাওয়ার পর এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আরো ১১টি বাণী প্রদান করেন। তখন সেগুলি বিবিধসুক্ত ২য় খণ্ডে চরিত্র-নামক শিরোনামায় ছাপা হয়। আচার-চর্য্যা'র বর্ত্তমান সংস্করণে সেই বাণীগুলি এনে যুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল। গ্রন্থের বিষয়-সূচী ও প্রথম পংক্তির সূচীও ঐ সংযুক্তির ক্রম-অনুসারে বিন্যস্ত করা হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা আষাঢ়, ১৩৯২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নিষ্ঠানন্দিত আচরণ ও তপশ্চর্য্যা,

কুশল-কৌশলী অনুশীলন,

ঊর্জ্জী মধুর-সুন্দর বাক্ ও ব্যবহার,

আপ্যায়নাপূর্ণ অনুচলন ও লোকচর্য্যা,

স্বার্থ-প্রত্যাশাহীন সহজ-অনুকম্পী

সেবা-সন্দীপনা—

এই কয়টিই মানুষের মহান্ সম্পদ্।
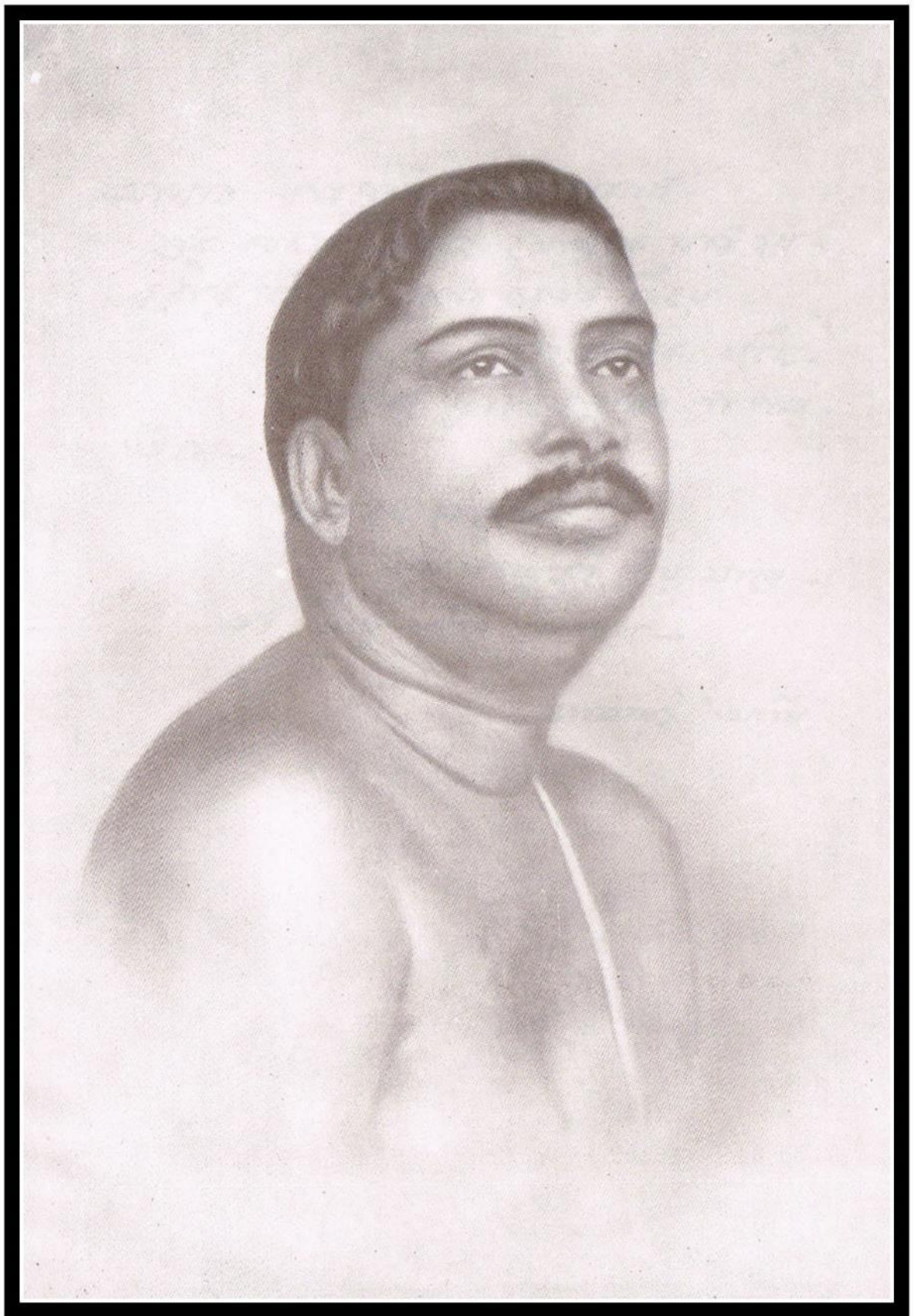
আমার কথাগুলি যদি তোমায় -
শুধুই কথা-চিত্রেরই খোরাক মাত্র হয় -
কায়ার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
প্রাণটাকে যদি -
বাস্তবেই ছুঁইয়ে দেখতে না পায় -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমারই "আমি"

চরিত্র

আচরণ ও চরিত্র
মানুষের অন্তর-প্রবৃত্তির ব্যঞ্জনা-মাত্র । ১ ।

যা'রা অন্তরে বিনীত,
দীনভাবাপন্ন,—
তা'রাই ধন্য,
কারণ, ঈশ্বরের রাজত্ব সেখানেই । ২ ।

শোকসন্তপ্ত অনুতপ্ত যা'রা
তা'রা ধন্য,
কারণ, তা'রা সান্ত্বনার অধিকারী । ৩ ।

নম্র, বিনায়িত যা'রা
তা'রাই ধন্য
উত্তরে তা'রাই দুনিয়াটাকে
উপভোগ ক'রবে । ৪ ।

অন্তরে, পবিত্র যা'রা—
একায়িত অন্তঃকরণ নিয়ে,—
তা'রাই ধন্য,
কারণ, ঈশ্বর অমনতর হৃদয়েই
উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকেন । ৫ ।

সৎ-সংক্ষুধ যা'রা—
আশীর্ব্বাদ প্রস্রবিত হবে সেখানেই,

আর, তা'রই অনুশীলনে
তুষ্টি পাবে তা'রা ।৬।

দয়ার্দ্র যা'রা
দয়া পেয়ে থাকে তা'রাই সাধারণতঃ ।৭।

পুণ্য তাঁরা
যাঁরা প্রেয়মুগ্ধ শুভ-সক্রিয়,
কারণ, তাঁরা অনেককেই
আপূরিত ক'রে তুলতে পারেন ।৮।

যা'র জীবন যেমন
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল তপস্যায় বিনায়িত,
তা'র কৃতি-জ্ঞান, প্রত্যয়
ও যোগ্যতাও তেমনিই ।৯।

মানুষের অকৃতী চলন,
বিচ্ছিন্ন আগ্রহ,
বিকম্পিত ইচ্ছাশক্তি,
নিষ্পন্নতায় তাচ্ছিল্য
যোগ্যতাকেই ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
আর, এই অযোগ্যতার ফলে
মানুষ নিজে তো নিষ্পেষিত হয়ই,
তা' ছাড়া, সন্তান-সন্ততিও
ঐ ব্যর্থ চলনে প্রভাবিত হ'য়ে
অমনতরই ব্যর্থতাকে
আহরণ ক'রে চলতে থাকে—
পরিবেশে
বিপর্য্যয়ী সংঘাত হানতে হানতে ।১০।

জন্ম বোঝা যায় ব্যক্তিত্ব দিয়ে,
ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় চরিত্র দিয়ে,
চরিত্র বোঝা যায় চলন দিয়ে ।১১।

পারগতাই হওয়ার হোতা,
আর, সুকেন্দ্রিকতাই পারগতার প্রভু,
তদনুগ অনুচলনই চরিত্র । ১২ ।

সম্বেগ-সম্বুদ্ধ কৃতিচর্য্যা যেমনতর,
চরিত্রও তেমনিই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ । ১৩ ।

স্বভাবসিদ্ধ পেয়ে-বসা সংস্কার
যা'র যেমনতর—
চরিত্রও তা'র তেমনি হ'য়ে থাকে,
আর, তা' বংশগতিরই লক্ষণ । ১৪ ।

চল যত পার—
চরিত্রকে প্রেয়ের রঙে রঙ্গিল ক'রে—
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারের
নিখুঁত মিলন নিয়ে । ১৫ ।

চেষ্টানুগ যদি চরিত্র না হয়—
আর, চরিত্র যদি বোধ ও ব্যবহারকে
আনুপাতিকভাবে
সন্দীপ্ত না ক'রে তোলে
উপচয়ী অধ্যবসায় নিয়ে,—
যা'তে পরিস্থিতিও
ঐ চেষ্টার সহায়ক হ'য়ে ওঠে,
সাফল্যও সঙ্কুচিত সেখানে । ১৬ ।

তোমরা জগতে
স্বাদন-সন্দীপনী লবণ,
তোমরা যদি স্বাদহীন হ'য়ে ওঠ—
বাক্যে, ব্যবহারে, চলন-চরিত্রে,—
এমন কী আছে
যা' দুনিয়াকে স্বাদু-তৃপ্ত ক'রে তুলবে? ১৭ ।

ভর-দুনিয়াটা
চালচলন নিয়ে চলন্ত,
এই চালচলনই হ'চ্ছে চরিত্র,
আর, তা' যেখানে
যেমনতর কেন্দ্রায়িত সুনিষ্ঠ,
শ্রদ্ধোষিত,
সমীচীন,
সুক্রিয়, সত্তাপোষণী,—
সেখানে তা' তেমনতরভাবে সংহত । ১৮ ।

তোমার চরিত্রই হ'চ্ছে
তোমার প্রথম ও প্রধান পরিচয়,
আর, সুনিষ্ঠ সুযুক্ত ব্যবস্থিতিসম্পন্ন
কৃতিদীপ্ত বোধনাই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যক্তিবিভূতির সাক্ষ্য,
আর, ওর মোট সঙ্গতিই হ'চ্ছে
তোমার বাস্তব বিজ্ঞাপন । ১৯ ।

দীন হও
কিন্তু দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ো না—
কি অন্তরে, কি বাহিরে—
কি ব্যক্তিত্বে, কি চরিত্রে। ২০।

যে-গুণ বা যা'র গুণগুলি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তাৎপর্য্যে
বিনায়িত শৃঙ্খলায়
চরিত্রকে অনুরঞ্জিত ক'রে
সাত্ত্বিক সংস্থিতিতে সংস্থ হ'য়ে ওঠে—
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে
সক্রিয় বোধনব্যাপনী চাতুর্য্যে,

তা'কে পাওয়া বা তৎপ্রাপ্তি
অমনতরভাবেই
জীবনে সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,
আর, প্রাপ্তি ঐই । ২১ ।

তুমি যা' বল বা চাও,
তা' যদি তোমার চরিত্রে
সুচারু সন্দীপনায়
অভিব্যক্তি লাভ না করে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,
প্রতিক্রিয়ায় সেগুলি
কা'রও অন্তরকে আলোড়িত ক'রে
ঐ অনুকম্পায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে না;
এতটুকু খাঁকতি থাকলেও
প্রতিক্রিয়ায় ঐ খাঁকতিই
কার্য্যকরী হবে কিন্তু । ২২ ।

ইষ্ট বা প্রেষ্ঠানত অনুচলন যা'র নাই—
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনা নিয়ে,—
বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিচলনও বিচ্ছিন্ন তা'র,
বোধবিভূতিও ছন্নছাড়া, বিকৃত,
এক-কথায়, চরিত্রও তা'র অমনতরই,
সে যত বড় কথাই বলুক—
সে-মানুষ ছন্নছাড়া,
জীবন-প্রভাবও তা'র ব্যতিক্রমদুষ্ট,
—এইটেই হ'চ্ছে মানুষের
ব্যক্তিগত জীবনের
মোক্তা নির্দ্দেশক । ২৩ ।

কেউ লাখ তোমার সঙ্গে থাকুক,
অথচ তোমার চরিত্রের ছোঁয়াও যদি না লাগে

তা'র ব্যক্তিত্বে,
তা'র মানেই
সে যতই বলুক
আর যতই করুক,
তোমাকে ভাল লাগে ব'লে
তোমার সঙ্গে থাকে না,
সঙ্গ করে
তা'র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্বের
ছোঁয়াও লাগে না তা'র গায়ে। ২৪ ।

তুমি যে বড়—
তোমার বাস্তব প্রকৃতির
বোধায়নী সঙ্গতি নিয়ে,
তা'র প্রমাণই হ'চ্ছে—
তোমাকে ধ'রে
তোমার অনুসরণে
কে কেমনতর বড় হ'য়ে উঠছে বা উঠেছে—
নিষ্ঠানন্দিত অনুনয়নে,
অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গতিশীল
সার্থক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে,
—এক-কথায়, তোমাকে ধ'রে
কে কেমনতর গজিয়ে উঠছে—
বৈশিষ্ট্যের বিশাল সঙ্গতিশীল ব্যাপৃতি নিয়ে,
যেমন, পিতা
তা'র সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন,
গজিয়ে ওঠেন—
বরণ্য হ'য়ে । ২৫ ।

যতই তুমি
বিখ্যাত, ধীমান্
বা কীর্ত্তিমান হও না কেন,
তোমার আচার যদি
সাত্বত-পরিচর্য্যী না হয়,
চরিত্র যদি লোককীর্ত্তিপ্রবুদ্ধ না হয়,
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা যদি
জীবনীয় না হ'য়ে ওঠে,
তোমার ধী ও কীর্ত্তি
লোকজীবনে
উত্থান সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারবে না,
বরং তা'দিগকে
বিপরীত-গতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
তোমার কথা ও কর্ম্মকে অনুসরণ ক'রে
মানুষ চরিত্রহীন,
বিরুদ্ধ-আচারী হ'য়ে চলবে,
তা'তে তুমি মানুষের
সম্বর্দ্ধনার স্বার্থ হ'য়ে উঠবে । ২৬ ।

ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠা-উদ্যুক্ত ভাববিন্যাস
সক্রিয় অনুচলনশীল
যা'র যেমনতর,—
প্রভাবও হ'য়ে থাকে
তা'র তেমনি;
বিশেষতঃ যা'র ভাব
নিষ্ঠা-উদ্যুক্ত, উদ্যমশীল হ'য়ে
সাত্বত, সার্থক সঙ্গতিশীল
সক্রিয় অনুচলনে বিনায়িত,—
তা'র ব্যক্তিত্বের প্রভাবও
সাত্বত-সন্দীপী হ'য়ে
নিষ্ঠাদীপ্ত অনুচলন-স্রোতা হ'য়ে থাকে। ২৭।

তোমার জীবন,
তোমার ব্যক্তিত্ব,
তোমার সংস্থিতি
নিষ্ঠাসুন্দর অনুনয়নে
রাগদীপ্ত অনুবেদনায়
কৃতিসুন্দর তর্পণ-বিনায়নে
তাথৈ তালে নাচতে থাকুক,
আর, এই চরিত্রই তোমার
শিবসুন্দরের আসন প্রস্তুত করুক,
তুমি মঙ্গলে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠ—
লোকবেদন-পরিচর্য্যায়
বিক্রমবুদ্ধ উন্মাদনায় । ২৮।

চরিত্র, আচরণ
ও গুণবিভাযুক্ত ব্যক্তিত্ব
যা' ইষ্টানুরাগনিষ্যন্দী
সুসন্ধিৎসু অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
কৃতি-উৎকর্ষ নিয়ে
অন্বিত সার্থকতায়
সত্তায় বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
প্রাপ্তি তো তাই-ই । ২৯ ।

সুখদুঃখ সবারই আছে,
কিন্তু নিষ্ঠাসন্দীপ্ত,
বিন্যাস-বিভূতিশীল,
সুবিবেকী হৃদ্য চরিত্র
যেখানে স্ফুরণপ্রভাবসম্পন্ন,
যা' কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে
বিকাশ পেয়ে থাকে,—
স্বস্তিমুখর সার্থক ব্যক্তিত্বের সম্পদ্
কিন্তু তাই-ই । ৩০ ।

কল্যাণপ্রসূ দ্যুতিমান্ ব্যক্তিত্ব যেখানে—
সাত্ত্বিক তত্ত্ব-সঙ্গতি নিয়ে,—
দেবত্বও সেখানে ।৩১।

বাস্তব বোধ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি
যা'র যত কম,—
আস্থা-বৃত্তিও তা'র তত ঢিলে ।৩২।

সু-কে ধারণ, পালন, পোষণ কর,
অস্তিত্বের কানায়-কানায় পান ক'রে নাও,—
তোমার ব্যক্তিত্ব সুধাবর্ষণ করুক ।৩৩।

শ্রদ্ধা, বোধ ও কর্ম্মের
বিন্যাস-বিভূতি-লব্ধ ব্যক্তিত্ব দিয়েই
মানুষের মেকদার
পরিমাপিত হ'য়ে থাকে ।৩৪।

ব্যক্তিত্বকে বোধদীপ্ত অটল ক'রে তোল—
নিষ্ঠা-অনুপ্রাণনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে
হৃদ্য বাক্-ব্যবহার-অনুচর্য্যায় ।৩৫।

ব্যক্তিত্ব যা'দের নিষ্ঠাহারা, ছেদশীল, বিক্ষিপ্ত,
সম্বন্ধ তা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট, ছন্ন,
সাধারণতঃ আত্মগর্ব্বী ।৩৬।

যা'দের ব্যক্তিত্বে মর্য্যাদাই কম,
ওজনই কম,
অর্থাৎ, সদ্‌গুণ-বিন্যাসই অকিঞ্চিৎকর,
প্রতি পদক্ষেপে তা'রাই সহজেই
অপমান বোধ করে বেশী,
এক-কথায়,
ঠুনকো মানী যা'কে বলে তা'ই ।৩৭।

নিষ্ঠা, বীর্য্য, বোধ, ব্যবহার ও বিনয়—
এই ক'য়ের সঙ্গতি
যে-ব্যক্তিত্বে যত সমীচীনভাবে সম্বদ্ধ,—
সে-ব্যক্তিত্বও তেমনি প্রভাবশালী । ৩৮।

সাত্বত আচারসন্দীপ্ত শ্রেয়নিষ্ঠা
যা'র সম্পদ্ হ'য়ে ওঠেনি—
তা'র বিবেকচক্ষুর দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গী
সব সময়ই দোদুল্যমান
ও ব্যত্যয়ী হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ
সেইজন্য ঐ ব্যক্তিত্বের বিচার-বিচরণাও
অমনতর হ'য়ে থাকে;
তাই, সাধারণতঃ এরা
সাত্বত-বিচার-বিহীন,
এঁড়ে-তার্কিক
ও ভ্রান্তিবুদ্ধিসম্পন্ন । ৩৯ ।

আত্মসম্মান-প্রবৃত্তি
যা'দের কিন্তু যত তীক্ষ্ন,—
আত্মোৎসর্জ্জনাও তা'দের ভিতর তত নিখুঁত,
আর, যেখানেই শ্রদ্ধা তর্‌তরে—
সেখানেই অর্থাৎ সেই ব্যক্তিত্বে
আত্মসম্মান ও আত্মোৎসর্জ্জনা
সুষ্ঠু সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
শ্রেয়নিষ্ঠ প্রসন্ন প্রদীপনায় উদ্দীপ্ত । ৪০।

ব্যক্তিত্ব যা'র ব্যতিক্রমদুষ্ট,
অন্বিত একায়নায় সার্থক হ'য়ে ওঠেনি—
সঙ্গতিশীল ক্রমানুবর্ত্তিতায়,—
লাখ স্বাধীন কর তা'কে,
স্বাধীনতা কিছুতেই সে

ভোগ করতে পারবে না,
বিক্ষেপ-বিক্ষুব্ধ অকৃতজ্ঞতা
তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রেই রাখবে,
তাই, তা'র সাত্ত্বিক ধৃতিও ঐ রকম । ৪১।

তোমার শ্রদ্ধোষিত অনুচলন,
সক্রিয় তৎপরতা,
অনুচর্য্যী পদক্ষেপ
সাত্বত সুনিয়ন্ত্রিত বাক্ ও ব্যবহারে
সন্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
দেব-ব্যক্তিত্বে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে' থাকে;
স্মরণ রেখো—
এমনতর চলনই যেন
তোমার সহজ চলন হয় । ৪২ ।

সজাগ থাক,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না,
কৃতিবিভবের শুভ-সন্দীপনা
তোমাকে সম্বেগশালী ক'রে তুলবে,
কৃতিবিভোর ক'রে তুলবে—
ধৃতিবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
স্বস্তির শুভ-আকর্ষণে,
উল্লোল উদ্দীপনায়,
ব্যক্তিত্বকে দেবদ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে;
আর, তোমার ঐ সার্থকতাকে
দুনিয়া উপভোগ করুক—
স্মিতসুন্দর তাৎপর্য্যে। ৪৩ ।

সুনিষ্ঠ ইষ্টীপূত অনুবেদনায়
স্থিতিলাভ ক'রে

কখন কোথায় কী করবে
বা কী বলবে,—
সুবিবেকী বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য সাত্ত্বিক অনুনয়নে,
যেখানে যেমন সমীচীন
অনুচর্য্যা-তৎপরতায়
হাতেকলমে ক'রে,—
সে-সম্বন্ধে
যতই অবহিত হ'য়ে উঠতে পারবে তুমি—
তোমার ব্যক্তিত্বও
মিষ্টি হ'য়ে উঠবে ততই,
লোক-হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠবে ততই । ৪৪ ।

বাস্তবতা বা সত্যের আঁট তা'রই,—
যে সমীচীন কথা দেয়,
আর, সমীচীনভাবে তা' কাজে নিষ্পন্ন করে—
হৃদ্য আপ্যায়নী আগ্রহ নিয়ে;
এমনতর চলনে
ক্রমে-ক্রমে
ব্যক্তিত্বটা বাস্তব অনুচলনে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে,
ভবিষ্যকালে তা'র ব্যক্তিত্ব
পরিবেশের নিয়ামকই হ'য়ে থাকে । ৪৫ ।

বিষয়-সংক্রান্ত বাস্তব সঙ্গতির
যৌক্তিক অর্থনায়
উপনীত না হ'য়েই,
তা'র সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম না ক'রেই,
বোধদীপনায় উপনীত না হ'য়েই
যা'রা নিজের মত প্রকাশ ক'রে,

বা কোন মনকে সমর্থন ক'রে
তা'তেই গড়াগড়ি যায়,
এখন এক রকম
আবার অন্য সময় অন্য রকম হ'য়ে দাঁড়ায়—
নিষ্ঠাবিভূতির বিভবে
ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা না ক'রে—
তা'দের ব্যক্তিত্ব দাঁড়াপ্রবণ নয়কো,
আর, বৈশিষ্ট্যও তা'দের
দুর্ব্বল স্নায়ুসম্বদ্ধ,
তা'দের মত ও মতলব শুভপ্রসূ কমই। ৪৬।

তোমার অকম্পিত
উর্জ্জী উচ্ছল নিষ্ঠা,
বোধবিকশনী আলোচনা
অনুকম্পী প্রীতি,
কৃতিমুখর সাত্বত পরিচর্য্যা,
সুসন্ধিৎসু সতর্ক অনুচলন
তোমার ব্যক্তিত্বকে যেন
এমনতরই অন্বিত, বিন্যস্ত ক'রে তোলে,—
যা'তে তুমি প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয়ে
উদ্বর্দ্ধনার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ হ'য়ে
প্রত্যেকের নন্দনার উৎস হ'য়ে উঠতে পার;
তোমার আগমন-উৎসারণা
প্রত্যেককেই যেন বরেণ্য ক'রে তোলে,
উর্জ্জী প্রতিভানন্দিত ক'রে তোলে,
বোধ করতে পারে যেন সবাই—
তোমার আগমন যেন
দেবদূতের আবির্ভাব । ৪৭ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ উদ্যমশালী
কৃতী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যা'রা,

লোকচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যা'রা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে,
তা'দের যদি কোথাও
কিঞ্চিন্মাত্র বোধভ্রান্তি ঘ'টে থাকে;—
তা'ও কিন্তু উপেক্ষণীয়;
সাত্বত শুভই সাধনা যা'দের,
কৃতি-অনুশীলন-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই,
কিংবা প্রাজ্ঞ সাহচর্য্যে
তা'দের বোধভ্রান্তি উড়ে যেতে
একটুও দেরী লাগে না,
কিন্তু আসুরিক দুষ্কৃতিসম্পন্ন যা'রা—
তা'দের বরং তেমনতর হওয়া
কমই সম্ভব হ'য়ে থাকে;
তাই, গীতায় আছে—
"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" । ৪৮ ।

যা'রা সুসংস্কৃত,
তা'রা স্বভাবতঃই অচ্যুত আদর্শনিষ্ঠ,
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন জীবনীয় সম্বর্দ্ধনার
পরম পোষক,
স্বভাবতঃই বিনীত,
সুজনোচিত সদাচার-পরায়ণ,
আপ্যায়নী অনুকম্পার শুভ-সুন্দর তীর্থ,
জীবনীয় লোকচর্য্যী যোগ্যতার অনুপ্রেরক,
শ্রদ্ধাশীল পরমতসহিষ্ণু হ'য়েও
আপূরণী আদর্শ-অনুগ স্থৈর্য্যে অটুট,
ব্যক্তিত্ব তা'দের চারিত্রিক দ্যুতিসম্পন্ন,
লোকানুরঞ্জক,
সম্যক্ দর্শনদীপনী সন্বিৎসাপূর্ণ সক্রিয়

আগ্রহ-সন্দীপ্ত—
যা'র ফলে তা'রা
অনুশীলনী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিতে উপনীত হ'য়ে
সত্য-নিরূপণায়
সুদক্ষই হ'য়ে থাকেন;
ধীমানের স্বাভাবিক চলনই এইরূপ । ৪৯।

যা'রা ভর্ৎসনা বা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আত্ম-বিনায়নে
সুষ্ঠু কর্ম্ম-তৎপর না হ'য়ে
ধুক্ষা-পীড়িত হ'য়ে ওঠে,—
তা'রা কখনও যোগ্যতার অধিকারী
হ'য়ে উঠতে পারে না,
পটুত্বের অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে না,
আত্ম-বিনায়নী চলন-রত হ'য়ে
বাক্য-ব্যবহারের
হৃদ্য উন্নয়নী তৎপরতা নিয়ে
নিজের ব্যাক্তিত্বকে দেবদ্যুতিসম্পন্ন
ক'রে তুলতে পারে না;
তাই, ভর্ৎসনা বা সংঘাত
যেমনতর যা'ই হো'ক না কেন,
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন উন্নয়নে
ওগুলিকে সুবিনায়িত ক'রে তোল,
বা নিরাকরণ কর,
আশীর্ব্বাদ তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্ত হয়ে উঠবে,
বরেণ্য হ'য়ে উঠবে তুমি । ৫০।

যিনি আদর্শনিষ্ঠ—
অচ্ছেদ্য অটুট সেবানিরতি নিয়ে,

প্রীতি-উচ্ছল স্বভাবসম্পন্ন হ'য়েও
যিনি অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রবণ,
যিনি বাস্তবতাকে ভিত্তি ক'রে
তদনুগ সার্থক সঙ্গতি রেখে
নিজেরই হো'ক
আর অন্যেরই হো'ক
সব যা'-কিছুকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন—
বাস্তব মূর্ত্তনায়
শুভ-সুন্দর
সঙ্গতিশীল কৃতি-উচ্ছল হ'য়ে,
—প্রবৃত্তির চাহিদা যাঁ'র
সাত্বত ধৃতিদীপনাকে
সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে পারে না,—
তিনিই প্রকৃত ব্যক্তিত্বশীল,
কৃতি-ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐশী-অনুকম্পা
তাঁর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি ক'রে থাকে । ৫১ ।

নিষ্ঠানিবিষ্ট অনুধায়না,
শৌর্য্যবীর্য্য-পরাক্রমপ্রবুদ্ধ
অসৎনিরোধী তৎপরতা,
প্রতিপ্রত্যেকের সাথে
স্বস্তি ও শুভপরিচর্য্যী সদ্ব্যবহার,—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে যদি এগুলি
বিহিত বিনায়নে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তদনুপাতিক সক্রিয়তা লাভ করে,—
মনুষ্যত্বের বিকাশবীর্য তো
সেখানে তেমনতরই হ'য়ে থাকে;

আর, ও যেখানে ব্যতিক্রমদুষ্ট—
ব্যক্তিত্বও সেখানে বিড়ম্বিত । ৫২ ।

তোমার অন্তর-বাহিরের যা' কিছু
শ্রেয়ার্থ-অন্বয়ে
কৃতিদীপনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতা নিয়ে
শুভ-সন্দীপী বিহিত অর্থনায়
চৌকস সঙ্গতিশীল সংযোজনায়
নিটোল হ'য়ে যদি না ওঠে,—
তোমাতে তোমার ব্যক্তিত্বই
সুস্থ সন্দীপনায় গজিয়ে উঠবে না,
তা'র মানে নিটোল ব্যক্তিত্বের
উদ্ভবই হ'য়ে উঠবে না;
শ্রেয়-সঙ্গতি নিয়ে কৃতিসার্থকতায়
অমনতর যতখানি হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও
তেমনিই হবে কিন্তু;
নয়তো, এলোমেলো ব্যতিক্রমশীল
বিভ্রান্ত উন্মাদনাতেই চলতে হবে—
এখন এক রকম
তখন অন্যরকম
এমনতর বিচ্ছিন্ন চলন নিয়ে;
ব্যক্তিত্বেই সত্তার শুভ-সার্থকতা । ৫৩।

সে সাত্বত ভূমিকে অবলম্বন ক'রে
চারিত্রিক আধানে
অনুকম্পী চর্য্যানিপুণ তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
জ্ঞানবিভূতির বিকাশ হ'য়ে ওঠে
যেখানে যেমনতর,—

ব্যক্তিত্বটা
দেবত্বে পর্য্যবসিত হয়ও তেমনি,
মানুষ
ঐ তাঁ'দিগকে
দেবতা ব'লে আখ্যায়িত ক'রে থাকে। ৫৪।

বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব
ও তা'র মানস-বিধান
অন্তরের ব্যতিক্রমে গা ঢাকা দিয়ে
শিষ্ট ভঙ্গী দেখিয়ে চলে,
করে উল্টো,—
মিথ্যাচারের লক্ষণ ওখানেই;
আবার, নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনায়
কৃতি-উচ্ছল সঙ্গতিতে
মঙ্গলপ্রসূ শিষ্টাচার নিয়ে যা' করে—
সে-করা যেমনই হো'ক্,
প্রয়োজনীয় যেমনতর দাঁড়াতেই
তা' দাঁড়াক না কেন—
মিথ্যাচারের মতন দেখা গেলেও
তা' কিন্তু শিষ্টাচারই। ৫৫।

ইষ্টার্থপূরণী আত্মনিয়মনার সহিত
তোমার আচার-আচরণ যতই
নিখুঁত ইষ্টার্থ-বিকিরণী হ'য়ে উঠবে,
ক্রমশঃ
ঐ অনুক্রিয়-চলন-চাতুর্য্য-বিনায়িত
উদ্দীপনী অনুপ্রেরণার আওতায়
যা'রাই আসবে—
শ্রদ্ধোচ্ছল উদ্যম নিয়ে,
তা'দেরও আচার-আচরণ
অমনতর হ'য়ে উঠতে থাকবে—

তা' ধীর পদক্ষেপেই হো'ক,
আর ত্বরিতগতি নিয়েই হো'ক—
বৈশিষ্ট্যমাফিক;
আর, তা'দের ঐ অনুচলন
তোমার ব্যক্তিত্বকে অভ্যর্থনা ক'রে
নন্দিত হ'তে থাকবে,
অমনতর অন্তঃকরণ-স্পর্শে
তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমাকে নিয়ে
তা'রাও তৃপ্ত হ'য়ে উঠবে—
পাবন-প্রসাদের উচ্ছল স্ফুরণা নিয়ে। ৫৬।

তুমি যেমন চাও—
তোমার সুবিধামত
তুমি কোথাও ওঠ, বস,
তোমার খেয়ালমত করণীয় যা' সেগুলি কর,
যেখানে উঠছ, বসছ বা করছ কিছু—
তা'র জন্য
তোমার কোন বাধ্যবাধকতা নাই,
নিজের খেয়ালী চলনকে ত্যাগ ক'রে
অন্য কিছু তুমি করতে পার না;
আর, সে তোমার
শ্রেয় বা প্রেয় হওয়া সত্ত্বেও
তা' যদি তোমার ব্যবহারে পরিস্ফুট না হয়,
বুঝে নিও—
তোমার ব্যক্তিত্বে
আবিল স্বার্থজড়ত্ব আছেই কি আছে। ৫৭।

যা'রা বৃদ্ধি পায়
তা'রা বর্দ্ধনার প্রকৃতি নিয়ে জন্মে,

বর্দ্ধনার কৃতিসম্বেগে
তা'রা সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলে—
শিষ্ট অভিসারে,
যা'তে তা'দের নর্ত্তন-উৎসর্জ্জনা
ব্যর্থ না হ'য়ে ওঠে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে;
আর, পরদুঃখকাতরতা,
পরিচর্য্যা,
প্রীতি-প্রসারণ
তা'দের ব্যক্তিত্বের
বিভব হ'য়েই থাকে,
ব্যাপ্তির মহান্ ঊর্জ্জনা
তা'দের উচ্ছল ক'রে তোলে,
তৃপ্তির উদ্দীপনায়
তা'দের সুখবিলোল ক'রে
অতিষ্ঠ ক'রে তোলে,
হাসতে গিয়ে যেমন অনেকের হয়,—
হেসে-হেসে হয়রান হ'য়ে ওঠে,
পারে না সে,
তা'ও হাসি আসে। ৫৮।

আচার্য্যই বল, আর শ্রেয়ই বল,
এক-কথায়, যিনি জীবনে
মুখ্য জীয়ন্ত দ্যুতি,
তা'র মনোজ্ঞ নিয়মনে
বা সত্তা-সম্পোষণী কৃষ্টি-চলনে
যা'রা চলতে নারাজ
বা চলতে পারে না—
নিজের প্রবৃত্তি-প্ররোচনাকে এড়িয়ে,
বরং কষ্টই বোধ করে তা'তে,

এক-কথায়, যা'দের ব্যক্তিত্বে
তেমন রাগানুগ প্রীতি নাই,
যা'র ফলে
তা'র মনোজ্ঞ হ'য়ে চলাই
বা কৃষ্টি-চলনে চলাই
জীবনের সার্থকতা ব'লে প্রতীতি হয়,—
এমনতর যা'রা
রাগদীপ্ত ব্যক্তি তা'রা নয়কো,
ঠিক জেনো—
তা'দের আশ্রয়, সংস্রব বা সঙ্গ
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রেও তুলতে পারে;
সুকেন্দ্রিক সার্থক সক্রিয় তৎপরতায়
রাগদীপনা নিয়ে
তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলবার
প্রেরণা পাবে কমই সেখানে থেকে,
বরং প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হওয়া সম্ভব,
তাই, সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রাখবেই,
যদি বোঝ, তোমার আনতিই সেদিকে প্রবল—
এড়িয়ে যত চলতে পার,
তাই-ই ভাল;
সাবধান!
ঐ আচার্য্য বা শ্রেয়ের মনোজ্ঞ হবার
বা সাত্ত্বিক কৃষ্টি-চলনে চলবার
প্রদীপনা যা'দের নাই,
বিশেষ হিসাব ক'রে চ'লো সেখানে ।৫৭।

শ্রেয়হারা, বিকেন্দ্রিক, বিকৃতমনা
দুর্ব্বল বা অসুরচিত্ত ও আরামপ্রিয় যা'রা,—
তা'রা দেশের সম্পদ্
কমই হ'য়ে উঠতে পারে,

বরং বোঝাই হ'য়ে থাকে,
তা'দের অন্তঃকরণে
অকাট্য আগ্রহদীপ্ত
একায়নী সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির
অভাবই পরিলক্ষিত হয় প্রায়শঃ,
আর, সেইজন্যই তা'রা
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যোগ্যতাসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'দের জ্ঞান ও দর্শন
কতকগুলি সঙ্গতি ও সংযোগহারা
প্রকোষ্ঠবদ্ধ হ'য়ে
বিচ্ছিন্নভাবেই
ব্যক্তিত্বে মজুত হ'য়ে থাকে,
যা'র ফলে, সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফুরণার
অভাবই ঘ'টে থাকে,
তা'রা
অনিয়মন-প্রবণ যৌনভোগ-লিপ্সু হ'য়ে
জীবনকে
ভাঁটাতেই চলন্ত ক'রে চলতে থাকে,
ঐ সংস্পর্শ
পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে
ঐ বিষ ছড়িয়ে
তা'দিগকেও
ঐ জাতীয়ই ক'রে তুলতে থাকে;
অমনতর দেখলেই সামাল হ'য়ে চ'লো। ৬০।

যন্ত্রমানুষ হ'তে যেও না,
জীয়ন্ত মানুষ হও—
সুকেন্দ্রিক রাগদীপনা নিয়ে
আগ্রহ-উন্মাদনায়;

শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে চ'লো—
যে-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
লোকবর্দ্ধনী অনুদীপনার সহিত
তোমার বোধদ্যুতি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বে
শুভচরিত্রকে উদ্‌গত ক'রে তুলতে পারে—
দূরদৃষ্টির সম্যক্ বোধবীক্ষণী অনুধায়নায়;
আর, এই হ'চ্ছে
জীয়ন্ত মানুষের জীবন-প্রবাহ;
আর, যন্ত্রজীবন মানেই হ'ল
অল্প বোধি নিয়ে
যন্ত্রের মতন একঘেয়ে চলনে চলা,
যা'তে নব-নব উন্মেষ-শালিনী বোধনা
তন্দ্রাগ্রস্ত হ'য়ে থাকে;
যদি সুদীপ্ত মানব-জীবন চাও,
তবে অন্ততঃ এই চলনে চলতে থাক। ৬১।

আদর্শে শ্রদ্ধা-নিরতিহীন
সঙ্গতিহারা যা'রা যেমন,
তা'রা ততখানি প্রত্যাশালুব্ধ শ্লথ-বীর্য্য;
তা'দের বিশেষত্বই হ'চ্ছে—
একপন্থী বহুমুখী কর্ম্মগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সমাধান-সার্থকতায়
তারা কৃতকার্য্য হ'তে পারে কমই,
কারণ, কোন বিষয় বা ব্যাপারের কোন-কিছুতে
তা'রা যেই আনতিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,—
তা'রই সমাধানে
অন্য কর্ম্মগুলিকে

সঙ্গতিশীল তৎপরতায় বিনায়িত ক'রে
সামগ্রিক কৃতকার্য্যতা লাভ করা
তা'দের পক্ষে দুরূহই হ'য়ে ওঠে,
তা'দের মস্তিষ্কের বোধনাও
সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে না,
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল আয়ত্তে এনে
নির্ব্বাহ ক'রে তোলা
তা'দের পক্ষে কঠিনই হ'য়ে থাকে;
তাই, যে-বিষয়েই হো'ক না কেন,
মূলকে অবলম্বন ক'রে
যে-যে-গুলি তা'তে সংগ্রথিত হ'য়ে
একটা সামগ্রিকতার সৃষ্টি ক'রে আছে,
সেগুলিকে তেমনতর গ্রথিত ক'রে
ঐ সামগ্রিকতায় মূর্ত্ত করতে-করতে
কৃতকার্য্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে ওঠ,
তোমার ব্যক্তিত্বও
কৃতিদীপ্ত সামগ্রিকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
চতুর হ'য়ে উঠবে,
চৌকষ হ'য়ে উঠবে। ৬২।

তুমি শাতনী অনুচলনায়
এতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ,
কঠিনকেই এমন সহজ ক'রে তুলেছ—
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ক'রে,—
যে-প্রীতি-উৎসারণায়
শ্রেয়শ্রদ্ধ কর্ম্মনিরত হ'য়ে চলা
তোমার পক্ষে দুষ্কর ব'লেই মনে হয়,
কারণ, তা'তে তোমাকে

সব যা' কিছুকে কুড়িয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে এনে
স্বস্তি-বিধায়নী উৎসর্জ্জনায়
তাঁ'তে নিয়োজিত করতে হয়;
তাঁকে আপ্রাণ আবেগে ধর,
আর, যা'-কিছুকে
ত'দনুচর্য্যী ক'রে বিনায়িত কর—
অনুকূল উৎসারণায়
ও প্রতিকূল-বর্জ্জনায় প্রখর হ'য়ে,
দেখবে, বিচ্ছিন্ন যা',
বিকীর্ণ যা',
সুসংস্থ হ'য়ে
সুবিনায়নী তৎপরতায়
তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলছে—
অভ্যাসের তপ-তাপদীপনায়
ব্যক্তিত্বকে শুভচর্য্যী
চারিত্রিক দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে,
স্বস্তি
প্রসাদ-পরিতৃপ্ত হ'য়ে
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবে । ৬৩ ।

উর্জ্জী-সম্বেগী শ্রদ্ধা,
কৃতিচলনশীল উদ্যম, ক্রমাগতি
ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে
যে নিজ-ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে রাখে না,
সে-ব্যক্তিত্বের খরগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠা
কমই দেখতে পাওয়া যায়,
আর, প্রয়োজনের পূর্ব্বে প্রস্তুতি,
চতুর অর্থাৎ সব দিক্-দিয়ে সঙ্গতি নিয়ে

যে সাম্যগতি
তা'রও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়,
তাই, তা'রা প্রায়শঃই
বীর্য্যদীপনায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না;
আবার, আসুরিক অনুচলন যা'দের
তা'দের প্রকৃতিগত বৈষম্যের সহিত
অমনতর অনুচলনের রকম থাকলেও
তা'রা লোকপীড়কই হ'য়ে ওঠে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুচলনের
উদ্দীপ্ত প্রতিভা
তা'দের কমই দেখতে পাওয়া যায়;
তাই, ঊর্জ্জী সম্বেগশালী সশ্রদ্ধ অনুরাগ নিয়ে
চলতে থাক—
নিষ্ঠাকে অটুট উচ্ছল ক'রে,
কৃতিচলন নিয়ে,
—তোমার জীবন লোকস্বার্থী হ'য়ে উঠুক। ৬৪।

ব্যক্তিত্বে যে যত হীন,
চলনচরিত্রও তা'র তেমনি বিনয়হারা, অশিষ্ট,
অহঙ্কারও তা'র তেমনি তীব্র,
আবার, ভিতর-বুঁদেও হয় সে
তত বেশী। ৬৫।

মমত্ব যা'র বিস্তীর্ণ—
অহংও তা'র প্রসারণসম্বেগী। ৬৬।

ইষ্টম্ভরি হও,
আত্মম্ভরি হ'তে যেও না—
ঠকবে,
দিলেও পাবে না কিছু। ৬৭।

তুমি তোমাকে জ্ঞানী ভেবে
গর্ব্বিত থেকো না,
দেখ, শোন, জান,
আর, অবাক্‌মুগ্ধ হ'য়ে অনুভব কর—
উপভোগ কর ।৬৮।

বিদ্রূপাত্মক তুচ্ছকর দাম্ভিক
বাক্ ও ব্যবহার
মানুষকে ছোটই ক'রে থাকে,
আরো ডেকে আনে তা'র ব্যক্তিত্বের প্রতি
তাচ্ছিল্যকর দৃষ্টিপাত ।৬৯।

যা'দের পৌরুষ
উদ্যম-অভিনিবেশী পূরণপ্রবণ নয়,
বিনয়াবনত নয়,
অভিমান-ধূক্ষিত,—
তা'রা সাধারণতঃ
সৌজন্যহারা অবিবেকীই হ'য়ে থাকে ।৭০।

তোমার চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য কিন্তু
ইষ্টীপূত সৌম্য
শৌর্য্য-বীর্য্য-সমন্বিত
বিনয়ী, সুযুক্ত, সঙ্গতিশীল অনুচলনে,
যা' স্বভাবতঃ লোক-অন্তরে,
প্রীতি-দীপনারই সৃষ্টি করে—
উদ্ধত অশিষ্ট বাগাড়ম্বর
বা বিতণ্ডায় নয়কো ।৭১।

যদি শ্রদ্ধা ও স্নেহের
অধিকারী হ'তে চাও,
অভিমানশূন্য বিনীত হও—
তা' যতই ছোট বা বড় হও না কেন;

আর, প্রভুত্বের গৌরব নিয়ে
শাস্তা হ'তে যাবে যতই,—
সংঘাতকেও আমন্ত্রণ ক'রতে থাকবে
ততই কিন্তু । ৭২ ।

যে তা'র সামনে
অন্য কা'রও প্রশংসায় উৎফুল্ল না হ'য়ে
নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করে—
স্বার্থসঙ্কুল ক্রুর হীনম্মন্যতা
তা'র অন্তরে বসবাস ক'রেই থাকে । ৭৩ ।

যা'রাই কা'রও নিদেশ, অনুরোধ
বা অনুজ্ঞা শুনলেই
নিজের আত্মমর্য্যাদার খাঁকতি মনে করে,
পরিপালনে বিরক্ত হয়,—
তা'রা সঙ্কীর্ণ আত্মম্ভরি,
বংশগতিও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ তা'দের । ৭৪ ।

তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ—
সে তোমাদের সবারই সেবক,
এটা অতি নিশ্চয়,
যে নিজেকে
বড় ব'লে জাহির করতে চায়—
সে খাটোই হ'য়ে থাকে,
আর, যে নিজেকে দীন ব'লেই জানে,
অথচ কৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে চলে,—
সে বড়ই হ'য়ে ওঠে । ৭৫ ।

অশুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করার
প্রয়াস যা'দের নাছোড়বান্দা—
কা'রও শুভ-সন্দীপী কিছু করতে

যা'রা শ্লথ-সম্বেগী,—
তা'রা হীনম্মন্য তো বটেই,
অপকর্ষী-প্রকৃতিসম্পন্ন । ৭৬ ।

অহঙ্কারী আত্মম্ভরি যা'রা—
বেয়াদবী চালচলন নিয়ে
পরাক্রম অনুভব করে,—
তা'রা প্রায়ই অকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকে,
অনিষ্টপ্রয়াসী হ'য়ে থাকে,
মিথ্যাচার-পরায়ণও হ'য়ে থাকে,
দোদলবান্ধা-গিরির ভিতর-দিয়েই
তা'রা গর্ব্ব অনুভব ক'রে থাকে । ৭৭ ।

যা'রা নিজের বৃত্তির শেখানো কথায়
বা লোকমুখে-শোনা
বৃত্তিমাফিক শেখা-কথায়
আস্থাপ্রবণ—
দাম্ভিকতা নিয়ে,—
তা'রা বাস্তব শুভ-সম্বর্দ্ধনী শিক্ষা নেওয়ার
ধার ধারে কমই,
তা'দের মিথ্যা-প্রলুব্ধতা
সত্যনিষ্ঠার দম্ভ নিয়েই চ'লে থাকে সাধারণতঃ । ৭৮ ।

যা'র বিনীত সৌজন্যে
অসৎ কোন-কিছুকে সমর্থন করে,
প্রশ্রয় দেয় বা উস্‌কিয়ে তোলে—
কুশল-তৎপরতায় প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান না ক'রে,—
তা'রা নিজেরাও অসৎ;—
কারণ, অসৎকে তা দিয়ে
বহু রকমই বাড়িয়ে তোলে তা'রা । ৭৯ ।

মন্দিরে যাও, আর, মঠেই যাও,
বা সভাসমিতি, পূজা-উৎসবাদিতেই যাও,
সাধারণের চাইতে
যেই একটু এগিয়ে যাচ্ছ—
কোন ডাকের প্রয়োজন ছাড়া,
তখনই বুঝে নিও—
অভিমানী আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হ'য়ে
তুমি তা' ক'রছ । ৮০ ।

আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
যা'দের সহজস্ফূর্ত্ত নয়,
তিরস্কার যা'দের
হৃদ্য প্রীতি-অভিষিক্ত নয়,—
দাম্ভিক ঔদ্ধত্যই সেখানে বসবাস করে;
আর, তা'দের যা'রা মেনে চলে
মৌতাতী চলন নিয়ে,
খাতির-মৌরত সেখানেই যা'দের
ওই-ই পরিচয় তা'দের
কেমন তা'রা । ৮১ ।

বেকুব যা'রা
তারাই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন,
আত্মম্ভরি দাম্ভিক আত্মগৌরকেই
তা'রা গৌরব ব'লে মনে করে,
আর, চতুর যা'রা
তা'রা সাত্বত বুদ্ধিসম্পন্ন,
লোকের দরদী,
অনুকম্পাশীল
ও প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যাপরায়ণই
হ'য়ে থাকে স্বভাবতঃ । ৮২ ।

সরল হও কিন্তু বেকুব হ'য়ো না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
বল, কর,—
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
তা' এমনভাবে—
যা'তে অন্যেরও ভাল হয়,
তুমি ক্ষতিগ্রস্ত না হও—
কোন দিক্ দিয়ে, কোন রকমে,
—এমনতর তীক্ষ্ম সন্ধিৎসু
সতর্ক অনুচলনী অনুনয়নে;
তাই, বেকুব-সরল হ'তে যেও না । ৮৩ ।

যা'রা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকে
বা তাঁ'দের সঙ্গ করে,
অথচ চরিত্র ও বোধে
এক-কথায়, বোধ, আচার ও ব্যবহারে
সার্থক সঙ্গতিশীল রংই ধরে না,
সে-থাকা বা সঙ্গ করা প্রায়শঃই
ভাবালু, ভক্তবিটেল, আত্মম্ভরি, স্বার্থ-সন্ধিক্ষু;
ফলকথা, নিষ্ঠা ও সক্রিয় শ্রদ্ধার
কিছুই নেইকো সেখানে—
লাগোয়া তৎপরতার অভাব একান্তই । ৮৪ ।

কা'রও কাছ থেকে
কেউ কিছু নিতে সঙ্কুচিত হয় তখনই,
অহংগর্ব্বিত ব্যসন-মণ্ডিত হ'য়ে
স্বতঃ-উৎসারিণী দেওয়া
অনুভাবিতা, অনুচর্য্যা-নিরতি,
আনুকূল্যে অনুরাগ
ও প্রতিকূল-বর্জ্জনা
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে যখন,

আর, অন্যের খোঁটার ভয়
যখন তা'কে ত্রস্ত ক'রে তোলে । ৮৫ ।

বড় লোক অর্থাৎ মহৎ লোক তাঁরাই
যাঁদের প্রচেষ্টা ও অনুধ্যায়িতা
অনুন্নত যা'রা
তা'দিগকে নিজের মত ক'রে তুলতে চায়
উন্নত ক'রে তুলতে চায়—
বৈধী অনুশাসন-নিয়মনায়,
আর, তা'তেই তাঁরা প্রযত্নশীল—
শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-অনুচর্য্যা অটুট রেখে;
আর, যা'রা দাম্ভিক—
তা'রা অল্পবুদ্ধিদিগকে
ব্যতিক্রম ও ব্যভিচারী চলনে
প্ররোচিত করে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব
পাপ-মৃষ্টই দেখতে পাওয়া যায় প্রায়শঃ । ৮৬।

অকৃতী জাত্যভিমানের দাম্ভিকতা নিয়ে
যা'রা অপকৃষ্টদের তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করে—
আত্মবৈশিষ্ট্য-অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে—
তা'রা অন্যের বৈশিষ্ট্যকে
শ্রদ্ধা করতে তো জানেই না,
বরং নিজের হীনত্বের প্রতিক্রিয়ায়
অন্যের প্রতি অভিঘাত সঞ্চারিত ক'রে
তা'দিগকে অপকর্ষ-পরামৃষ্ট ক'রে রাখতে চায়,
এমনতর যা'রা
তা'রা যে-ই হো'ক
আর যা'ই হো'ক না কেন
আত্মমর্য্যাদাকেই অভিঘাত ক'রে থাকে;
তাই, নিজের বৈশিষ্ট্যকে

সমীচীন পরিপালনায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোল,
অন্যের বৈশিষ্ট্যতেও শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে
তা'র উৎকর্ষী-অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে ওঠ;
ইতরপনা
ইতরামিকেই আবাহন ক'রে থাকে । ৮৭ ।

যা'রা হীনম্মন্য, দাম্ভিক, দোষদর্শী,
আপ্যায়নহারা,
অনুচর্য্যাহারা,
তা'দের সহিত যেমনতরই সংশ্রবান্বিত হও না কেন,
সক্রিয় আত্মীয়তার সুসংস্থ হওয়া
অত্যন্ত দুরূহ—
তা' যতই যা' কর না কেন,
তা'রা সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধারঙ্গিল হ'য়ে
চলতেই পারে না,
বরং আত্মীয়তা থাকলেও
বিশ্বাসঘাতকতায় বিপর্য্যস্ত করতে
কুণ্ঠিত হয় কমই । ৮৮ ।

আত্মশ্লাঘা ও অভিমান-নিষিক্ত অহং যা'দের,
তা'দের কথা বা কাজের উপর
কেউ যদি কিছু বলে
বা কিছু করে
বা অভিমত প্রকাশ করে,
আর, তা তা'দের সমর্থনী না হ'য়ে
ব্যতিক্রমী হয়,—
তা'দের ব্যক্তিত্বের বিবেকধৃতি
তখনই ভেঙ্গে যায়,
তা'রা তখনই
তা'র কথার বিপরীত কথা সমর্থন ক'রবে

বা তা'র বিরুদ্ধাচরণ করবে—
তা' বাক্যেই হো'ক
আর ব্যবহারেই হো'ক ।৮৯।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
তোমার চালচলনকে
শুভনিষ্ঠ ক'রে তোল,
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
স্বার্থপর দাম্ভিক অহঙ্কারকে ত্যাগ কর,
আর, জীবনের সমস্ত যা'-কিছুকে
ঐ ইষ্টার্থ-বিনায়নে বিনায়িত কর,
এমনি ক'রে নিজে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠ—
শুভ-সঙ্গতিতে,
কৃতিতৎপর ত্বারিত্য নিয়ে;
তোমার ভাগ্যলেখা
ভজন-প্রেরণায়
উৎকর্ষ-চলনে চলতে থাকুক,
দেবতা স্মিত বদনে
মমতাদীপ্ত চক্ষু নিয়ে
তোমাকে অবলোকন করতে থাকুন,
তুমি ধন্য হ'য়ে ওঠ ।৯০।

মর্য্যাদাকেও উপভোগ কর,
কিন্তু মর্য্যাদার অহঙ্কারে
স্ফীত হ'তে যেও না,
স্ফীত হও—
কৃতি-সন্দীপনায়,
কৃতিযাগের সুষ্ঠু নিবিষ্ট যাগে,
যা' প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে—
এমনতর ক'রে;

আর ঐ হ'চ্ছে—
নিজের ব্যক্তিত্বকে অর্থান্বিত ক'রে
উৎসব-উদ্বর্দ্ধনায়
নিবিষ্ট করবার বিহিত তুক;
ক'রে দেখ,
তোমার কৃতার্থতাই
সার্থক সম্বেদনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
অর্থান্বিত ক'রে তুলবে—
বিশ্বকর্ম্মার আশিস্-সন্দীপনী অনুকম্পায় । ৯১ ।

সৎ-আচার্য্য-বিহীন
অর্থাৎ সৎ-আচার্য্যে
সক্রিয় নিষ্ঠাবিহীন যা'রা
এক-কথায়, অযুক্ত যা'রা—
তা'রা উপযুক্ত সন্ধিৎসু ও বোধনার অভাবে
নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে না,
অন্যের বেলায় তো কথাই নেই,
তাই, তা'রা
নিজেকে সংস্কৃত ক'রে তুলতে তো পারেই না—
সার্থক সঙ্গত বিন্যাসে,
বরং তা'দের আত্ম-সংস্কার-বুদ্ধি
প্রায়শঃই ভালর ছদ্মবেশে
কু-এর সাংঘাতিক রূপকেই
আবাহন ক'রে থাকে,
আর, লোকের ভিতর
চারিয়েও দিতে চায় তা'ই—
আত্মপ্রতিষ্ঠার দাম্ভিক গৌরব-লোলুপতায়,
তা'রা
ভালমন্দের জঙ্গলা জঞ্জাল থেকে

ভালকে বেছে নিয়ে চিনে
জীবনে প্রয়োগ করতে
একটা অনাসৃষ্টিরই আমদানি ক'রে থাকে,
খুব সাবধানে থেকো তা'দের থেকে;
স্মরণ রেখো—
''মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ''
মোক্তাভাবে তাই-ই ভাল,
আর, মহাজন মানেই হ'চ্ছে—
যিনি নিজে মহৎ
ও মানুষের মহত্ত্বকে যিনি
গজিয়ে তুলতে পারেন,
বড় তকমা দেখেই ঘাবড়ে যেও না,
বুঝে-সুঝে যা' ভাল হয়
তা'ই ক'রো । ৯২ ।

ব্যভিচারদুষ্ট হ'তে যেও না—
এমন-কি, অন্তরেও না । ৯৩ ।

সে-ঔদার্য্য ভাল নয়—
যা' ব্যষ্টিগত সম্বৃদ্ধিকে
খোঁড়া ক'রে তোলে,
ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে
নিষ্পন্দ ক'রে তোলে । ৯৪ ।

নিদেশ বা অনুশাসন যা'র অন্তরে
যেমনতর প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলন-তৎপরতায়,—
সে তেমনতর সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে থাকে,
অভ্যাস ও ব্যবস্থ চলন
শুভ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় তেমনি,
তা'র কৃতিচলনও তেমনি
সম্বেগ-সন্দীপ্ত আগ্রহ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে । ৯৫ ।

অনুশাসনের ছদ্মবেশে
যা'রা অপকর্ম্ম ক'রে থাকে,
অশুভের অত্যাচারই
তা'দের উপঢৌকন। ৯৬।

যে প্রিয়পরমে সঙ্গতিশীল নয়কো,
সে তাঁ'র বিরুদ্ধে । ৯৭ ।

প্রিয় ও প্রীতিতে
যা'রা অভিঘাত সৃষ্টি করে,
তা'রা কিন্তু আস্থার গণ্ডীর বাইরে। ৯৮।

যে যত সহজ-দুল্য,
বিশ্বাস্যতাও সেখানে তত সন্দেহের । ৯৯ ।

চাটুকারেরা কমই অকপট হয়,
বিশ্বাসীও হ'তে দেখা যায় ক্বচিৎ,
আর, তা'দের আত্মোৎসর্গও বিরল । ১০০ ।

যা'র কথা আর কাজে মিল নাই,
এমনতর মানুষের কাজ দেখে
তবে বিশ্বাস ক'রো । ১০১।

কে কী বলে—
সে কেমন তা'র সাক্ষী নয়কো;
তা'র বলায়-করায়
কেমনতর মিতালী আছে—
সেটাই তা'র সাক্ষী—
সে কেমন । ১০২ ।

তোমার জীবন-চলনার যা'-কিছুকে
মায় আচার-ব্যবহার কৃতিচলন শুদ্ধ—
সবগুলিই আত্মবশে রেখো—

সুষ্ঠু, সমীচীন সম্ভাব্যতায়,
পারিবেশিক অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
—তা'তেই কিন্তু সুখ;
যতই পরবশ হবে,
দুঃখও সেখানে তেমনি । ১০৩ ।

যা'রা যে যা' বলে
তা'তেই ঢ'লে পড়ে
আকৃষ্ট হ'য়ে,
বাস্তবতাকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় মিলিয়ে
তা'র অর্থে উপনীত হ'য়ে
শুভাশুভকে নিরূপণ করতে পারে না,
বা সৎ-নিষ্ঠাহারা বিকেন্দ্রিক চলনে চলে,—
তা'রা অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ই,
আর, আপদ্‌ও তা'দের পিছু নিতে
কসুর করে কমই । ১০৪ ।

সবার কাছেই ব'সো,
আনন্দ ক'রো সবার সাথেই,
আর, যে যা' বলে
তা' যতখানি মেলে
তোমার শ্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমের
নিদেশ-অনুচলনের সাথে,—
সেইটুকুই নাও;
অতি অকিঞ্চিৎকর ব'লে যা'কে মনে করছ,
সে যদি কৃতি-নিপুণ ইষ্ট-সুনিষ্ঠ হয়,
তা'র কথাও
সশ্রদ্ধ তৎপরতায় শ্রবণ কর,
আর, যে যতটুকু তাঁর নিদেশ-নিয়ন্ত্রিত
তা'কে গ্রহণও ক'রো তেমনি;

যে তাঁ'তে যতখানি,
সেও তোমার ততখানি কিন্তু । ১০৫ ।

যা'রা তোমাকে আজ সুখ্যাতি করল
একজনের কাছে,
আবার, অন্যের কাছে যেয়ে
তোমার অখ্যাতি করল,—
তা'র মানে তা'রা সুবিধাবাদী,
যখন যেমন করলে
তা'দের প্রয়োজন পূরণ হ'য়ে থাকে—
তা'ই তা'রা করে । ১০৬ ।

প্রীতি যা'দের পেশা—
তা'দের উপর আস্থা রেখো না,
সেবা দিও,
হৃদয় দিও না,
দিলে ঠ'কবে কিন্তু । ১০৭ ।

প্রীতির উচ্ছল অবদানে
যেখানে
হিংসা, পীড়ন ও স্বার্থসম্বোধী উপশ্রয়
হাত বাড়িয়ে আসে,—
বুঝে নিও—
সেখানকার সাত্বত প্রকৃতিই হ'চ্ছে
অশিষ্ট পাশবিক-তাৎপর্য্যসমন্বিত,
সাবধানী প্রস্তুতি
যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে । ১০৮ ।

যা'রা প্রীতির সুযোগ নিয়ে
ধাপ্পাবাজী তৎপরতায়
তথাকথিত প্রিয়কে ঠকিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি ক'রে থাকে,

তা'রা অত্যন্ত হীন, বিশ্বাসঘাতক,
ঘৃণ্য তো বটেই—
অসংশোধনীয় প্রায়,
প্রীতির দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের অভিশাপ-অগ্নি
তা'দের ভাগ্যদেবতাকে
দ্বন্দ্ব-পঙ্গু ক'রে ফেলেছে । ১০৯ ।

ধাপ্পাবাজ হ'তে যেও না,
ধাপ্পাবাজি মানেই—
তোমার পারগতাকে অবসন্ন ক'রে
ধাউড়ামির সাহায্যে
তোমার চাহিদাকে নিষ্পন্ন ক'রে তোলা,
যা'র ফলে, পারগতার
যোগ্যতা হ'তে বঞ্চিত হবে,
অপমান ও অভাব-অনটনে
আত্ম-নিমজ্জন করতে বাধ্য হবে,
নিন্দনীয় হ'য়ে উঠবে তুমি
তোমার কাছে ও সবার কাছে । ১১০ ।

যা'রা ধাপ্পাবাজি বা প্রবঞ্চনায়
হাতেকলমে অভ্যস্ত,—
সন্দেহ ক'রো তা'দের,
তা'দের অন্তরবিনায়নও
অমনতর সঙ্গতিসম্পন্ন,
এমন-কি, অসৎ-নিরোধী তৎপরতার বেলায়ও,
স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতা নিয়ে
ঐ অমনতরই ক'রে থাকে তা'রা;
কাজে-কর্ম্মে অমনতর দেখলেই
যেমনতর সতর্ক চক্ষু ও প্রস্তুতি নিয়ে চলতে হয়,
তেমনতর চলাই শ্রেয় । ১১১ ।

মিথ্যা বা ধাপ্পাবাজির অনুচর্য্যায়
যে-অর্জ্জন
বা শৈথিল্যের দীর্ঘসূত্রী চলনের ভিতর
যে ফাঁক বা ফাঁকি
বিদ্যমান থাকে,—
তা'র দ্বারা
নানা রকমের কেরামতি ক'রে
তুমি হয়তো কিছুদূর চলতে পার,
কিন্তু এমনতর ফাঁকিবাজির উপর
যদি তুমি দাঁড়াও—
তা' তোমার জীবনের স্থৈর্য্যদীপনাকে
তছনছ ক'রে দিতে পারে কিন্তু;
মনে রেখো—
দুনিয়াটা মানুষ-শূন্য নয়,
তাই, ঐ ফাঁক বা ফাঁকির দ্বারা বিধ্বস্ত যে—
যখনই তা'র অভ্যুত্থান হ'য়ে উঠবে,
সে তোমাকে নিংড়ে
ঐ অর্জ্জন বা আয়ের যা'-কিছুকে
শোষণ করতে ক্রটি করবে না;
কথায় বলে—
'দশদিন চোরের,
একদিন সাধুর',
ঐ একদিনই
মিথ্যা বা ফাঁকিবাজির উত্থান-সৌধকে
চুরমার ক'রে দিতে পারে;
তাই, তুমি যদি শুভই চাও,
সম্বর্দ্ধনাই চাও,
লোকের শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আত্মপোষণী যা'কিছু পাও,
প্রসাদ-স্বরূপ তা'ই নিয়ে,

যিনি বর্দ্ধনার পথ,
তাঁকেই ধন্যবাদ দিয়ে কৃতার্থ হও—
সুখী হবে । ১১২ ।

কা'রও প্রতি শ্রদ্ধাশীল তৎপরতায়
তা'র চাহিদা বা পছন্দ-অনুযায়ী—
কী বর্জ্জন বা ত্যাগ করেছ—
সুখতর্পিত অন্তঃকরণে,—
তা'ই হ'চ্ছে তুমি তা'র প্রতি
কতখানি শ্রদ্ধান্বিত,
তুমি তা'র কতখানি
তা'রই বাস্তব পরিচয়,
ঐ ত্যাগ বা বর্জ্জনই ব'লে দেয়—
তা'র প্রতি তোমার অনুরাগ
কতখানি সক্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী;
অতটুকুও যদি না থাকে,
তোমার প্রীতি বা শ্রদ্ধা যে সেখানে নাই—
তা' অতি নিশ্চয়,
আর, জোর-জবরদস্তি ক'রে
যদি করও—
কিছুদিন পরে যে করবে না,
তা'ও ঠিক,
আর, তোমার আভিজাত্য বা বংশগতিতে
আস্থার অস্তিত্ব যে কতখানি আছে—
তা'ও নির্ণীত হয় ওতেই;
কে কেমন নির্ভরযোগ্য—
এসব দেখে যদি ঠিক কর,
খুব বেশী যে ঠকতে হবে—
তা' নয়কো । ১১৩ ।

মানুষ যখন
তা'র সব যা'-কিছু দিয়েই
প্রিয়ের সেবা ক'রে কৃতার্থ হবার
চিরন্তন আগ্রহ নিয়ে চলে—
বিশ্বাস কিন্তু সেখানে । ১১৪ ।

হো'ক না-হো'ক ব্যাপারেই
যা'রা মচকে যায়,
তা'দের প্রীতিসম্বেগ দোদুল্যমান,
বিকেন্দ্রিক,
নির্ভরযোগ্য তা'রা মোটেই নয়। ১১৫।

শ্রেয় হ'তে যে বা যা'রা
যে-প্রলোভনেই হো'ক
চ্যুত হ'য়ে থাকে,—
তা'দের উপর নির্ভর ক'রো না,
প্রবৃত্তির প্রলোভনে
সে কখন তোমা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে ওঠে—
কতখানি দায়িত্বকে অবহেলা ক'রে—
তা'র কিন্তু ঠিক নেইকো;
তাই সাবধান ! ১১৬।

যা'র রিশবৎ খাওয়া অভ্যাস আছে,
তা'র কোন কাজের সুরাহা ও দক্ষ ত্বারিত্যে
আস্থা রেখো না—
ঠ'কবে,
কার্য্য পণ্ড হবে;
আর, এটা প্রায়শঃ হ'য়ে থাকে । ১১৭ ।

পরাক্রম থেকেও
যা'রা সন্ধিৎসাহারা,
স্বতঃ-সতর্ক নয়কো—

সক্রিয়ভাবে,—
তা'রা কা'রও জীবনের
সুদৃঢ় বেষ্টনী নয়কো,
তা'দের আওতায় থাকা
নিঃসন্দেহের নয় কিন্তু । ১১৮ ।

ইঙ্গিত-বোধ বা আন্দাজ তা'র তত কম,—
কে বা কিসে কখন
কেমন ক'রে
বা কিসে কী হয়—
তৎসম্বন্ধে বহুদর্শিতা
ও সন্ধিৎসু দৃষ্টি
যা'র যত স্বল্প । ১১৯ ।

তুমি যদি ইঙ্গিতকে
শুধু বিকৃত ক'রেই বোঝো—
বোধবিকৃতিও তোমাতে
কিছু-না-কিছু সক্রিয়ই আছে,
আবার, কৃতি-তাৎপর্য্যও
তদনুপাতিক ব্যত্যয়ধর্ম্মী হ'য়ে চলেছে—
ইঙ্গিত বা ইসারা থেকে
অতদূর পর্য্যন্ত
ঐ ব্যতিক্রম অল্পবিস্তর স্থান ক'রেই আছে;
যখন থেকে ধরা পড়ে
তখন থেকেই সাবধান হও,
বিকৃতি যেন তোমাকে
বিপর্য্যস্ত করতে না পারে,
শুধরে নাও—
নিষ্ঠানিপুণ ধী-অনুরঞ্জনায়
করও তদনুপাতিক,
সার্থক হ'য়ে উঠবে । ১২০।

তুমি শুনছ,
কেবল শুনেই যাচ্ছ—
কিন্তু কান তা' গ্রাহ্য করে না,
কত দেখছ, দেখেই চলছ—
চোখ সেগুলিকে দেখেও দেখে না,
কারণ, তোমার হৃদয়ই ভোঁতা,
জড়প্রকৃতিসম্পন্ন
অনুশীলন-সম্বেগহীন । ১২১ ।

আবার বলি—
তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে
তীক্ষ্ম সজাগ ক'রে রেখো,
যে-কোন ইঙ্গিত, ইসারা বা সঙ্কেতই পাও না কেন,
যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে
আন্দাজ বা অনুমান ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর,
ঐ আন্দাজ মতন
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট থেকো—
উপযুক্ত ত্বারিত্যে;
—জঞ্জাল এড়াতে পারবে অনেক । ১২২ ।

না-পারার কৈফিয়ত যা'র যেমনতর,—
অন্তঃস্থ স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতায়ও
সে তেমনি বাঁধনবদ্ধ, অবসন্ন । ১২৩ ।

আদশহীন, নির্ব্বোধ
ও অলস-প্রকৃতিসম্পন্ন যা'রা
অসম্ভাব্যতার খতিয়ানই হ'চ্ছে—
তা'দের জীবন-দর্শন । ১২৪ ।

নিরাশী সাধু প্রচেষ্টা—
যা'তে মানুষের শুভ

সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'ই কিন্তু সহজ ও কুশল চাতুর্য্য । ১২৫ ।

চতুর তা'রাই—
যে-কোন ব্যাপার বা বিষয়ের
চার আল দেখে
নিজের গন্তব্য স্থির করে যা'রা—
শ্রেয়-বিনায়িত ক'রে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় । ১২৬ ।

তোমার চিন্তা, চর্য্যা, চলন
যা'-কিছু সব
কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে উঠুক,
কল্যাণপ্রেরণায়
কপিধ্বজ হ'য়ে ওঠ তুমি,
সার্থক সঙ্গতিশীল ধৃতিচলন
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর উৎসারিত হ'য়ে উঠুক—
স্থৈর্য্যশীল উদাত্ত উচ্ছলতায়;
অমনি ক'রেই জীবন তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকের
অন্তঃস্থল উচ্ছলিত ক'রে—
দায়িত্বশীল সক্রিয়তায়,
অনুকম্পী অসৎনিরোধী তৎপরতা নিয়ে । ১২৭ ।

চতুর হও,
যা'র ফয়দা নেই
এমনতর বেকুব চাতুর্য্যে
বাহাদুরি নিতে যেও না,
বরং তা'
অসৎ-নিরোধে নিয়োগ ক'রে
শুভে কৃতার্থ ক'রে তোল । ১২৮ ।

চতুর হও,
কুশলকৌশলী হও—
দক্ষ নিষ্পাদনী আগ্রহশীল হ'য়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়—
তা'
সব-দিক্-দিয়ে,
সব ব্যাপারে,
বিহিত রকমে;
অসৎ হ'তে যেও না,
কিন্তু অসৎ যা'-কিছুকে
সমীচীনভাবে বুঝে
সতর্ক চলনে চলতে
সিদ্ধকাম হও—
সম্যক্ খেলোয়াড়ী অনুচলনে,
কৃতিচলনে
বেকুব গাম্ভীর্য্যকে এড়িয়ে । ১২৯ ।

যিনি দেশকাল ও পাত্রের অবস্থানুযায়ী
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের
সমীচীন পরিপ্রেক্ষায়
সক্রিয় তৎপর অনুচলনে
শুভ-নিষ্পন্নতায়
সুদক্ষভাবে
নিজেকে সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
অন্বিত উপচয়ী ক'রে
কৃতবিদ্য কৃতার্থতায়
আগ্রহ-সন্দীপ্ত পরাক্রমে
প্রীতি-দীপনায়
ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন যতখানি,—

তিনি চতুরও তেমনি;
—'যা লোকদ্বয়সাধিনী তনুভৃতাং সা চাতুরী' । ১৩০ ।

প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতিকে
বজায় রেখে
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে
অন্যায্য ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে
যা'র বিবেকপ্রবুদ্ধ চৌকস দৃষ্টি যেমনতর—
সৎ ও অসতের বিহিত বোধ নিয়ে,—
সে চতুরও তেমনতর;
আর, সৎ-অসৎ-এর
শুভ-সুন্দর ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
চৌকস চলন যা'র যেমনতর—
বাস্তব অনুচলনে,
বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে,—
ধীমান্‌ও সে তেমনতর,
আর, বিদ্যাবত্তাও তেমনি সেখানে,
আবার, বিদ্যমানতাও তা'র তেমনি
চৌকস ও দীপ্ত;
কিন্তু ব্যত্যয়ী বিভ্রান্ত যে—
তা'র অন্ধতমে গতি নিরোধ ক'রবে কে? । ১৩১ ।

কী ব্যাপারে কোন্‌ জিনিষ
কোথায় রাখলে
কতখানি সুবিধা হ'তে পারে
বা আপদ্‌ এড়ানো যেতে পারে,
আর, শোভনই বা কতটুকু তা'—
বুঝেসুঝে তেমনতর
অবস্থানুগ ব্যবস্থ চলনই হ'চ্ছে
সুব্যবস্থের একটা সমীচীন লক্ষণ । ১৩২ ।

তা'দের থেকে ভয়ের বেশী কিছু নেই—
যা'রা শরীরকে হত্যা করতে পারে,
বরং তা'রাই আতঙ্কের—
যা'রা শরীর ও সত্তার সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে । ১৩৩ ।

ঠ'কো না,
ঠকায় সাধুত্ব নেইকো—
আছে অজ্ঞতা,
আর, অজ্ঞতাই অপলাপের জননী । ১৩৪ ।

সতর্ক থেকো,
কুৎসিতচরিত্র মন্দিরের আশেপাশেই
ঘোরাফেরা করে কিন্তু
ছদ্মবেশে—
লোক ঠকাতে;
সাবধান! । ১৩৫ ।

যে বা যা'রা
দেবতার নামে
বা দেবতারই উপলক্ষে
ভিক্ষে করে,
সংগ্রহ করে বা অর্জ্জন করে—
দেবতারই কথা ব'লে,—
অথচ নিজের সেবায় সেগুলিকে আত্মসাৎ করে,
তা'দের হ'তে সতর্ক থেকো;
কৃতঘ্ন আসুরিক ব্যক্তিত্ব
ও প্রতারক-প্রবৃত্তি নিয়েই
বসবাস ক'রে থাকে তা'রা । ১৩৬ ।

ইষ্টসেবার বাহানাকে মুখর ক'রে তুলে'
তা'তে আত্মনিয়োগ ক'রে
যা'রা ইষ্টার্থকে অপহরণ করে—

স্বার্থলুব্ধ প্রবঞ্চনায়,—
তা'রা, মহাপাতকী,
তা'রা লোকজীবনকে
ঐ দূষক বৃত্তির দ্বারা
সংক্রামিত ক'রে থাকে,
তাই, তা'রা স্বতঃই লোকবৈরী,
তা'দের ঐ স্বার্থসেবী অনুপ্রাণতা
শাসনদণ্ড নিয়েই
তা'দের আক্রমণ ক'রে থাকে। ১৩৭।

যা'রা অস্তিবৃদ্ধি-সংক্ষুধ না হ'য়েও
নীতির দোহাই দিয়ে চলে,
অথচ যা'দের অন্বিত-সঙ্গতি-সম্পন্ন
বৈধী বিনায়ন-দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন,
কেমন চলন, কেমন করণ
কোন্ কারণকে উদ্ঘাটিত ক'রে
কিসের সার্থকতা নিয়ে আসে,—
তা'র শুভ-সঙ্গতিশীল দৃষ্টি যা'দের নেইকো,
—তা'রা যতই নীতির কথা বলুক,
নীতিজ্ঞ মোটেই নয়,
তা'দের নৈতিক চলন
একটা কুসংস্কৃতির
অভিশাপ-সন্তপ্ত বিক্ষোভ ছাড়া কিছুই নয়কো। ১৩৮।

মানুষ যদি ইতস্ততঃ ভঙ্গীতে ভাল কথাও বলে,
সন্দেহ ক'রো—
তা'র অন্তরের অন্তরালে
কোনপ্রকার মন্দ উদ্দেশ্য নিহিত আছে,
সরাসরিভাবে সে তোমার বিশ্বস্ত
নাও হ'তে পারে। ১৩৯।

কথার ফাঁকেই হো'ক,
আর, করার ফাঁকেই হো'ক,
একবারও যদি
বিশ্বাসঘাতকতা বা কৃতঘ্নতা
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,—
তা'কে কোন দায়িত্বশীল কাজে
নিয়োজিত ক'রতে সাবধান!
কোন কাজের কৈফিয়ত দিতে
বা কোন ব্যাপারের হিসাব-নিকাশ দিতে
যা'দের শৈথিল্য,—
তা'রাও কিন্তু সন্দেহের । ১৪০ ।

যে তোমার নিন্দাকে প্রতিবাদ করে—
স্বতঃ-প্রণোদনায়,
নিরোধ না ক'রে সোয়াস্তি পায় না,—
সে যে হো'ক
বা যেমনই হো'ক,
শুভেচ্ছু সে তোমার—
এতটুকু তো ঠিকই । ১৪১ ।

অন্যকে তা'র অবস্থানুযায়ী
না বিবেচনা ক'রেই
বা না জেনেশুনেই
নিন্দা করে তা'রাই,—
যা'দের অন্তঃস্থ হীনম্মন্যতা
কলঙ্কের ক্রীড়নক হ'য়ে বসবাস ক'রে থাকে;
তাই, অন্যের প্রশংসা ক'রে
তা'রা তৃপ্তি পায় না,
ভেবেচিন্তে দেখবার আগেই
কা'রও সুখ্যাতি শুনলেই
জানুক বা না জানুক

জানার ভাঁওতায়
তা'র নিন্দা না ক'রেই পারে না;
ঐ কুৎসিতের প্রলেপ দিয়ে
অন্যের খ্যাতির হাত হ'তে
নিজেকে সামাল ক'রে রাখে;
ঐ রকম দেখলেই
বুঝে নিও অমনতর,
আর, হৃদ্য শৌর্য্যে
অসৎ-নিরোধী তর্পণার সহিত
সাত্বত অনুধায়না নিয়ে
যেমন ক'রে চলতে হয় চ'লো । ১৪২ ।

কা'রও আশ্রিতজন যা'রা,
তা'দের মধ্যে আবার স্ত্রীলোক—
বিশেষ ক'রে প্রাপ্তবয়স্ক যা'রা,
তা'দিগকে ঐ আশ্রয়দাতার মাধ্যমে না দিয়ে
যদি কোনরূপ পরবশতায়
কেউ সরাসরি কিছু দেয়
বা তা'দের সাথে অললভাবে মেলামেশা করে,
সেখানে উভয়কেই সন্দেহ ক'রো—
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে;
ঐ দেওয়া-থোয়া,
নেওয়া বা মেলামেশার সূত্রে
আপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে;
আর, তা' যা'রা করে—
তা'দের আন্তরিক উদ্দেশ্যও সন্দেহের,
এক-কথায়,
তা'রা লোক ভাল কিনা চিন্তনীয়,
নিন্দিত চরিত্র
ডাইনী চাহনিতে

তা'দিগকে অমনতর প্রলোভনে
প্রলুব্ধ ক'রে থাকে । ১৪৩ ।

যে-কোন বন্ধু-বান্ধবই হো'ক না কেন,
সে যদি তোমার সাথে
সাত্ত্বিকী আলাপ-আলোচনা না করে,
তোমাকে নিষ্ঠানিবুদ্ধ না ক'রে
কুপ্রবৃত্তির ইন্ধন জোগায়,—
স্মরণ রেখো—
তা'র চাইতে তোমার ছদ্মবেশী বড় শত্রু
কে হ'তে পারে—
তা' কিন্তু চিন্তনীয় । ১৪৪ ।

কাউকে মৌখিকভাবে
শুভ-সহযোগিতা ও সহানুভূতি
দেখিয়ে বা স্বীকার ক'রেও
কাজে যা'রা বিরুদ্ধ চলনে চলে,
তা'রা নিরুদ্ধই হ'য়ে থাকে
স্বাভাবিকভাবে—
তৎকর্ত্তৃক,
মিথ্যা সহানুভূতির ব্যত্যয়ী প্রতিক্রিয়ায়
তা'রা ব্যাহতি ও হতাশাই
লাভ ক'রে থাকে । ১৪৫ ।

যা'রা সম্মুখে শুভ-কামনাশীল,
মোসাহেবী তৎপরতায় অনুচর্য্যাপরায়ণ,
সমর্থক ও সহায়ক
পরোক্ষে নিন্দুক ও অশুভকামী
ও তৎক্রিয়াসম্পন্ন,—
এমনতর যা'রা তা'দের সঙ্গে
বেশ সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লো,

সংঘাত, ক্ষয় ও ক্ষতি
তোমাকে যেন কিছুতেই স্পর্শ করতে না পারে । ১৪৬ ।

যা'রা সম্মুখে
তা'দের বাস্তব দর্শন যা'
তা' উদ্ঘাটিত ক'রে
ও শুভ-কামনায় বিনায়নচেষ্ট হ'য়ে
যা' করণীয়
করতে কসুর করে না,—
তা'রা কিন্তু ঢের ভাল,
তোমার বান্ধবশ্রেণীর মধ্যেই গণ্য তা'রা;
পরোক্ষে নিন্দুক যা'রা,
স্বতঃ-স্বার্থপটু নিন্দাশীল,
অপকর্ম্মনিরত—
সামনে শুভচ্ছোপূর্ণ হ'য়েও,—
ঐ শাতন-প্রতিভূদের প্রতি
বিশেষ লক্ষ্য রেখো—
প্রকৃত বান্ধব-সমাকীর্ণ
প্রস্তুতি নিয়ে । ১৪৭ ।

যে তোমার জন্য সব করতে পারে—
এমনতর ব'লে থাকে,
কিন্তু তোমার অনুকূল অনুচর্য্যায়
বা অনুকূল প্রতিষ্ঠায়
সক্রিয় স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
বর্জ্জন করতে পারে না,
বা প্রতিরোধও করতে পারে না—
একটা অচ্যুত প্রীতি-আগ্রহে অধিষ্ঠিত থেকে—
শত সংঘাতেও যা' বিদীর্ণ হয় না
—এমনতর রকমে,—

তা'দের অমনতর কথায়
আস্থা ক'রে চলা
একটা বেকুবী ছাড়া আর কিছুই নয়,
যে-কোন মুহূর্ত্তে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পার;
চল
কিন্তু সাবধানে—
অদৃশ্য নিরোধ সৃষ্টি করতে-করতে । ১৪৮ ।

উত্তরদায়ক ভৃত্য ভাল নয়,
কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভকর্ম্মা, প্রীতিসম্পন্ন বান্ধব
সমীচীনভাবে
উপযুক্ত যা' তা' যদি না বলে,
বা উত্তর না দেয়—
সিদ্ধান্তমুখতা নিয়ে,—
তা'ও কিন্তু সুবিধার নয়;
অবশ্য সম্মুখেই হো'ক,
আর, পরোক্ষেই হো'ক,
তোমার হিতকর্ম্মী, হিতবাদী
ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী যা'রা নয়,—
তা'রা কিন্তু তোমার বান্ধবশ্রেণীভুক্ত নয় । ১৪৯ ।

যা'রা তোমার অমর্য্যাদায়,
আপদে, বিপদে
স্বতঃ-দায়িত্বে আগলে দাঁড়ায় না,
প্রতিবাদ করে না,
নিরোধ করে না
বা আপদ্-নিরাকরণী বিনায়নে
নিজেকে নিয়োগও করে না—
উদ্গ্রীব নিরাকরণ-তৎপরতা নিয়ে,
বা সম্মুখে লোক দেখানো ভাবে
কিছু দেখিয়ে

পরোক্ষে নির্লিপ্তভাবে চ'লে যায়—
নিজেকে কোনরকমে আবদ্ধ না ক'রে,
—তা'রা কেউই কিন্তু
তোমার নির্ভরযোগ্য কেউ নয়,
তা'দের মধ্যে অনেককে
উল্টোই দেখতে পাবে,
তা'রা তোমার বান্ধব তো নয়ই,
বরং আপদ্-আমন্ত্রণী হোতা;
সাবধান থেকো । ১৫০ ।

যে তোমাকে পেয়ে তৃপ্ত হয়,
অনুচর্য্যা ক'রে ও সঙ্গতিতে কৃতার্থ হয়,
আপ্যায়নী তৎপরতায়
তোমার মনোজ্ঞ চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ধন্য মনে করে,
এক-কথায়, তোমার ধৃতিতে
নিজের ধৃতিকে
শুভপ্রসূ সৌষ্ঠবমণ্ডিত মনে করে,
যে তোমাকে দিয়ে খুশী হয়,
তোমার প্রীতি-অবদান পেলেও তৃপ্ত হয়,
কিন্তু তোমার কোন অপচয়ে দুঃখিত হয়,
যে ধরাই দিতে চায়,
তোমাকে তা'তে লুব্ধ ক'রে
নিজেকে দূরে রেখে
কিছুতেই সুখী হয় না,
এক-কথায়, তুমিই যা'র সত্তার জীয়ন্ত ভূমি,—
তা'কেই আপনার ব'লে জেনো;
এমনতর যে
সে তোমাকে
কোনরকমে বিব্রত করবে কমই । ১৫১ ।

আলাপ-আলোচনা,
কথাবার্ত্তা, বা কাজের ভিতর-দিয়ে
অশুভ বা দুষ্টভাবদীপক কথার
ঢেকুর ওঠে যা'দের—
এমন-কি, বিদ্রূপের ভিতর-দিয়েও,
আর, সেই কথা ধরলেই ব'লে থাকে—
'আমি অমনতর মানে নিয়েই বলিনি',
তা'দের প্রতি যেন তোমার নজর থাকে,
ডোবা কুমীর হ'তে সাবধান থেকো,
অমনতর দেখলেই
পার্শ্ব-প্রতিরোধ সৃষ্টি ক'রেই চলতে থাকবে,
ক্ষতিজনক যেন কেউ না হ'তে পারে তোমার কাছে । ১৫২ ।

যে বা যা'রা
অহেতুকভাবে
বা নগণ্য হেতু আবিষ্কার ক'রে,
অন্যের ক্ষয় ও ক্ষতিতে আগ্রহান্বিত হ'য়ে
তা'ই নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রবৃত্তিকে
সজাগ রেখে চলে,
বা দোষদর্শী নিন্দাসূচক
সমালোচনা ক'রে চলে,—
তোমার বেলায়ও তা'রা কিন্তু তেমনি,
সাবধান থেকো!
যদি পার,
তোমার পরিশুদ্ধি-প্রবণতা
তা'দের পরিশুদ্ধ ক'রে তুলুক—
প্রীতি-প্রাণতায় উদ্দীপ্ত ক'রে । ১৫৩ ।

যা'রা নিজেদের
অসৎ-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করে,
অসৎ ও অশিষ্ট আচারে

নিজেদের সংশ্লিষ্ট ক'রে চলে,—
মোহগ্রস্ত তা'রা,
প্রবৃত্তিকে সত্তা বিবেচনা ক'রে
অসৎ উপচারে
তা'রা ঐ প্রবৃত্তিরই সেবা করতে থাকে—
সর্ব্বনাশের কাল-প্রদীপ জ্বেলে;
আর, সত্তাকে যা'রা ভালবাসে,
নিজের অস্তিত্বকে যা'রা ভালবাসে,
স্বতঃই তা'রা অন্যকেও ভালবেসে থাকে—
সাত্বত-অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে । ১৫৪ ।

কেউ যদি নিজের স্বার্থ-চাহিদায়
বা পাওয়ার প্রলোভনে
তোমাকে ভালবাসা
বা আপ্যায়ন-সৌজন্য দেখিয়ে চলে—
তা'তে আস্থা রেখো না,
বিশ্বাস স্থাপন ক'রো না,
কারণ, তা'র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে
সে যে-কোন মুহূর্ত্তে
তোমাকে ত্যাগ করতে পারে,
তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে,
কিন্তু না-পাওয়া, না দেওয়া সত্ত্বেও
অন্তরাগ্রহের সহিত যে তোমাকে দেয়,
তোমার স্বস্তির জন্য করে,
তোমার মঙ্গলই যা'র স্বার্থ—
এমনতর ব্যক্তি আস্থাস্থল কিনা
বিনিয়ে দেখতে পার,
সার্থকতা মিলতেও পারে হয়তো । ১৫৫ ।

যা'রা পাওয়ার লোভে তোমাকে ভয় দেখায়,
আবার, খোসামোদও করে,

কিন্তু যুক্তিসহ কার্য্যতঃ
তোমার ভয়কে ব্যাহত করে না,—
তা'দিগের উপর আস্থা রেখো না,
বিশ্বাস ক'রো না,
তা'রা তা'দের
স্বার্থসুযোগের ক্রীতদাস,
তা'দের বান্ধবতা অকাট্য নয়কো;
এমনতর লোকদিগকে বিশ্বাস ক'রো না,
এমনতর প্রয়োজনে তা'দিগকে রাখবে না—
যেখানে তুমি বিশ্বস্ততাকে
নিটোলভাবে লাগাতে পার;
সাবধান থেকো,
তোমার ক্রমতাৎপর্য্য যেখানে যেমন শিথিল,—
সে সেখানে
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থসিদ্ধির সুযোগে
যা'-কিছুকে মেলে তা' সংগ্রহ করবে—
তোমাকে আয়বাদ ক'রেও,
নজর রেখো । ১৫৬ ।

সন্ধিৎসু সতর্কতার সহিত
ইষ্টার্থ-অনুচলন নিয়ে
নিদেশ ও উপদেশ-পরিপালনী
আগ্রহ-উচ্ছল অনুবেদনায়
কৃতি-সন্দীপনী তৎপরতায়
যে বা যা'রা না চলে,—
বা সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সমীচীন ত্বারিত্য নিয়ে
কৃতিনিষ্পাদনী অনুচলনে
যা'রা না চলে,—

তুমি কি মনে কর
তা'রা তোমার সম্পদ্?
আর, তা'দের উৎকর্ষই বা
কেমনতর হ'তে পারে?
অবজ্ঞা চিরদিনই
উচ্ছলতাকে অবশ ক'রে
মানুষকে মূঢ়ই ক'রে রেখে থাকে,
বিজ্ঞ বোধনা তা'দের কাছে সুদূরপরাহত । ১৫৭ ।

যে
শ্রেষ্ঠনিদেশ সত্ত্বেও
তা' বিহিতভাবে পরিপালিত ক'রে
দায়িত্বশীল আগ্রহে
তা'কে সুমূর্ত্ত ক'রে
বাস্তব বিন্যাসে বদ্ধপরিকর নয়—
কৃতি উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
বরং অবজ্ঞা-বিধ্বস্ত ক'রেই থাকে,
সে যে-ই হো'ক
বা যেমনতরই হো'ক না কেন,
তা'র অন্তঃস্থ শ্রেষ্ঠ-আবেগ
ভাবদীপ্ত তো নয়ই,
বরং তাঁ'র প্রিয় হ'য়েও
তাঁ'কে' ব্যতিক্রমী ভাঁওতাবাজীতে
বিধ্বস্ত ক'রে থাকে,
আর, ঐ বিধ্বস্তি
ব্যত্যয়ী বিভ্রান্তি নিয়ে
আত্মসমর্থনের বিকৃত আঘাতে
বহুল ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
বিধ্বস্তিকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে;
অব্যবস্থ দায়িত্বহীন প্রেম
বিকৃতিরই বিষাক্ত নিঃশ্বাস । ১৫৮ ।

শুভ যা' করবে ব'লে ধরবে—
তোমার সব কাজের ভিতরেও
সেটা যেন প্রধান করণীয় হ'য়ে থাকে—
হৃদ্য সৎ-সন্দীপনায়
লোকের কাছে
এমনতরই অগ্রসর হ'য়ো—
তোমার প্রতি তুষ্ট ছাড়া কেউ রুষ্ট না হয়,
কথায় আর কাজে
অচ্ছেদ্য মিতালী রেখো,
ফচ্‌কে হ'য়ে উঠো না,
চল এমনি ক'রে—
মিতিচলন তাৎপর্য্যে,
শুভ-সন্দীপনার শিষ্ট অনুশাসন
যা' সৎ-এ সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'তে
আর, চালচলন, কথাবার্ত্তা যা'-কিছু
ঐ নিয়মনায়ই বিনায়িত ক'রো,
সার্থকতা ক্রমেই সংবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
দেখো । ১৫৯ ।

যেখানে অস্তিত্বের
বাস্তব কোন দাঁড়া নেইকো,
যা' সাত্বত পরিপোষণী নয়কো,
যা' অসৎ,
যা' সত্তাকে অস্তায়নের দিকেই টেনে নেয়,
বেদনাদায়ক যা',
তা' কিন্তু মানুষ ভালবাসে না,
পছন্দ করে না,
মানুষ কেন,
কেউই পছন্দ করে না;

তাই, তোমার আচার, ব্যবহার, কথা, চালচলন
যা'-কিছুই হো'ক না—
সবই যেন সবার পক্ষে
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
সাত্বত-পরিচর্য্যা
সবারই অন্তরকে স্পর্শ করে,
—অসৎ যা',
বেদনাদায়ক যা'
যদিও তা'কে হৃদ্য বিনায়নী পরাক্রমে
নিরোধ ও নিরাকরণ ক'রেই চলতে হয়—
অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যই;
তোমার চালচলন
আদব কায়দা,
ভাবভঙ্গী,
কৃতিদীপনা,
অনুশীলন-তৎপরতা
ইত্যাদি যা'-কিছু সবই যেন
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
তুমি সবারই সাত্বত দীপনা হ'য়ে ওঠ,
তোমার সত্তা
অযুত আয়ু লাভ করুক সবাইকে নিয়ে । ১৬০ ।

ভজনহীন ভক্তি
আর, পরাক্রমহীন শক্তি—
দুই-ই অকৃতীর সম্পদ্ । ১৬১ ।

ভজনশীল প্রাজ্ঞ যাঁ'রা—
কায়দার কসরত নিয়ে
তাঁ'রা কিছু বলেন না,
বা চলেন না,
কায়দাই তাঁ'দের বলায়, চলায় । ১৬২ ।

ক্ষেমপ্রসূ হও,
ক্ষমতাবান্ হও,
ক্ষমার অধিকারী হবে । ১৬৩ ।

সহ্য কর,
সাবধান হও,
শিষ্ট আচার-ব্যবহার নিয়ে চলতে থাক,
ক্ষমা পাবে,
ক্ষমতাও বাড়বে । ১৬৪ ।

যা'রা ইষ্টীপূত বোধদীপী,
অসৎ-নিরোধী,
ঈশ্বর তা'দের সঙ্গে থাকেন—
দীপন দ্যোতনায়,
শুভস্রোতা হ'য়ে । ১৬৫ ।

অন্যের দুর্ব্ব্যহার পেয়েও
যা'দের নিষ্ঠা, বৈধী বা নৈতিক-চলন
অর্থাৎ সাত্বত নৈতিক-চলন
ও নিদেশবাহিতা
অব্যাহত থাকে—
বিহিত অসৎ-নিরোধী হ'য়ে,—
তা'রাই কিন্তু অব্যর্থ । ১৬৬ ।

অসৎনিরোধী-পরাক্রমহীনতা
ও ধারণ-পালন-পোষণী অক্ষমতা
যেখানে যত,
দুর্ব্বলতার আবাসভূমিও
সেখানে তত । ১৬৭ ।

দুর্ব্বলই হও, আর, সবলই হও,
সক্রিয় পরাক্রম-দীপ্ত যেমন,

সক্ষমও তুমি তেমনি,
আর, ভাগ্যও তোমার সেই পথে । ১৬৮ ।

যে সুকেন্দ্রিক নয়,
সে ছন্নছাড়া । ১৬৯ ।

যা'রা সুকেন্দ্রিক, সক্রিয় স্বাভাবিক মানুষ,—
তা'রা তা' হ'য়েও সহজ-সুন্দর । ১৭০ ।

তাল পাও না,
বেতালে চল,—
তা'র মানে, বেতালকেন্দ্রিক তুমি । ১৭১ ।

তোমার জীবনকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল—
তোমার ভিতর-বাহিরে যা' কিছু আছে
সব নিয়ে,
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
সতর্ক বোধ-বিধায়িত ত্বারিত্যে
তোমার চরিত্রে সহজ হ'য়ে উঠুক সমীচীনভাবে,
যা'ই কর, যেখানেই হও,
আর, যেমনই চল,—
প্রতিটি পদবিক্ষেপ যেন এমনতরই হয় । ১৭২ ।

সুকেন্দ্রিক হও,
ইষ্টার্থ-অভিনিবেশী হও—
কৃতি-তৎপরতায়,
আর, ঐ পথেই
জীবনকে বিনায়িত ক'রে চলতে থাক,
হাস যত পার—
হৃদয়কে উন্মুক্ত ক'রে,
নিজেও ফুল্ল হও,
অন্যকেও ফুল্ল ক'রে তোল,
তোমার হাসির লহরে

সবারই প্রাণ মেতে উঠুক হাসিনন্দনায়,
নজর রেখো—
তোমার কৃতিচলন ও হাসির হিল্লোল
কা'রও যেন
বেদনার সৃষ্টি না ক'রে তোলে । ১৭৩ ।

চলন যা'র যত অনিয়ন্ত্রিত, অস্থির—
সুস্থিও তা'র তেমনি
চাঞ্চল্যদুষ্ট, ব্যতিক্রমী । ১৭৪ ।

আত্মনিয়ন্ত্রণে শ্লথ যা'রা—
স্বাধীনতা তা'দের
বিচ্ছিন্নই ক'রে তোলে । ১৭৫ ।

সুকেন্দ্রিক ধৈর্য্যশীল সুখ-সন্দীপী স্বভাবই
সুখের উৎস,
আর, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি
দুঃখেরই পরম বান্ধব । ১৭৬ ।

যে যেমন মানুষ
সে তদনুগ লোককেই পছন্দ করে
সাধারণতঃ । ১৭৭ ।

পছন্দের যদি
ছান্দিক সঙ্গতি না থাকে,
তবে সুশ্রী যা'
তা'কেও বিশ্রী দেখায় । ১৭৮ ।

উদ্দেশ্যে সংন্যস্ত-সঙ্কল্প হ'য়ে
করার-পরিচর্য্যায়
তা'কে হইয়ে তোলা বা হওয়ানো—
এই হ'চ্ছে সবারই জীবনগতি,
সম্বর্দ্ধনী অনুচলন;

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহারা যা'রা,—
তা'রা ন্যস্ত-সঙ্কল্প হ'তে পারে না,
তাই, সঙ্গতিহারা বিচ্ছিন্নকর্ম্মা
হ'য়েই থাকে প্রায়শঃ
আর, তা'রাই দোদুল-চিত্ত । ১৭৯ ।

মানুষ কেমন—
তা' তুমি এঁচে নিতে পার
সাধারণতঃ তা'র সঙ্গ দেখে,
যা'র অন্তঃকরণ যেমনতর
সে তেমনতর সঙ্গ নিয়েই থাকে;
সাধারণতঃ এই কথা সত্য হ'লেও
কে কী উদ্দেশ্যে কোন্ সঙ্গে থাকে,
এবং কথায়-কাজে, চলন-চরিত্রে
তা'র সঙ্গতি কেমনতর,—
তা' দেখেই বোঝা যায়—
মানুষ আসলে সে কেমনতর । ১৮০ ।

তুমি কেমন লোক,
তা'র নিশানাই হ'চ্ছে—
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ কতখানি,
কেমনতর সক্রিয়ভাবে,
তোমার আচার-ব্যবহার চালচলনে
ইষ্টদ্যোতনাই বা কেমন,
আর, তা' লোকে পছন্দ করে কেমন,
তুমি তা'দিগেতে অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ কতখানি,
তোমার শত্রু বা সমালোচকও
তোমাতে কেমন কতটুকু স্নেহপ্রবণ;
তুমি কেমনতর কতখানি—
এমনি ক'রেই তা'র পরীক্ষা । ১৮১ ।

তুমি কেন, কিসের প্রত্যাশায়
উচ্ছল ধী, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে উদ্যুক্ত হ'য়ে
কী করতে পার,
কেমনতর সৌকর্য্য নিয়ে,
আর, তা' করতে
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
কেমন ক'রে কতখানি
নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ঐ করণের অনুকূল অনুচলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলতে পার—
অদম্য বা ছেদশীল অনুরাগ নিয়ে,
কোন্ জিনিষ বা
অপেক্ষাকৃত সহজে করতে পার,
কোন্ জিনিষ বা পার না,—
তুমি কেমন মানুষ
তা'র গোড়া ঐখানে,
ঐ কিসের জন্য'
অর্থাৎ, যা'র জন্য পার বা পার না—
তা' যেমন,
তুমিও তেমন । ১৮২ ।

তুমি কেমন মানুষ,
তা' নিজে বুঝতে পার
আর নাই পার,
যাবে কিন্তু তা'দেরই কাছে—
যা'দের সাথে তোমার যোজনা আছে,
যা'দের মিষ্টি লাগে তোমার কাছে,
এই স্বভাব-সঙ্গতিই দেখিয়ে দেয়—
অন্তঃকরণে তুমি কেমন,
আর, ব্যতিক্রম হয় এর সেখানেই—

সেখানে ইষ্টানুগ শ্রদ্ধা-উচ্ছল উসর্জ্জনায়
যা'-কিছুর ভিতর দিয়ে
তা'কে সার্থক ক'রবার আগ্রহ নিয়ে চল তুমি,
কথায় আছে, "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" । ১৮৩ ।

তুমি কী কর,
কী বল,
কেমন চল,
কোথায় কেমনতর ক'রে হাস,
ব্যবহার-পরিক্রমায়
একটু ধীমান্ হ'লেই
সেটা কিন্তু বোঝা যায়—
তা'র ঐ বহিঃপ্রকাশ দিয়ে,
অন্তঃকরণে
চিন্তাসমষ্টির সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য
কোথায় কেমন,
নিষ্ঠানিবেশ কোথায়
কী তাৎপর্য্যে সংহৃত আছে তোমাতে,
আবার, তা'র ব্যতিক্রমগুলিও কী ধরণের,
তা'র বিহিত সঙ্গতিও বা কেমনতর,—
তা'ও অনুধাবন করতে পার;
নিবিষ্ট অনুনয়নে সেগুলিকে দেখ, বোঝ,
বুঝে—মিলিয়ে নাও,
এমনি ক'রেই
তোমার বোধবিচারণাও
সার্থক হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ;
ভ্রান্ত হবে কমই । ১৮৪ ।

তুমি যতখানি তোমাকে
ব্যাপ্ত ক'রে তুলবে—
সাত্বত চর্য্যা নিয়ে,

বিষ্ণু-বিভাও
তোমাতে ততখানি গজিয়ে উঠবে । ১৮৫ ।

অপসংস্কার
যা'দের অন্তরে বাসা বেঁধে থাকে,—
তা'রাই বিকৃতি-বিভার পক্ষপাতী হ'য়ে থাকে,
জীববিদ্যার সাধারণ বোধও তা'দের নেই । ১৮৬ ।

সুন্দর হও—
কথায়, আচারে, ব্যবহারে,
অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
এমনভাবে
যা'তে তোমার হৃদয়
অন্যের হৃদয়কে
আকৃষ্ট ও আনতমুগ্ধ ক'রে তুলতে পারে—
সুযুক্ত সমীচীন তৎপরতায় । ১৮৭ ।

ভাগ্যবান্ কিন্তু তা'রাই—
ইষ্টনিষ্ঠ লোকসেবাভজন-পরিচর্য্যায়
যা'রা আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে,
অমিতবিভা ঈশ্বর
তা'দিগকে
মাঙ্গলিক অভিগমনের সঙ্গে-সঙ্গে
প্রশস্তি-প্রভায় বিভবান্বিত ক'রে তোলেন,
পারিজাত-হস্তে
ভাগ্যদেবীও
মঙ্গলদ্যোতনী তা'দের কাছে । ১৮৮ ।

প্রভু মানে
প্রকৃষ্টভাবে হওয়া—
চলা-বলা-করার ভিতর-দিয়ে
বোধিদীপ্ত তাৎপর্য্যে,

বাস্তব কৃতির ভিতর-দিয়ে
যদি অমনতর হ'য়ে উঠতে না পার—
তবে সবই ব্যর্থ । ১৮৯ ।

তোমার প্রবৃত্তি আছে,
আর, ঐ প্রবৃত্তিগুলি
যথেচ্ছ চলনে বেড়ায়,
প্রবৃত্তির অনুকূল যা' পায়
তা'তেই সে আত্মসমর্পণ ক'রে থাকে;
শিষ্ট সন্দীপনায়
কৃতিদীপ্ত অনুনয়নে
যোগার্থসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
শুভ-সার্থকে যদি নিয়ন্ত্রিত না করতে পার—
জীবনে তোমার সার্থকতা কিছুতেই নেই,
যেখানে খামখেয়ালী বিকৃত-প্রভুত্বের
অশিষ্ট অনুনয়ী তৎপরতা
বিকৃতই ক'রে তুলছে,—
সে-প্রভুত্ব
ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কী? । ১৯০ ।

নিষ্ঠানন্দিত ভজন-আরতি নিয়ে
তোমার জ্ঞানদীপনী চৌকস দৃষ্টি
সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচলনে
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে যতই প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে,—
তুমিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর;
এই হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রভুত্ব,
এই চৌকস বাস্তব দর্শনের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কৃতিচলনে

এই 'হওয়া' উচ্ছল যেমনতর
প্রভুত্বও কিন্তু তেমনতর,
প্রভু মানেই প্রকৃষ্টরূপে হওয়া,
এই হওয়াটাই পাওয়া,
না হ'লে হাজার পাওয়ায়ও
কিন্তু পাওয়া হ'য়ে উঠবে না,
তা' তোমার ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করবে না,
তাই, হও,
পাও,
আর, প্রভুত্বই সেখানে । ১৯১ ।

মনে রেখো—
যা'দের ধাত শক্ত, শিষ্ট, সুন্দর
তা'রা অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হয়ই,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তায়
পরিশ্রান্ত হ'য়ে ওঠে না,
বিরক্ত হ'য়ে ওঠে না,
পারগতার আশীর্ব্বাদে
সে নিজেকে
বাজে উপভোগে
ব্যতিক্রমদুষ্ট করতে চায় না,
করেও না;
বাজে মানুষ না হ'য়ে
সুসমঞ্জস-বোধায়নী তাৎপর্য্যে
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
লোকচর্য্যা,
লোকহিতীব্রত,
লোকস্বস্তি-সন্দীপনা,
শিষ্ট সুদক্ষ প্রীতিপূর্ণ আচার-ব্যবহার

সবাইকে মুগ্ধ ক'রে তুলুক,
আর, মুগ্ধ হ'য়ে
তা'দের তুমি আলিঙ্গন কর—
সার্থকতার মহান্ দ্যোতনায়,
দয়ী প্রভুর দীপ্ত আশিসে । ১৯২ ।

অন্যের অন্যায্য কথা ও বিকেন্দ্রিক যুক্তি
যা'রা শোনে
বা তা'তে যা'রা আকৃষ্ট হয়,—
তা'রা অব্যবস্থিতচিত্ত না হ'য়েই পারে না । ১৯৩ ।

যা'রা প্রিয়পরম-সংশ্রয়ী নয়—
তা'রা ব্যতায়ী,
আর, যা'রা তাঁ'তে সংহিত হ'য়ে ওঠেনি
তা'রা বিচ্ছিন্ন । ১৯৪ ।

ঠাকুরের কদর তোমার কাছে
কতখানি সক্রিয় তৎপরতায় বসবাস করে,
ঐ তো নিশানা—
ঠাকুরের কাছেও তোমার কদর কতখানি,
আর, দুনিয়ার কাছেই বা
তুমি কতটুকু কী! ১৯৫ ।

তুমি যেমনই হও না কেন,
আর, লোকে তোমাকে যা'ই বলুক না কেন—
তোমার মেক্‌দার যেমনতর
গতিবিধিও তেমনতর,
আর, পরিবার-পরিবেশেও
তুমি তেমনতরই পরিগণিত । ১৯৬ ।

তুমি যা' বল বা কর
বাস্তবভাবে তা' যদি না হও তুমি—

আন্তরিক অনুরতি ও অনুগতি নিয়ে,
ঐ করা ও বলা
বাস্তবতায় কিছুতেই
সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
অন্বিত অর্থনায় । ১৯৭ ।

ইষ্টীপূত নিষ্ঠানিপুণ
বোধদীপ্ত কৃতিবীর্য্যই হ'চ্ছে—
উন্নতির উদাত্ত পথ । ১৯৮ ।

কাজে যা'রা উদ্যোগী
নিখুঁত নিষ্পাদনী-সম্বেগী
ও ত্বারিত্যযুক্ত নয়,
তা'দের হাজার কর
আর, লওয়াজিমাই দাও,—
তা'দের যশ ও উন্নতি যে মন্থর
এ অতি নিশ্চয় । ১৯৯ ।

নিষ্ঠাপ্রসন্ন অন্তঃকরণ
ও স্বস্তিপ্রসূ স্বাস্থ্য,
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা,
বিবেক-বিনায়িত কৃতিচলন,
মর্য্যাদাশীল সাধু প্রণোদনা—
এ কয়টি যা'র স্বভাবসিদ্ধ,
উন্নতি তা'র ক্রম-বর্দ্ধনশীল । ২০০ ।

যা'রা শ্রদ্ধাহীন,
অজ্ঞানী,
সন্দেহী,
অন্তঃকরণ ও নিষ্ঠা যা'দের দোদুল্যমান,—
তা'দের ঐ দোদুল্যমান অন্তঃকরণ,
সন্দেহ-সঙ্কুল, দ্বিধা-বিজড়িত অনুচলন

ঐশী বা ইষ্টপ্রসাদ থেকে
বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে—
ইষ্ট-প্রভাবকে
বিকৃত পথে পরিচালিত ক'রে;
—তাই, তা'রা অভীষ্ট ফল পায় না,
নষ্টই পেয়ে থাকে স্বভাবতঃ । ২০১ ।

নিষ্ঠা যা'দের দোদুল্যমান,
বোধও তা'দের বিক্ষিপ্ত,
দূরদৃষ্টিও তা'দের খিন্ন,
দোষদৃষ্টিও প্রখর তা'দের,
আর, ঐ চরিত্রই তা'দিগকে
ব্যর্থ ক'রে তোলে—
আত্মম্ভরি দাম্ভিক অনুচলনদুষ্টই করে;
তাই, সুনিষ্ঠ হ'য়ে
যোগ্যতাকে আহরণ কর—
প্রীতিপ্রসন্ন বিবেকী বোধ, বিবেচনা ও অনুচর্য্যা নিয়ে,
সবার কাছেই একটা মূর্ত্ত তৃপণার
অভিব্যক্তি হ'য়ে উঠবে তুমি । ২০২ ।

যা'রা একনিষ্ঠ সত্তাসন্দীপী নয়,—
শ্রদ্ধাও সেখানে স্তিমিতপ্রায়,
দুর্ব্বল স্নায়ুই তা'দের সহজাত সম্পদ্,
আবার, এই শ্রদ্ধা সত্তানুরূপী;
যা'রা শ্রদ্ধাহীন,
তা'রা বিচ্ছিন্ন বোধনা নিয়েই
ইতস্ততঃ চলতে থাকে,
সার্থক সঙ্গতিতে সুবিনায়িত হ'য়ে
বাস্তব তাৎপর্য্য-তৎপর হওয়া
তা'দের জীবনে কমই ঘ'টে ওঠে । ২০৩ ।

তুমি যদি নিষ্ঠাব্রতী,
প্রীতিনন্দিত
প্রীতিচর্য্যী,
বোধবিৎ সহজ মানুষ না হও,—
তুমি ভঙ্গীই কর,
ঢং কর,
বা রঙ্গই কর,
সব কিন্তু বেতাল হ'য়ে উঠবে,
রসাল হবে না,
ভাল করতে গিয়েও
উপযুক্ত ঢং বা ভঙ্গীর অভাবে
মানুষের মনে মন্দই হ'য়ে উঠবে,
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না । ২০৪ ।

প্রথম জিনিস হ'ল
শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠা,
তা'র সঙ্গে চাই, উর্জ্জী উৎসারণশীল ভাবগরিমা,
উপযুক্ত শারীরিক ভঙ্গিমা,
চকিত সন্ধিৎসা,
হৃদ্য, উদ্যম-অভিনিবেশী,
গৌরব-ঐশ্বর্য্যশালী
বাগ্‌-বিন্যাস,
মনোমুগ্ধকর ব্যবহার-কুশলতা,
অবস্থানুগ ব্যবস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণী বিবেক,
সহজ, সুযুক্ত পরিবেষণী অনুচর্য্যা;
এই সব চারিত্রিক বিভব
যা'র যত স্বতঃ, সুস্থ ও সবল,
তা'র প্রভাবও তত মর্ম্মস্পর্শী,
এবং এটা সকলের পক্ষেই । ২০৫ ।

ভাবানুকম্পিতা থেকেও
যা'রা শ্লথনিষ্ঠ,
স্বার্থপ্রত্যাশী,
আত্মগৌরবী,
দাম্ভিক,
অনুচর্য্যাহারা,
অনুশীলন-বিমুখ,
নিরবচ্ছিন্নভাবে একমনা নয়কো,
তা'দের উন্নতি ছন্নছাড়া হ'য়ে থাকে—
দেখতে পাওয়া যায় । ২০৬ ।

অজ্ঞতাকেই যা'রা
আশীর্ব্বাদ ব'লে ধ'রে নেয়,
বিজ্ঞতার অনুচর্য্যা
নির্ব্বুদ্ধিতা ব'লেই মনে করে,
অবনতি উল্লোল নাচনে
তা'দের জীবনে
প্রভুত্ব বিস্তার করতে
স্ফীত-তৎপর;
তাই বলি—সামাল । ২০৭ ।

হীন সংস্থা যেখানে,
শিক্ষা যেখানে কৃতিহারা, অনুচ্ছল,
মৈত্রী যেখানে
স্বার্থসমীক্ষায় ওত পেতে ব'সে থাকে,
চর্য্যা যেখানে
অবহেলাসম্পোষিত, আত্মস্বার্থান্ধ,
যেখানে কেউ
দরিদ্র, দুঃখী, অশিক্ষিত ও ছোটদের
সোহাগশিষ্ট ক'রে তোলেনি,
সন্দীপনী তৎপরতায়

উচ্ছল ক'রে তোলেনি,
চারিত্র্য-সঙ্গতিতে
সুবোধ ও সুকৃতী ক'রে তোলেনি,—
স্বস্তি-সম্বেদনা সেখানে
মর্য্যাদাহারা, ম্রিয়মাণ,
শুভসম্বেদনী উন্নতি কা'কে বলে—
কি ক'রে জানবে তা'রা? ২০৮ ।

যা'দের বোধি পরমার্থে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
আহার, বিহার, বিবাহ, আচার
বিধি-বিনায়িত হ'য়ে উঠতে পারে না তা'দের—
অন্বিত সঙ্গতিতে,
তন্দ্রালু বোধি তা'দের
অজ্ঞতার বিজ্ঞ বোধনায়
অথবা একশা অনুক্রিয়ায়
সক্রিয় হ'য়ে থাকে । ২০৯ ।

মুর্দ্ধায় বোধ ও কর্ম্মপ্রবাহী স্নায়ুপথ যা'র
সলীল সঞ্চরণে
বহুত্বে যত বিস্তার লাভ করে;—
বোধ-বৈচিত্র্যও তা'র তত;
কিন্তু ঐগুলি যদি কেন্দ্রায়িত না হয়
সার্থক একানুধ্যায়িতায়
সুসঙ্গতিতে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে
বোধিমর্ম্মকে খুলে না দেয়,—
তা'র পরিণামে
সে ছন্নপ্রতিভাসম্পন্নই হ'য়ে থাকে,
ভালমন্দ
বা সত্তাপোষণী কোন-কিছুর সুসঙ্গত সার্থকতা
তা'র জীবনে কমই দেখতে পাওয়া যায়,

কোথাও-কোথাও
প্রতিভার ঝলক দেখা যেতে পারে,
কিন্তু তা'র সঙ্গে-সঙ্গে
ছন্ন অসঙ্গতির অট্টহাসিও
তা'কে বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না । ২১০ ।

শ্রেয়তে আরোতর উচ্ছল হ'য়ে
সক্রিয়-চলনে যা'রা চলে—
শ্রেয়চর্য্যা-নিরতি নিয়ে,—
তা'রাই কিন্তু শ্রেয়নিষ্ঠ । ২১১ ।

অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠহারা
ও ভ্রান্তি-পরামৃষ্ট হ'য়েও
যা'রা মহানুভব
স্বনামধন্য,
যশস্বী,
তা'দের ঐ মহানুভবতা
আশু চমকপ্রদ হ'লেও
ভবিষ্যের গর্ভে বিষাক্ত স্ফুরণারই
আমন্ত্রক হ'য়ে থাকে । ২১২ ।

একনিষ্ঠ প্রীতিপরায়ণ
দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানবৃদ্ধ হ'য়েও
যা'রা সহজ—
শিশুর মত,—
স্বর্গরাজ্যে তা'রাই শ্রেষ্ঠ । ২১৩ ।

নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা,
সৎকর্ম্মে সাধুত্ব,
অর্থাৎ করণীয় যা'—
তা ফেলে না রেখে

ত্বরিত নিষ্পন্ন করা,
আর, সুবিবেকী আত্মনিয়মন—
এই গুণগুলি যা'দের আছে,
তা'রা ত্বরিতই
সমৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকে ! ২১৪ ।

নিষ্ঠা-নিটোল আগ্রহ-উদ্যুক্ত
উদ্যমী অনুরাগ যা'র নাই—
সমস্ত সত্তাকে সম্মথিত ক'রে,—
তা'র কৃতিচলন,
প্রাজ্ঞ বোধনা,
প্রাকৃতিক পরিচর্য্যাও
নিখুঁত হ'য়ে চলতে পারে না,
তাই, তা'র কৃতকৃতার্থতা
ব্যাহতই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ । ২১৫ ।

নিষ্ঠায় বিরক্তি,
প্রীতিচর্য্যায় শ্রমক্লিষ্টতা,
কৃতিশীলতায় কষ্ট,
দায়িত্বচর্য্যায় ব্যত্যয়ী চলন—
এর যে-কোন একটি থাকলেই
দুষ্কৃতি অবশ্যম্ভাবী,
তা'তে দুর্ভোগও অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে;
একাধিক বা সবগুলি যদি থাকে,
সে-দুর্ভোগ হ'তে নিষ্কৃতিই বিরল । ২১৬ ।

সংযত হও,
সংযম শিক্ষা কর,
অভ্যস্ত হও তা'তে,—
যা'তে অবাঞ্ছিত যা'-কিছু
তোমাকে উস্‌কে তোলে—

সেগুলিকেও সংযত করতে পার—
ইষ্টনিষ্ঠার আনত অভিষিঞ্চনে,
আনুগত্য ও কৃতির
উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনায়,
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল চলনে । ২১৭ ।

যে বা যাঁ'রা—
বহু মানই হো'ক,
আর, বহু নির্য্যাতনই আসুক,
সক্রিয় শ্রেয় বা আদর্শ-নিষ্ঠা হ'তে
বিচ্যুত হয় না,—
তা'রাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমান্ । ২১৮ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ একায়িত অনুনতি
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
সুখদুঃখে সাম্য সৃষ্টি ক'রে
ক্রমশঃই সমত্বের অধিকারী ক'রে তোলে—
শুভ সম্বর্দ্ধনী অনুগতিতে । ২১৯ ।

প্ররোচনা যেখানে
ব্যক্তিবিভবকে মুসড়ে দেয়,
ঐতিহ্য ও কুলসংস্কৃতিকে
ব্যাহত ক'রে তোলে,
অন্তঃস্থ মৌলিক প্রকৃতিই সেখানে ব্যত্যয়ী । ২২০ ।

প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করতে যেও না,
বরং তা'কে সাত্বত-কৃতিসম্পন্ন ক'রে তুলো',
আর, প্রকৃত হওয়ার
প্রাকৃতিক পন্থাই তো এই । ২২১ ।

সেই অভ্যাসই তোমার প্রকৃতিকে

তেমন স্পর্শ ক'রে গেল—
যা' তোমার
চলার বা করার বেগের সাথে
তোমাকে বিবেক-বিনায়নায়
যেমনভাবে পরিচালিত করছে । ২২২ ।

প্রকৃতিস্থ যদি হ'তে চাও,
প্রকৃত সুনিষ্ঠ শ্রেয়শ্রদ্ধ হ'য়ে
নিজেকে ভরপুর ক'রে তোল—
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
তাঁ'রই অনুকূল সেবানিযোজনায়
নিযোজিত ক'রে,
মনোজ্ঞ হবার
সৎসন্দীপী আগ্রহ নিয়ে;
—তোমার প্রবৃত্তি বিনায়িত হ'য়ে উঠবে
অনুজ্ঞাপালী সার্থক সঙ্গতি নিয়ে;
—আর এই হ'চ্ছে
বিকার-বিনায়িনী পরম ভেষজ । ২২৩ ।

অভ্যাস ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যা' তোমাতে স্বভাবগত হ'য়ে
সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
সহজভাবে অবস্থিতি লাভ করে,
তা'ই কিন্তু তোমার প্রকৃতি-সঙ্গত হ'য়ে থাকে—
অবচেতন হ'য়ে,
যা'র অভিব্যক্তি
প্রয়োজন বা তা'র ভাব-উদ্দীপনায়
প্রকট হ'তে দেখা যায়;
তা'তেই তুমি অভ্যস্ত,
আর, চরিত্রগতও তা'ই তোমার,
আর, তাই-ই

তোমাতে প্রকৃতি-সঙ্গতি লাভ করেছে—
তোমার বিদ্যামানতাকে বিদীপ্ত ক'রে;
তাই, এই প্রকৃতি-সঙ্গতিকেই
লোকে ব'লে থাকে—
স্বভাব প্রকৃতিরই দ্বিতীয় পর্য্যায় । ২২৪ ।

শ্রদ্ধাবিহীন আদর্শপ্রাণতা,
অনুশীলনহারা ধর্ম্ম ও কৃষ্টি,
সুবিধাবাদী সততা,
আর, আস্থাবিহীন নিষ্ঠা—
শয়তানেরই ছদ্মবেশী দূত । ২২৫ ।

যিনি সুকেন্দ্রিক সক্রিয়
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে ভজনবান্—
শুভ-অশুভের বিভাজন-বিনায়নায়,
ভগবত্তা উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে
সেই ব্যক্তিত্বে। ২২৬ ।

যা'রা নিরাবিল অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ—
তা'রা নিজের বেলায় স্বতঃই অকিঞ্চন,
তাই, ঐশ্বর্য্য তা'দের সেবা করতে
উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে অনুসরণ ক'রে থাকে । ২২৭ ।

তা'রাই বরেণ্য,
ধন্যবাদের পাত্র তাঁরাই,
যা'রা সব থেকেও
বাস্তবভাবে অকিঞ্চন,
স্বর্গ-সুষমা তা'দের অন্তরেই
বিরাজ ক'রে থাকে । ২২৮ ।

বরেণ্য তা'রাই—
যা'রা প্রিয়পরম বা শ্রেয় কোন কিছু হ'তে

প্রতিনিবৃত্ত না হয়,
বরং অনুকূল-অনুধায়িনী
সুসন্ধিৎসু অনুক্রিয়ায়
নিজেদের নিয়োজিত করে—
প্রতিকূল যা'-কিছুতে
নিরোধ-তৎপর থেকে । ২২৯ ।

যতক্ষণ না
ইষ্টার্থ-প্রসাদে অভিষিক্ত হ'য়ে
নিজেকে ত'ন্নিয়োজনায়
নিযুক্ত ক'রে চ'লছ,
তোমার বা মানুষের
বৈশিষ্ট্য কোথায় কেমন,—
তা' বোঝাই দুষ্কর হবে তোমার পক্ষে । ২৩০ ।

যা'রা নিজের বৈশিষ্ট্যকেই হো'ক
বা অন্যের বৈশিষ্ট্যকেই হো'ক—
অবলাঞ্ছিত বা অতিক্রম করে,
তা'দিগকে পাতিত্যদুষ্ট ব'লেই জেনো,
আর, সংক্রামকতা
তা'দের সংস্কারে যে সংবিদ্ধ রয়েছে,—
সেটাও কিন্তু অনেকখানিই ঠিক । ২৩১ ।

যা'রা ইষ্ট বা আদর্শের ধার ধারে না,
বা তঁদনুগতি নিয়ে
নিজেদের বিনায়িত করতে চায় না,—
তা'দের আত্মবিশ্বাস
বিকৃত আত্মনির্ভরতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ২৩২ ।

তোমার শ্রদ্ধা, যুক্তি, স্বভাব ও সহ্যশক্তি
হাত ধরাধরি ক'রে

পারস্পরিক সমর্থনে
তোমার বাক্য-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
করায় যা' প্রকাশ করে,—
তুমি তাই-ই । ২৩৩ ।

যা'রা
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাজনকে
গুরুপ্রতিম ভাবতে জানে না,
আন্তরিকভাবে তেমনতর শ্রদ্ধাশীল নয়কো,—
তা'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ দুর্ব্বল,
আর, আচার্য্যনিষ্ঠ চক্ষু অতি সঙ্কীর্ণ,
ধর্ম্ম-অন্বিত কৃষ্টিচলনও
ব্যতিক্রমদীর্ণ । ২৩৪ ।

যা'রা
নিজ-বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কৃষ্টির
তত্ত্ব ও তথ্যকে
সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
সত্তায় সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,—
তা'রা অন্যের কৃষ্টি-সম্পদ্‌কেও
নিজ কৃষ্টির অনুক্রমিক তাৎপর্য্যে
সত্তায় সার্থক ক'রে তুলতে পারে না । ২৩৫ ।

আত্মপরিচয়কে যা'রা লুকিয়ে চলে,
বিশাল গৌরবময় প্রতিষ্ঠা হ'লেও
তা' মিথ্যারই ছদ্মবেশ,
তাই, তা' ম্লান—
বিয়োগান্তক, বেদনাপ্রসু,
আর, তা'
সত্তাকে ভাঁড়িয়ে বীর্য্যেরই উপাসনা
তাই, তা' প্রতিষ্ঠালুব্ধ মিথ্যাচার । ২৩৬ ।

যা'রা হীনম্মন্য কাপট্যের বশীভূত হ'য়ে
অন্য বর্ণ বা বংশের ব'লে
লোকের কাছে পরিচিত হ'তে চায়
বা হয়—
নিজ বংশীয় আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে
অবজ্ঞা ক'রে,—
ঈশ্বরের ধৃতিদীপনা
সেখানে তো বিপর্য্যস্ত হয়ই,
তা' ছাড়া, মনুষ্য-সমাজেও
অভিশপ্ত জীবন নিয়ে
তা'রা বসবাস করতে থাকে—
নিজেদের
অপরিহার্য্য দৈন্যের দিগ্‌দারীতে
আসুরিক ইতর যজ্ঞে নিক্ষিপ্ত ক'রে। ২৩৭।

যা'রা বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রয়াসী,
প্রতিলোম-বিবাহে যা'দের আত্মম্ভরি উৎসাহ,
আভিজাত্য ও ঐতিহ্য-হননই
যা'দের নৈতিক মর্য্যাদা,
কেন্দ্রায়িত সুনিষ্ঠ চলন
যা'দের কাছে মূঢ়তাব্যঞ্জক,
সত্তা-সম্পোষী বর্দ্ধন-বিনায়নী
কৃষ্টিহারা যা'রা,
শ্রদ্ধাশীল ও সদাচারপরায়ণ হওয়া
যা'দের কাছে মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়,—
এমনতর যা'রা
তা'রা যেমনই হো'ক,
সার্থক-সঙ্গতিশীল-বিজ্ঞ-সভ্যতা-সন্দীপ্ত কিনা,
তা' ভাববার কথা। ২৩৮।

প্রতিলোমজ আবিলতার
একটা সিদ্ধ লক্ষণই হ'চ্ছে এই যে—
অমনতর জাতক
নিজের জন্ম ও জাতিকে ভাঁড়িয়ে
অন্য-বংশীয় ব'লে
নিজেকে পরিচিত করতে পছন্দ করে,
ছলে-বলে-কলে-কৌশলে
যেমন ক'রেই হো'ক তা' করে,
নিজের আভিজাত্যের প্রতি
এমনতরভাবেই সে নিষ্ঠাহারা;
আর, অনাবিল জনন-জাতি যেখানে—
তা'রা অমনতর পছন্দই করে না,
এক কথায়, বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী ব্যাপারকে
ঘৃণ্যই মনে ক'রে থাকে,
নিজেদের আভিজাত্যকে স্মরণ ক'রে
শ্রদ্ধা-উদ্দীপ্ত কৃতার্থতায়
বিভোর হ'য়ে ওঠে তা'রা,
তাই, তা'রা
অন্যের বৈধী-আভিজাত্যকেও
শ্রদ্ধা ক'রতে জানে । ২৩৯ ।

যা'রা, দেবতা, মহাপুরুষ ইষ্ট
বা প্রখ্যাত ব্যক্তির খোসনামায়
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
বুঝে নিও—
তা'রা অজান আত্মম্ভরি,
তঁদনুগ চারিত্রিক চর্য্যায়
নিরত না থেকেও
তা'দের লুব্ধ, প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ঠগ্‌বাজ
হ'তেই দেখা যায় প্রায়শঃ;

আর, যাঁ'রা তাঁ'র, বা তাঁ'দের প্রতিষ্ঠা ক'রে
চারিত্রিক অনুদীপনায়
নিজেকে অঢেল ক'রে তুলে
উদাত্ত প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে চলেন—
লোকচর্য্যায় ইষ্টার্থকে
ব্যক্তিত্বে অর্থান্বিত ক'রে,
প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
বুঝে নিও—
সেখানে মহাজনত্ব বসবাস করছে । ২৪০ ।

যে
সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
প্রেয়ার্থ-প্রয়োজনে
আত্মনিয়োগ করতে পারে—
অকাতরে,
তৃপ্তি নিয়ে,—
তা'কে লক্ষ্য রেখ,
কারণ, সে পাবে,
লোকপাবনী সম্বেগ
তা'তে নিহিত থাকার সম্ভাব্যতা ঢের । ২৪১ ।

যা'দের শ্রেয়-সান্নিধ্যলাভ
নেহাৎই সুকঠিন,
কাজের বাহানা বা ধান্ধা এমনতরই,
আগ্রহ ও ইচ্ছাও মন্থর,—
সন্দেহ রেখো বেশ নজর দিয়ে—
—অশ্রেয় তা'র পেছু নিয়েছে
কখন কোথায় তা'কে পেয়ে বসবে
তা'র ঠিক নেই কিন্তু । ২৪২ ।

তোমার
শ্রেয়-নিরতির নিরন্তরতা কেমনতর—
সক্রিয় সহনশীলতা নিয়ে,
কথায়-কাজে মিল কতখানি,
আবার, কিছু ধ'রে
তা'কে নিষ্পন্ন করার
দায়িত্ব ও ত্বারিত্য কতখানি,
আর, তোমার চাহিদাগুলি
কেমনতর ও কী-রোখা,—
তা'ই দেখে বোঝা যায়
তুমি কেমনতর মানুষ,
অন্তর্নিহিত কৃতিসম্বেগও বা কেমনতর। ২৪৩।

ইষ্টনিষ্ঠ লোক-সম্বর্দ্ধনী চলনে চ'লে
যা'রা স্বতঃই মানুষের
শ্রদ্ধার্হ বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারে—
সদাচারী সুতৎপর চর্য্যানিরত থেকে,
দরদী অনুকম্পায়,
আত্মনিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যে,
চারিত্রিক প্রীতি-দ্যোতনায়,—
তেমনতর মানুষের অভাববিদ্ধ হওয়া
একটা রূপকথার মত—
সে ঋত্বিক্ই হো'ক আর যা'ই হো'ক। ২৪৪।

যাঁ'কে তুমি শ্রেয় বা প্রেয় ব'লে বল
বা অমনতর ভাব দেখাও,
অথচ মান্য করতে পার না,
সম্ভ্রম করতে পার না,
শ্রদ্ধার সহিত গ্রাহ্য করতে পার না,
অনুবর্ত্তন করতে পার না—
সমীচীন আগ্রহ-আতিশয্যে,

বিহিত অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,—
ঠিক জেনো—
তাঁকে তুমি ঐ ততটুকুই অবজ্ঞা কর,
তাই, তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
ও নিদেশবাহী আগ্রহ-উদ্দীপনা
অমনতর মন্থর,
শ্লথ, ক্ষীণ ও দুষ্ট তোমাতে । ২৪৫ ।

যা'রা
বিধি, বিভু বা প্রভুর দোহাই দিয়ে চলে,
অথচ ঐ বিধি, বিভু বা প্রভুর অনুশাসনে
নিজেকে বিনায়িত করে না,
স্বার্থপোষণী ধোঁকাবাজীর তৎপরতা নিয়ে চলে—
অন্তরের ধী-দীপনী চক্ষুকে আবৃত ক'রে,
প্রীতিপ্রসন্ন লোকচর্য্যাকে
নিয়তই যা'রা অবজ্ঞা ক'রে থাকে,
নিজের ত্রুটি ও দুর্ব্যবহারকে সমর্থন ক'রে
অন্যের ত্রুটি ও দুর্ব্যবহারকে
শাসন-সংযত করতে চায় যা'রা—
অবোধ-অভিশাপের ভয় দেখিয়ে,—
তা'রা নিজের সত্তার কাছে অবিশ্বস্ত,
বিধি, বিভু বা প্রভুর নামে
লক্ষ দোহাই বা ভড়ং
তা'দিগকে
স্বস্তি-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
ঈশ্বরের করুণা স্বতঃস্রোতা থাকলেও
তদনুধ্যায়ন-নারাজ বিক্ষোভ
তা'দিগকে নির্য্যাতিত ক'রে তোলে । ২৪৬ ।

যা'রা শ্রেয়পুরুষের অনুচর্য্যায় অন্বিত হ'য়ে

বিহিতভাবে
তাঁ'র মনোরঞ্জন করতে পারে না,
হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারে না,
উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না—
বাক্যে-ব্যবহারে,
সক্রিয় শুভ-তৎপরতায়,
তাঁ'র অমনঃপুত যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে
প্রতিবাদে, নিরোধে বা নিরাকরণে,—
বা অনুচর্য্যী হ'য়েও
নিজেকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলতে পারে না
প্রীতি-প্রসাদে,
তা'দের বহুদ্বারস্থ হ'তেই হবে,
তা'দের প্রবৃত্তিই তা'দিগকে
অমনতর বিচ্ছিন্নতায় ব্যাপৃত রেখে
সঙ্গতিহারা কঠোর দৈন্যে
নিক্ষিপ্ত ক'রেই তুলবে—
বিক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনায়,
কারণ, তা'দের একের জন্য
বহুর প্রয়োজন নেই
যা'তে তা'রা সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, একহারা বহুর অনুসেবী হ'য়ে উঠতে
তা'রা বাধ্য হয় । ২৪৭

লোকে যা'তে তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে—
অনুকম্পী পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা'ই, কর,
অন্তরের নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
স্বতঃ-স্ফীত ক'রে রেখো—
আর, ঐ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের অনুনয়নে
সব যা'-কিছুকে বিবেচনা ক'রে

ভালমন্দকে ধীইয়ে নিয়ে
ভাল যেটা তা' কর—
মন্দকে নিরোধ ক'রে,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল সবাইকে,
আর, নিজেও হও,
তুমিও প্রসন্ন হবে,
ঐ চলনে চললে থাকবেও তেমনি । ২৪৮ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
অচ্ছেদ্য অনুচলন নিয়ে,
সাধুকর্ম্মা হও—
সমীচীন নিষ্পাদন-প্রবণতায়,
এক-কথায়, নিষ্পাদনী কর্ম্ম-অভিযানে
দড় হ'য়ে চল—
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে;
বাক্য, ব্যবহারে
সৌজন্যপূর্ণ বিনয়ী হও—
উপযুক্ত কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
আপ্যায়ন-উচ্ছল হ'য়ে;
সব নিয়ে চরিত্রের
এমনতর সাধু-সমবায়ী তৎপরতায় চল—
সাত্বত পরিচর্য্যায়,
যা'তে তুমি সবারই হৃদ্য হ'য়ে ওঠ,
সত্তাস্বার্থী হ'য়ে ওঠ;
বড় হবার দাবী ক'রো না,
বরং দীন হও,
ছোট হও—
মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে;
আর, ঐ সম্পদ্ নিয়ে
অমানী যে,

তা'কেও বিহিত সম্ভ্রম দিতে ভুলো না—
যা'তে কা'রও অহঙ্কারে
আঘাত না লাগে,
তাই ব'লে, অসৎ-প্রশ্রয়ীও হ'তে যেও না;
এই দীন বা ছোট হ'য়ে চলা
সম্বৃদ্ধির বা বর্দ্ধনার আরতিতে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে;
অমনতর আত্মনিয়মনী অনুচলনই
বড় হওয়ার তুক । ২৪৯ ।

বাস্তব স্বার্থপর তখনই তুমি,
যখনই পরার্থকে
নিঃস্বার্থভাবে
উপচয়ে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে তা'কে;
এ স্বার্থ তখনই তোমার ঐশ্বর্য্য হ'য়ে
ঐশী-সম্পদে তোমাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে;
অন্যের স্বার্থ হ'য়ে উঠবে যতই,
তোমার স্বার্থ-পোষণার
উদ্গাতাও হ'য়ে উঠবে তা'রা তেমনি—
তরতরে তৎপরতায়,
হৃদয়ের অনুশাসন-উচ্ছল অনুচলন নিয়ে । ২৫০ ।

পরার্থ-পরিপোষণা যা'র অন্ধ,
স্বার্থও তা'র তেমনি কবন্ধের মত—
মাথা-কাটা । ২৫১ ।

সুবিধাবাদী সততা
দায়িত্বহীন স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতারই অগ্রদূত,
আস্থাহীন নিষ্ঠার স্থাবর ভূমি । ২৫২ ।

সংযত হও,
কিন্তু সংকীর্ণ হ'য়ো না,
ক্ষুদ্র হৃদয় হ'তে যেও না—
বলায়, করায়, ব্যবহারে
অনুচর্য্যী অনুবেদনায় । ২৫৩ ।

ভাল মানুষ
তা'র অন্তঃস্থ শুভ-সমাবেশ হ'তে
ভালই বের করে,
আর, খারাপ যা'রা
তা'রা অন্তঃস্থ কুৎসিত সংস্থান হ'তে
কু-ই এনে দেয় । ২৫৪ ।

যা'র মান যেমন,
ওজন অর্থাৎ গুরুত্বেও সে তেমনতর,
আর, অর্থানুভূতিও সেই প্রকার;
আবার, সে বাস্তবে যা'
রূপায়িতও সে তেমনি,
বোধও তা'র তদনুপাতিক । ২৫৫ ।

সন্দিগ্ধ যা'দের মন,
বোধের মাপকাঠিও তা'দের এলোমেলো,
বিশেষকে.
বিধায়িত বিশেষণে বিন্যাস করা
দুরূহ তা'দের । ২৫৬ ।

যা'রা মিথ্যা চিন্তা করে—
বাস্তব যা' তা'কে বোধ করেও
অবাস্তব তাৎপর্য্যে,
তা'রা দেখেও তাই,
তাই, তা'দের দেখা-কথাও
বাস্তব-প্রতিম, অবাস্তব, গলদভরা । ২৫৭ ।

অলস চিন্তা,
বাচাল আলসে কথা,
—কৃতি-উৎসারণায়
সত্তাকে জ্বলন্ত হ'তে দেয় না
সন্দীপিত হ'তে দেয় না,
হতাশেই নিভিয়ে দিয়ে থাকে;
বেশ ক'রে বুঝে চ'লো । ২৫৮ ।

দূরদৃষ্ট তা'রা
যা'রা
সাত্বত সংস্থিতির তপানুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
নাই-এর নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে চায়,
এবং ঐ নাই-এর উন্মাদনায়
স্বস্থ চেতনাকে ব্যতিক্রম-বিদগ্ধ ক'রে
কৃতান্তেই নিজেকে
সংস্কৃত ক'রতে
তাপস প্রদীপনা নিয়ে চ'লতে থাকে—
একটা অলস নিঝুম
অবাস্তব অবিবেকী চলনে চ'লে । ২৫৯ ।

শিষ্ট হ'য়েও অলস যা'রা—
তা'রা বিহিত দৃষ্টি নিয়ে
সময়কে
কখন কেমন ক'রে
ব্যবহার করতে হয়—
তা' বুঝে উঠতে পারে না,
তা'দের গুণের সুরগ্রাম
ক্রমশঃই ক'মে যায়,
ফলে—

অন্তঃস্থ পরাক্রমের নিবিষ্ট অনুপ্রাণনতাও
মন্থর হ'তে থাকে;
শিষ্ট ও সুষ্ঠু-ভাবে
সময়ের সদ্‌ব্যবহার করতে শেখো—
কৃতিসন্দীপনী তাৎপর্য্যে;
সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও
সময়কে
সৎসুন্দর ক'রে ব্যবহার করার
ঐ হ'চ্ছে শিষ্ট তুক,
অলস না হওয়ার
ঐ একটা উপযুক্ত উৎসারণী উদ্দীপনা । ২৬০ ।

আন্তরিকতা চিরদিনই বাস্তবপন্থী,
তাই, সে সৎ-সম্বেগী—
তা, সামনেও যেমন,
পেছনেও তেমনি,
সে নানা জঞ্জালের ভিতর-থেকেও
খুঁজেপেতে সৎকেই সংগ্রহ করে—
অন্যায্য আবর্জ্জনাকে বাদ দিয়ে,
তা' যেখানে নাই,
সেখানে গোড়ায়ই গলদ । ২৬১ ।

সত্য বা বাস্তবিকতায়
যা'দের আস্থা নেই,
তা'র শুভ-সার্থক ব্যবহারও
যা'রা জানে না বা বুঝতে পারে না,
শোনা বা কাল্পনিক ধারণা নিয়েই
যা'রা মুখ্যতঃ তৎপর হ'য়ে চলে,
সোজা কথায়, তা'রা মিথ্যাচারী । ২৬২ ।

অবাস্তব ধারণা যারা পুযে চলে—

তা'রা বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয় পদে-পদে,
আর, বাস্তব বিশ্বস্ত দর্শন
তা'দের গায়ে লাগে না,
তা'দের অপমানুষী চলন
অপমানুষী বৃত্তি
অপমানুষী ব্যবহার
অপমানুষী কথা
ভ্রান্তি নিয়েই থাকতে চায় । ২৬৩ ।

ধারণা-রঙ্গিল বৃত্তি-বশ হ'য়ে
প্রত্যয়ের ধুয়ো নিয়ে যা'রা চলে,
তা'রা যা' শোনে বা যা' দেখে
তা'কে নিজ প্রবৃত্তি-মাফিক ধ'রে নিয়ে
তেমনতর বিবেচনায়
বিনায়িত করতে থাকে,—
এমন যা'রা—
তা'রা আবার বাস্তবিকতাকে
নিৰ্দ্ধারিণ ক'রবে কি ক'রে । ২৬৪ ।

আদর্শ যা'র নাই—
তা'র ধৃতিই অন্ধ,
যুক্তিও তা'র কানা,
বোধও তা'র বিকৃতি-সম্পন্ন
বুদ্ধিও তা'র বেকুব,—
এক-কথায়, তা'র জীবনদাঁড়াই
ব্যাভিচারদুষ্ট,
দোদুল্যমান,
বিচ্ছিন্ন,
মানস-চলনও ব্যত্যয়ী,
তাহ'লে—

তা'র মতই বা কোথায়?
আর, তা'র মতের মানেই বা কী—
পাগলের প্রলাপ ছাড়া? । ২৬৫ ।

নিজে দোষ ক'রেও
যা'রা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
রেহাই পেতে চায়,
অন্তঃকরণ তা'দের দোষদুষ্ট প্রায়ই । ২৬৬ ।

অন্যে অপবাদ দেওয়ার আগেই
যদি কেউ শত মুখে
তা'র অপবাদে প্রবৃত্ত হয়
বুঝে নিও—
বুঝে নিও—
যে এমনভাবে অপবাদ দিচ্ছে
সাধারণতঃ সেই-ই দোষী;
নিজের ছাপাই প্রচার ক'রতেই
সাধারণতঃ লোকে
অমনতর ক'রে থাকে । ২৬৭ ।

যা'দের আত্মসম্ভ্রম আছে,
তা'রা নিজের উপরই দাবী ক'রে থাকে—
আদর্শ-অনুসেবনী আগ্রহ নিয়ে;
আর, যা'দের আত্মসম্ভ্রম নেই,
আদর্শ-অনুধ্যায়ী অনুচলন
তা'দের তো নেই-ই,
তা' ছাড়া, তা'দের দাবী
মেগে বেড়ায় লোকের কাছ থেকে । ২৬৮ ।

দোষ-দর্শন-প্রবণতা
যা'দের পেয়ে বসেছে,

বাস্তব ভিত্তিহীন প্রত্যয়ে
দুষ্ট যা'-কিছুতেই আস্থাপ্রবণ যা'রা,
তা'রা অজ্ঞ-অনুনয়নে
আত্মহত্যার দিকেই এগিয়ে চলেছে—
বিষাক্ত উন্মাদনায় । ২৬৯ ।

যা'রা নিজের দোষ, অন্যায়
বা ঔচিত্যকে নির্দ্ধারিণ ক'রে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
বা ক'রে তোলার ধারও ধারে না,
অথচ নিজেকে সমর্থন ক'রে
লোকচক্ষুর কাছে
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়,
তা'রা নিজেকে তো পরিমার্জ্জিত
ক'রে তুলতে পারেই না—
বরং অন্যের কাছে ঘৃণ্য হ'য়ে
সহানুভূতিহারা হ'য়ে থাকে,
এমনি ক'রেই জীবনের ব্যর্থতাকে
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে তা'রা
স্বভাবতঃ । ২৭০ ।

তুমি অবগুণ-অভিভূত—
বারংবার এমনতরভাবে ভাবতে যেও না,
অবগুণ থাকলেও
তা'কে অতিক্রম ক'রে
গুণান্বিত হ'তে পার কতখানি
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে—
তা'ই অনুশীলনীয় ও প্রার্থনীয়;
অবগুণ বুঝতে পারলেই

তা' নিরাকরণ ক'রে
গুণে অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
তুমিও সুখী হও,
ঐ গুণমুগ্ধ হ'য়ে
অন্যেও সুখী হো'ক। ২৭১।

বিপদ এলেই ভেবো না—
অদৃষ্টে ছিল, তাই বিপদ প'ড়েছি,
বরং ভেবে বুঝে
পরিবেশকে পরিমাপ ক'রে দেখ—
তোমার ত্রুটি কী ছিল বা কী আছে,
আর, তা'কে সংশুদ্ধ করার চেষ্টা কর,
এতে তোমার কৃতি-বিভব বেড়েই যাবে;
যদি না ভাব,
আর, না কর,
তবে অন্তঃস্থ ভজনদীপনা
বাড়বে তো না-ই,
বরং নিথর হ'তে থাকবে;
ঐ অন্তঃস্থ ভজনপূজাই
ভগবানের পূজা,
তাই, তন্নিষ্ঠ থেকোই কি থেকো। ২৭২।

সবাই খারাপ—
এই ব'লে হাত নেড়ে যে ঘোষণা করছ,—
বুঝতে পার না—
তুমি কত খারাপ,
কত স্বার্থপর—
এইটেই প্রতিষ্ঠা কর'ছ সবার কাছে?
সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছ—
যা'র সঙ্গে তোমার স্বার্থদ্বন্দ্ব,
সেই তোমার কাছে মন্দ। ২৭৩।

যা'রা মানুষকে সহ্য ক'রে
আপনার ক'রে নিতে পারে না,
নিজের গণ্ডী ছাড়া
অন্য যা'-কিছু তা'কেই
অবজ্ঞার চোখে দেখে,
কা'রও পোষক নয় যা'রা—
অবশ্য নিজের গণ্ডী বাদে,
তা'রা লোকসম্পদহারা,
হীনদুষ্ট দারিদ্র্যই
তা'দের ব্যক্তিত্বকে আগলে ধ'রে আছে । ২৭৪ ।

যা'দের শ্রদ্ধাই প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
ইষ্টার্থই যা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
তা'দের চাহিদা ও চলনার রকমই হ'চ্ছে—
ক'রবে বিপরীত,
পাবে বেশী,
হবে ভাল,
যা' বিধির বিধানে দেখতে পাওয়া যায় না । ২৭৫ ।

অভাবমৃষ্ট থেকো না,
শ্রদ্ধোষিত ইষ্টার্থ-অনুনয়নে
ভাবকে উপযুক্ত করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ায় মূর্ত্ত ক'রে তোল—
শ্রদ্ধা, চিত্ত ও শরীরের
স্বাস্থ্যসঙ্গতি বজায় রেখে,
তোমার এই সক্রিয় ভাব-অভিব্যক্তিতে
কত লোকের অভাবমৃষ্টতা পালাবে কোথায়—
ইয়ত্তা নেই । ২৭৬ ।

যা'রা নিজের অভাব-অনটনের কথা,
অপমান-অমর্য্যাদার কথা,

বিপদ-বিধ্বস্তির কথা,
স্বার্থ-সম্ভূত দৈন্যের কথা
বা দর্পী আত্মগৌরবের কথা
কেবল লোকের কাছে ব'লে বেড়ায়,—
তা'রা লোক-অন্তরে
অমনতরই অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে,
আর, অমনি ক'রেই
তা'রা সাধারণতঃ অনেকের কাছেই
তাচ্ছিল্যের পাত্র হ'য়ে ওঠে । ২৭৭ ।

যা'রা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
তঁদনুশাসন-অনুশীলন-তৎপরতায়
জীবনের অস্তিবৃদ্ধির
অর্থাৎ জীবন-ধৃতির
অনুচর্য্যা নিয়ে চলে,—
তা'দের অভাবক্লিষ্ট হ'য়ে চলা
একটা আকাশকুসুমের মত;
তা'দের লাভ, তা'দের জয়
উচ্ছল তাৎপর্য্য নিয়েই চলতে থাকে,
পরাজয়কে তা'দের প্রতি
পরাঙ্মুখই দেখতে পাওয়া যায়,
কারণ, তা'রা সক্রিয় সুকেন্দ্রিক,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুচর্য্যাতে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলৎশীল—
অসৎ যা'-কিছুকে এড়িয়ে
বা নিরোধ ক'রে;
তাই, মহাজনদের বচন—
"লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষাম্ ইন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ । ২৭৮ ।

দৃপ্ত হও,
কিন্তু স্বার্থদুষ্ট হ'য়ো না,
ঐ দৃপ্ত দীপনা
শোভনীয়ই হ'য়ে ওঠে প্রেয়-গৌরবে,
হৃদ্য-অনুচর্য্যার আরতি-আবেগে,
প্রেয়মুগ্ধ হৃদয়ের
সক্রিয় তাপস-নন্দনায়
প্রেয়পূজারীর হৃদয়ের হোমবহ্নির
হবিঃসিক্ত উত্তাল চলনে,
আর, ঐ সুক্রিয় তৎপরতাই
দৃপ্তি, গর্ব্ব, গৌরব
অস্মিতার সুখ-শয্যা । ২৭৯ ।

যা'রা কেবল নেয়,
সাধ্যমত দিয়ে তৃপ্ত হওয়ার
আত্মপ্রসাদী লালসা
যা'দের সক্রিয়তায় উদগ্র হ'য়ে ওঠে না,—
তা'দের ধী যে হামেশাই
স্বার্থান্ধ হ'য়ে উঠে
বঞ্চনার অভিসারে পরিচালিত হয়,
তা' কিন্তু ঠিক,
এমন-কি,
ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্রদের বেলায়ও তা'ই । ২৮০ ।

প্রীতি-আপ্যায়না দেখলেই
বুঝে-সুঝে নিও—
তা'র লুব্ধ সম্বেগ কোথায়—
আত্মস্বার্থে না প্রেষ্ঠস্বার্থে,
আত্মভরণে কি প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায়,
তাঁর পরিচর্য্যী উপকরণের উদ্বৃত্ত যা'

তা' নিজেই আত্মসাৎ করে—
না প্রেষ্ঠভরণে তা'কে
সার্থক ক'রে তোলে;
নিজের প্রতি টান দেখলেই বুঝে নিও—
ওটা স্বার্থবাদী সন্দীপনা ছাড়া
আর কিছুই নয়,
আর, অন্য রকম দেখলেও বুঝো—
তা' বাস্তবে প্রেষ্ঠানুকম্পী কিনা । ২৮১ ।

যা'রা প্রীতি-সম্বলহারা
অথচ প্রত্যাশা-পরামৃষ্ট,
তা'রা চাহিদারই সেবা ক'রে থাকে—
প্রাপ্তির অনুগ্রহ-সন্ধিৎসা নিয়ে,
তাই, পাওয়াটাও দুরূহ হ'য়ে
তা'দের কাছ থেকে
স'রে-সরেই থাকতে চায়;
কিন্তু নিরাশী প্রীতি-পরিচর্য্যী যা'রা
প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়—
প্রাপ্তিই তা'দের সেবা ক'রে থাকে;
বিকৃত-প্রীতি যারা,
তা'দের চালচলনও বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
আবার, তা'দের ব্যবহারে
কেউ খুশী হ'লেও
তা'রা তা' উপভোগ করতে পারে না,
কারণ, তা'দের
অন্তর্নিহিত বিকৃত প্রত্যাশাই
তা'দের বিকারগ্রস্ত ক'রে রাখে । ২৮২ ।

একদিন তুমি কোনপ্রকারে
আচার্য্য-সান্নিধ্য লাভ ক'রে

তা'রই অনুশাসন বা উপদেশ-প্রণোদনায়
তাঁরই কর্ম্মনিরতির ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরোপাসনায় লেগে গেলে,
করতে এক-আধটু চেষ্টাও করলে,
বললে
'এতদিন না ক'রে
ভুল করেছি',
পরেই একদিন প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
ভোগদীপ্ত দাম্ভিক অন্তঃকরণে
সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-সেবনার
উপাসনায় লেগে গেলে—
যেখানে যেমন সুবিধা হয়
নিন্দাবাদ,
ধাপ্পাবাজি
বা বান্ধবতার ভাঁওতা নিয়ে
তা' করতে কসুর করলে না,
আর, ঘোষণা করতে লাগলে—
ঐশী-অনুশ্রয়ী-অনুকর্ম্মা হ'য়ে চলা
একটা বেকুবী ছাড়া কিছু নয়,
এতদিন ভুল করেছি,—
তুমি কি তখনও বুঝছ না
তোমার ঈশ্বর আর কেউ নয়—
ঐ ভুল!
আর, স্বার্থসঙ্কীর্ণ অনুক্রিয় হ'য়ে চলাই
তোমার উপাসনা!
বস্তুতঃ ব্যক্তিত্বেই তুমি ঐ রকমই!
ফলকথা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-লুব্ধতাই
তোমার নিয়ন্তা । ২৮৩ ।

'যা'রা লৌকিকভাবে শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়েও—

প্রত্যাশা বা চাহিদার
বিহিত পরিবেষণ না পেয়ে
ঐ নিবন্ধ ছিন্ন ক'রে
ভিন্ন-আশ্রয়ী হয়
বা তেমনতর অনুসন্ধানী হ'য়ে চলে,—
তা'দের অন্তর্নিহিত যোগাযোগ
শ্রেয়প্রীতিনিবদ্ধ তো নয়ই,
তা' ছাড়া,
ভাঁওতাবাজ প্রীতি-ব্যবসায়ী তা'রা,
চাহিদার সাথেই
তা'দের স্বাভাবিক সঙ্গতি,
আর, তা'র আপূরণকেই
তা'রা তৃপ্তি মনে ক'রে থাকে;
—এমনতর যা'রা
তা'রা স্বতঃই দরদহীন
অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে,
কা'রো দায়িত্ব নিয়ে
তদনুচর্য্যী তর্পণায়
নিজেদের প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না,
তাই, তা'দের হৃদয়
স্বার্থ-সঙ্কল্পী হ'য়ে থাকে;
এমনতর দেখলেই
সতর্ক প্রস্তুতি নিয়ে চলতে
কসুর ক'রো না,
অনেক বেদনাকে এড়িয়ে চলতে পারবে। ২৮৪।

যা'রা আপোষণী অবদান পেয়েও
অর্থাৎ অন্যের সহৃদয় সাহায্য পেয়েও
তা'কেই শোষণ ক'রে
জীবন-ধারণ করতে চায়,

বিহিত অনুবেদনা নিয়ে
লোক-অনুচর্য্যায়
তৎপর হ'য়ে উঠতে পারে না,
নিজেকে সদর্জ্জনপটু যোগ্যতায়
অধিরূঢ় ক'রে তুলতে পারে না—
সুক্রিয় অনুশীলনী অনুশাসনায়
নিজেকে নন্দিত রেখে,—
সোজা কথায় বুঝে নিও—
তা'রা আত্মপ্রতারক তো বটেই,
অন্যকে ঠকিয়ে
আত্মপোষণী ঠগ্‌বাজিই
তা'দের চারিত্রিক সম্বল । ২৮৫ ।

তুমি যখন আদর্শবিহীন,
দুর্ব্বল,
অবিবেকী,
আত্ম-স্বার্থ-সংক্ষুধ,
প্রবৃত্তি-ভোগদৃপ্ত,—
তোমার পরিবার-পরিবেশে
তোমার রকমই হয়
পাওনাদার সৃষ্টি করা;
আর, যখনই তুমি আদর্শনিষ্ঠ,
তঁদনুগ অনুনয়ন-প্রবণ—
লোকচর্য্যী অনুবেদনায়
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ আবেগ নিয়ে,
লোকবর্দ্ধনাকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে,—
তোমার ঐ হৃদ্য অনুচলন
পূজার পুষ্প আহরণের মত
বাস্তব সক্রিয় অনুচর্য্যায়
সার্থক ইষ্টপ্রতিষ্ঠ প্রবর্ত্তনা

সৃষ্টি করতে করতে চলে—
স্বতঃ-উৎসারণায় সুদীপ্ত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে,
ফুল্ল তালিমে দেনদার ক'রে—
যোগ্যতার অর্জ্জনী-অর্ঘ্যান্বিত ক'রে,
নৈবেদ্য ক'রে
ইষ্টীপূত উৎসর্জ্জনায় । ২৮৬ ।

যা'রা সাত্বত সেবানুচর্য্যা-বিরত হ'য়েও
অর্থাৎ পারিবেশিক শুভ-পরিচর্য্যায়
স্বার্থত্যাগ
ও বিহিতপ্রচেষ্টা-বিহীন হ'য়েও
অন্যকে প্রলুব্ধ ক'রে দল ভারী করতে
নানাপ্রকার ভেক গ্রহণ ক'রে
অলস অপকৃষ্ট উন্মাদনা নিয়ে
বেকুব ঠগ্‌বাজির মাধ্যমে
ভাঁওতাবাজ উপদেষ্টা
বা সজ্জনের সুরে বলে—
'বেশ শান্তিতে আছি,
আনন্দেই দিন কাটছে',—
যদিও শান্তি বা আনন্দের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক প্রস্বস্তিমাখা
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
পূর্ণ তরতরে চলন—
যা' তাদের আদৌ নেইকো,—
—তা'রা পাপী তো বটেই
শাতনের নারকীয় দূত । ২৮৭ ।

গোড়াতেই যা'র আঁট নেইকো,
অর্থাৎ গোড়াতেই যে

তা'র সবখানি সত্তা দিয়ে
সংহত হ'য়ে ওঠেনি—
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন নিয়ে,
একায়িত নিষ্ঠা-গৌরবে,
বরং স্বার্থগলদভরা চলনে চলেছে,
তা'র আবার ভাল আর মন্দ!
শুভ-কর্ম্মও যদি
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়নী সংহতি নিয়ে
পুষ্ট হ'য়ে না ওঠে—
অবিচ্ছিন্নভাবে,
সে-শুভও
কখন কোন্ হাওয়াতে
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে
তা'র ইয়ত্তা নেইকো,
আর, অশুভ যা'
তা'র তো কথাই নেই;
তাই, উপযুক্ত প্রেষ্ঠনিষ্ঠাহীন যে
তা'র অবস্থা অমনতরই । ২৮৮।

যে বা যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়,
কোন এক শ্রেয়ে সুনিবদ্ধ নয়,
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত নয়—
অবাধ্য রাগ-আনতি নিয়ে,
সে-চরিত্র বিশ্বস্ত হয় খুব কমই;
কিন্তু একনিষ্ঠ রাগ-আনতি
অজ্ঞাতসারেই
মানুষকে এমনতর নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে,
যা'র ফলে
সক্রিয় অনুদীপনায়

তা'র আত্মনিয়মন কিছু-না-কিছু হ'য়েই থাকে,
তাই, সে শুভ-অশুভকেও
কিছু-না-কিছু বুঝতে পারে;
এই আনতি আবার যদি সক্রিয় না হয়,—
তবে তা'র বোধিদীপনা ও ব্যক্তিত্ব কিন্তু
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, সক্রিয় শ্রেয়নিষ্ঠ অনুরাগসম্পন্ন
কোন লোক যদি
দুষ্ট-চরিত্রও হয়,—
তা'তে বরং আস্থা রাখা যায়,
কিন্তু অমনতর
বিদ্বান্ ভাবালু সাধুর উপরও
আস্থা রাখা কঠিন,
কারণ, সে শ্রেয়স্বার্থান্বিত নয়কো,
তা' নয় ব'লেই
তা'র প্রবৃত্তিগুলিও
ঐ রকম নিয়ন্ত্রিত নয়কো—
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে । ২৮৯ ।

স্বাধীন চিন্তা মানেই আমি বুঝি—
পরিবেশ ও পরিস্থিতি-সহ
তোমার নিজের ধারণ-পালন-পোষণ
প্রীণন ও বর্দ্ধনার চিন্তা,
সত্তার সার্থক সঙ্গতিশীল
প্রীণনবর্দ্ধনী কৃতিমুখর চিন্তা;
স্বাধীন মানেই,
স্ব'কে যা' যেমন ক'রে
ধারণ-পালন-পোষণায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
তা'ই;

তুমি স্বাধীন চিন্তাশীল তখনই বোঝা যাবে—
তুমি যখন ঐ অমনতর চিন্তা ও চলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সপরিবেশ নিজের
সম্বর্দ্ধনার উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠবে;
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
ছন্নছাড়া যথেচ্ছ চিন্তা
কিন্তু স্বাধীন চিন্তা নয়;
এমনতরই স্বাধীন চিন্তাশীল হও,
যা' সপরিবেশ তোমাকে
সার্থক ক'রে তোলে—
সঙ্গতিশীল সার্থক কৃতিচলনে,
শ্রেয়নিষ্ঠায় সুসঙ্গত সার্থকতা নিয়ে,
সব যা'-কিছুর
শুভ-বিনায়ন তৎপরতায়;
স্বাধীনচেতারও ধরণ অমনতরই,
সে হৃদ্য হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
আর, তা'র হৃদয়ের সাক্ষ্য ঐ হৃদ্যতা;
নিষ্ঠাহারা উদ্‌ভ্রান্ত যা'রা
তা'রা কিন্তু স্বাধীনচেতা নয়,
স্বাধীনচেতার চিত্ত
তরঙ্গবহুল হ'লেও
নিষ্ঠা-নিয়ন্ত্রিত । ২৯০ ।

সুচরিত্রবান্ ও সৎনীতিপরায়ণ হওয়া
খুবই ভাল—
তা'তে সন্দেহ নেই,
তাই ব'লে, শুক্‌নো চরিত্র—
বা শুক্‌নো নীতিপরায়ণ হওয়া

প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে না
অনেকের কাছে;
মিষ্টি আচার-ব্যবহার,
চর্য্যানিরত অনুকম্পা,
দরদপূর্ণ আবেগ-উচ্ছল ব্যক্তিত্ব
ও শিষ্ট চরিত্র নিয়ে
নীতিপরায়ণ হ'য়ে
সুদীপ্ত থাক,
আর, তা' সবারই প্রীতিপ্রদ,
ঐ কৃতি ও প্রীতি
সবা'র পক্ষেই ভাল লাগে;
যিনি ভগবান্—
তা'রও তা'তে অনুগ্রহ
স্বতঃস্রোতা হ'য়েই
সেবাসৌন্দর্য্যে
উচ্ছলভাবেই বর্ষিত হ'য়ে থাকে;
তাই, ভগবান্ মানেই—
ভজমান,
স্বতঃসেবা-সন্দীপনা যেখানে
সংহত হ'য়ে
উচ্ছল ঊর্জ্জনায় চ'লে থাকে,
আর, সে-বিভব বর্ষিত হয়—
ঐ কৃতি-প্রীতির
তপসন্দীপনী তাৎপর্য্য
যেখানে সংহত হ'য়ে চলেছে । ২৯১ ।

যা'রা
নিজের মনগড়া
কিংবা মানুষের শোনা কথাকে
বাস্তব ধারণায় ধার্য্য ক'রে নিয়ে

নিন্দা-কুৎসায়
ওজোদীপ্ত তর্জ্জনে
বা ফুসফাস ক'রে
অন্যকে ঐ ধারণায়
অভিভূত করতে চায়,
আর, এমনতর একটা ভঙ্গী দেখায়—
যেন সে তা'র মঙ্গল-উৎসর্জ্জনাই করছে,
ঠিক বুঝে নিও—
সে যা' বলছে—
তা' সত্য হো'ক
বা না-হো'ক—
সে
কদর্য্য অন্তঃকরণের মানুষ,
সে করতেও পারে যা' তা',
বা ক'রেও থাকে যা' তা'—
সে-বিষয়ে
সন্দেহের অবকাশ কিন্তু নিতান্তই কম;
অমনতর দেখলে
সাবধান তো হবেই,
অন্যকেও তা'র শিকার হ'তে
না-দিতেই চেষ্টা ক'রো,
নিঃস্বার্থ কুৎসিত অবদান
মানুষকে কিন্তু
কুৎসিত-ই ক'রে থাকে । ২৯২ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক
সার্থক সঙ্গতিহারা যা'রা
অর্থাৎ কোন বিশেষ শ্রেয়পুরুষে
যা'দের জীবন বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি—
বাস্তব তৎপরতায়,

—এমনতর দিগ্‌গজ মহাজন যা'রা,
যা'দের প্রসিদ্ধি মানব-সমাজে
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে,
অথচ স্ববিরোধী বাগ্‌বহুল যা'রা,
তা'দের অন্বিত সার্থক সঙ্গতিহারা
চলন ও জীবনবাণী
গণসমাজের যত ক্ষতিকারক,
দুর্ব্বৃত্ত যা'রা তা'রাও
সমাজের অতখানি ক্ষতিকারক কিনা সন্দেহ;
কারণ, তা'রা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য,
আভিজাত্য, ঐতিহ্য বা কুলাচারগুলিকে
সুবিনায়িত ক'রে
মানুষকে সুকেন্দ্রিকতায় তৎপর না ক'রে তুলে
যেমনতর বিচ্ছিন্নভাবে
প্রবৃত্তি-পরিচালনী অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে—
তা'র ফলে, লোকসমাজের
অস্তিবৃদ্ধির অনুচলন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, তখন সাধুবাদের সহিত
প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রবঞ্চিত করতে
একটুকুও পশ্চাৎপদ হয় না;
সর্ব্বনাশের শাতন-দীপনা তা'রাই । ২৯৩ ।

কোন ব্যাপার বা বিষয়
তোমাকে নির্ভর বা কেন্দ্র ক'রে
যখন চলতে চায়,
তা' তোমার নিজেরই হো'ক,
বা অন্যেরই হো'ক,—
তা'র ভালমন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, ন্যায়-অন্যায়
তোমার উপর
এবং ব্যক্তি ও পরিবেশের উপর

কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—
যুক্তিসঙ্গতির সহিত
বিহিতভাবে বিবেচনা ক'রে
সমীচীনভাবে দেখে-চ'লে
তা' তখনই ধ'রো—
বাক্ ও কৃতিযাগের সহিত
বিনয়ী তাৎপর্য্য নিয়ে,
যথাসম্ভব মানুষের উপর
সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে
সেমনি ক'রেই সুষ্ঠু ব্যবস্থা ক'রো,
এতে অভ্যস্ত হও;
যদি পার—
অনেক অসুবিধাকে এড়িয়ে
নিজের উপর
বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না ক'রে
সমাধান আনতে পারবে,
বিপন্নকে মুক্ত ক'রে তুলতে পারবে—
ব্যবস্থানুপাতিক
বিহিত অনুচলন নিয়ে,
দূরদৃষ্টি নিয়ে
সমীচীন বিধায়নায় তা' নিষ্পন্ন ক'রো,
শুভ-সার্থকতা
সন্দীপনী সুযুক্ত তাৎপর্য্যে
তোমার ঐ পারগতাকে
শুভে অলঙ্কৃত ক'রে তুলতে
কসুর করবে না—
চলার তুক যদি ব্যতীপাতদুষ্ট না হয় । ২৯৪ ।

শ্রেয়নিষ্ঠাহারা যা'রা
দোদুল্যমান নিষ্ঠা যা'দের,

স্বার্থপরতার মাধ্যমেই
যা'দের আনতির আনাগোনা হ'য়ে থাকে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুকম্পা
ও অনুচর্য্যা যা'দের বিরল,
স্বার্থ ছাড়া
পরার্থের প্রতি
যা'দের কোন অনুকম্পী কৃতিচর্য্যা নেই,—
তা'রা কাউকে মানে না,
ভালবাসে না,
তাই, তা'রা মানুষকে জানেও না,
কা'রো সাথে সমীচীন পরিচয় কমই তা'দের,
কাউকে হাত ক'রে
অন্য কাউকে জব্দ ক'রবার প্রবৃত্তি
প্রখর ও আক্রোশ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে
তা'দের অন্তরে বসবাস করে,
শ্রেয়নিষ্ঠাহারা ব'লে
প্রত্যয়ও তা'দের অবিবেকী ও অলীক—
স্বকপোলকল্পিত ধারণা-প্রসূত,
শ্রেয়ার্থ-অনুচলন তা'দের কাছে
বাতুলের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
তাই, প্রীতি-অনুদীপনী আত্ম-বিনায়ন
তা'দের জীবনে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার,
বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা
বা মিথ্যা দোষারোপ
প্রয়োজন হ'লেই তা'রা করতে পারে,
কারণ, তা'রা স্বার্থপর গর্ব্বেপ্সু উচ্ছৃঙ্খল
চলনা নিয়েই চ'লে থাকে;
এমনতর যা'রা তা'দের পক্ষে
চাকুরী-জীবনই ভাল—

দুনিয়াদারীর দিক থেকে
তা' বড়ই হো'ক,
ছোটই হো'ক;
ব্যক্তিত্ব তা'দের অশাসিত, শ্রদ্ধাহারা,
তাই, তা'রা যদি পেটের দায়ে
অভ্যাসে বাধ্য হ'য়ে
স্বার্থপুষ্টির অভিযানে
চাকুরীকে অবলম্বন ক'রে
মালিকের সেবা
সাধু নিষ্পন্নতার সহিত
করতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'দের চলনায় শৃঙ্খলাও
খানিকটা আসতে থাকে—
যদিও তা' আত্মস্বার্থের খাতিরে;
তা'রা হয়তো একদিন
আশার অতিরিক্ত
সু-অবস্থা লাভ করতে পারে,
ছন্নছাড়া অনুচলনের হাত থেকে
অনেকখানি রেহাই পেয়ে
মানুষের মর্য্যাদায়ও উপনীত হ'তে পারে । ২৯৫ ।

তুমি দুনিয়ার লোককে
যেমন দেখতে চাও,
প্রীতি-সন্দীপনায় উপভোগ করতে চাও,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ আরতি-অনুক্রিয়তায়
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
যে-মূর্ত্তনায় তা'দিগকে
অধিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্যে
মূর্ত্ত দেখতে চাও—
পরার্থ-পরিবেদনী পরিণতি নিয়ে,—

তোমার একানুরক্ত অচ্যুত
ইষ্টানুচর্য্যী আত্মনিয়মনায়
নিজেকে বাস্তবভাবে তেমনতর
যতটা সম্ভব ক'রে তোল;
মনে রেখো—মানুষের জীবন
সুকেন্দ্রিক নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
সহজ সম্বর্দ্ধনায়
দক্ষ যোগ্যতার বোধ-অনুপ্রেরণায়
যা'তে সহজ অভিব্যক্তি লাভ করে—
সত্তাকে শতায়ু ক'রে,—
ধৃতিমান্ ধর্ম্মের সহজ রূপ তাই-ই,
তোমার জীবন-নমুনা
তপোনিরতির ভিতর-দিয়ে
যেন তেমনতর একটা
অভিব্যক্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে;
ঐশী-অনুনয়নী জীবনের ঐ নিয়মনা
যে-ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক বিশেষ ব্যাহৃতি নিয়ে,
—তা'র নক্‌সাটা যেন
তোমার জীবনের ভিতর
বিনায়িত হ'য়ে থাকে,
মানুষ দেখবে, ভাববে, চলবে,
করবে, হবে, পাবে—
ঐ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে । ২৯৬ ।

তোমার ভাব-সন্দীপনা যেমনতর
স্থিরসঙ্গতি-বিনায়িত
বা চরসঙ্গতিশীল—
তোমার কৃতি-সন্দীপনাও
তেমনতরই হ'য়ে চ'লে থাকে;

যদি ভাব-সংস্থিতির ভিতরে
স্থির না থাকে—
তা' স্থায়ী কমই হয়,
আর, ভাবসঙ্গতির ভিতরে যদি
চর থাকে—
তা' সাধারণতঃ অস্থিরই হ'য়ে থাকে
স্থির ও চরের প্রভাব-অনুপাতিক,
আবার, ঐ ভাব-সন্দীপনা হ'তে
যে মানস-সঙ্কল্পের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে—
তা'র অবস্থাও অমনতর হয়;
চরবিকল্প যদি
স্থিরসঙ্কল্পে
সুষ্ঠু বিনায়িত না হয়—
সাত্বত সম্বেদনী তাৎপর্য্যে,—
তা'র সার্থকতাও তেমনি
খিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আবার, চর প্রবল যেখানে—
স্থির-স্থৈর্য্য যেখানে
সুসংস্থ নয়কো—
তা' তেমন ক'রেই
জাঁকজমক সৃষ্টি ক'রে
আপনিই উবে যায়;
কৃতির চরদীপনাকে
স্থৈর্য্যে নিবদ্ধ ক'রে চল—
স্থৈর্য্যপ্রীতির নিষ্ঠানন্দনী তাৎপর্য্যে,
অনুগতির উচ্ছল বিভব নিয়ে,
তখন তোমার কৃতিসম্বেগ
সার্থকতাতেই উচ্ছলিত হ'য়ে উঠবে—
তদনুগ স্থায়িত্ব লাভ ক'রে । ২৯৭ ।

যা'রা অন্যের বৈশিষ্ট্যকে
সম্মান করতে জানে না,
বরং ভাঙ্গতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে,
যা'রা সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
ও সদাচারশীল হ'য়ে
ইষ্টানুগ চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে না,
ধর্ম্মানুগ আচার্য্য-শ্রদ্ধা নিয়ে
যা'রা আত্মবিনায়নী সুতৎপর নয়কো,
অথচ দাবীর তোড়ে
অন্য হ'তে সম্মান-আকাঙ্ক্ষায় লোলজিহ্ব,
শ্রদ্ধাশীল অনুচর্য্যাপরায়ণ
বৈশিষ্ট্যপালী পারস্পরিকতার অভাব যেখানে,
অথচ প্রত্যেকে দাম্ভিকতার সহিত
শ্রেয়-সম্মানে অধিষ্ঠিত হ'তে চায়—
শ্রদ্ধাহারা আত্মগৌরব নিয়ে,—
তা'দের বৈশিষ্ট্য তো
লোপাট খেয়েই চলতে থাকে,
এবং অন্যে
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে হানা দিয়ে
অতিক্রম-প্রয়াসী তো হয়ই,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'দের ব্যক্তিত্বও
বিনায়িত বর্দ্ধনায় বঞ্চিত হ'য়ে
অন্ধতমেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে—
হীনম্মন্যতার অভিজাত সন্তান হ'য়ে,
নারকীয় অভিযান নিয়ে;
আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে
দম্ভদীর্ণ স্বর্গের পারিজাতই
আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকে তা'রা;

এমনতর বিকৃত কৃষ্টিতপা যা'রা
তা'রা স্বতঃপ্রণোদনাতেই
নিকৃষ্টে আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে;
যদি উন্নতি-অভিযানী হ'তে চাও,
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখ,
আর, সেও
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে হানা দিয়ে
নষ্ট করতে না পারে—
তা'তে তৎপর থেকো;
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্মবিনায়নশীল হও,
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ—
বৈশিষ্ট্যপালী পদবিক্ষেপে;
ভ্রান্ত, দুষ্ট যা'রা
বিহিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অনুগমনী তৎপরতায়
তা'দের শিষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
সর্ব্বতোভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী হও,
সকলেরই দরদী হ'য়ে ওঠ,
নির্ব্বিসংবাদে
উন্নতির 'স্বাগতম্'-আহ্বান
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবেই কি ক'রবে। ২৯৮।

মানুষ কেমনতর অন্তঃকরণ নিয়ে বসবাস করে,
অর্থাৎ সে কেমনতর মানুষ—
তা' বুঝতে হ'লে
দেখে নিও—
আদর ও অনাদরের ফলে
তা'র ভিতরে কতখানি তারতম্য হয়,

আর, তা'তে তোমার প্রতি
অনুরাগের তারতম্যও বা হয় কতখানি,
আরো দেখবে—
প্রীতি ও ঈর্ষ্যা,
সৎ-প্রণোদনা ও প্রবৃত্তি-প্ররোচনা,
ত্যাগস্বীকার ও প্রাপ্তি, ইত্যাদিতে
তা'র অন্তঃকরণ ও ব্যবহারের
ব্যতিক্রম হয় কেমন
বা সে কেমনতর অনুরাগ নিয়ে
অবস্থান ক'রে থাকে তোমার কাছে—
কতটুকু নিরন্তরতা নিয়ে;
এমনি ক'রে ঠিক ক'রে নিও—
মোক্তা কথায় সে কেমনতর মানুষ,
তোমার প্রতি
বা তা'র আদর্শের প্রতি
তা'র অনুরাগ ও নিষ্ঠার
স্থায়িত্বই বা কেমনতর,
আর, তুমি
ঐটাকে লক্ষ্য ক'রে চলতে থাক—
সাধু সতর্ক অনুচলনে;
সমস্ত দ্বন্দ্বের ভিতরে
যা'র অনুরাগমুখর সেবানুসন্ধিৎসা
সক্রিয় আগ্রহদীপ্ত থাকে—
নিরবচ্ছিন্ন চলনে,—
আশা করতে পার—
সে একদিন কৃতী হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে । ২৯৯ ।

যে
নিজের শ্রেয় বা প্রেয়কে
যত্ন করতে জানে না,

তাঁর মনোজ্ঞ অনুচলনে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তাঁ'র চিত্ত-বিনোদন করতে জানে না—
অন্তর-বাহিরকে
শ্রদ্ধোচ্ছল সুচারু বিন্যাসে বিনায়িত ক'রে,—
সে নিজেকেও যত্ন করতে পারে না—
সম্ভ্রমাত্মক সমীচীন আত্মবিনায়নে
অনুচর্য্যী সক্রিয় সার্থক শুভপ্রদ হ'য়ে
শুভ-সজ্জায় নিজেকে সুশোভিত ক'রে,
আর, তা' যে পারে না,
সে নিজের জিনিসপত্র, গৃহ-আসবাব, ইত্যাদিও
সুব্যবস্থ বিনায়নে
সমীচীন সুন্দর সজ্জায়
সংরক্ষিত করতে পারে না—
যত্নশীল তৎপরতার
বিহিত ব্যবস্থায়;
শুধু নিজের কাছে নিজে
সুন্দর হ'লেই চলবে না,
শুভপ্রসূ হ'লেই চলবে না,
তোমার শুভ-সুন্দর কর্ম্মনিরতি
সুব্যবস্থ বিনায়নে
সবাইকে যতই সম্ভ্রম সন্দীপনায়
মুগ্ধ ক'রে তুলবে—
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যায়
পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে,
তোমাতে শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত
স্মিত সহানুভূতিশীল ক'রে,—
তুমি যত কুৎসিতই হও না কেন,
লোক-অন্তরে তুমি
শুভ-সুন্দর। ৩০০।

দুষ্ট ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণই হ'চ্ছে—
সে আজকে যা' বুঝল
হয়তো কালকেই তা' বুঝতে পারে না,
আজকে যা' জানল—
কালকেই সে-জানাকে বাতিল করে দিল,
কোন বুঝ বা কোন জানা
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
আপূরণী তৎপরতায়
তা'র চরিত্রে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে না,
স্বার্থ-সমীক্ষুতাই হ'য়ে ওঠে তা'র
আদর্শ নেতা,
তাই, প্রবৃত্তির প্ররোচনাই হ'য়ে ওঠে
তা'র চাহিদা-অনুগ পরিচালক,
আজকে যা'র সুখ্যাতিতে
সে ভরপুর হ'য়ে উথলে উঠল,
কালকে হয়তো
তা'র নিন্দাবাদে
সে উদ্দামমুখর হ'য়ে উঠল,
বিশ্বস্ততা বা কৃতজ্ঞতা
তা'র আনাচে-কানাচে স্থান পায় না,
প্রবৃত্তির চাহিদা-পূরণই
তা'র ধর্ম্মের সংজ্ঞা,
সেই সংজ্ঞায় সংঘাত যেখানে যত—
বীতরাগও সে সেখানে তেমনি,
তাই, অন্যের ভাল
তা'র কাছে অসহনীয়—
সে ভাল যদি
তা'র চাহিদার আপূরণী না হয়,
তাই, অন্যের সুখ-সুবিধায়

সে কৃপণ ও কুঞ্চিত-ন্যায়পরায়ণ,
তা'র নিজের হুকুম তামিল
যে করতে পারে না—
সে তা'র কাছে অমানুষ,
অন্যের হুকুম তামিল করা
তা'র কাছে অপমানসূচক—
যদি তা' নিজ স্বার্থ ও আত্মগৌরবের
অন্তরায় ব'লে
মনে হয় তা'র কাছে,
পরার্থে ও পরের পুষ্টিপ্রদীপ্তির
প্রীতিমুখর পরিচর্য্যা
একটা অপলাপী বিকৃতি ছাড়া
আর কিছুই নয় তা'র কাছে,
এই এমনতর কতকগুলি লক্ষণ
যেখানে পরিস্ফুট,
ব্যক্তিত্বও সেখানে দুষ্ট—
ব্যত্যয়-প্রসূত ।৩০১।

যা'দের ব্যক্তিত্বে
ছেদপ্রবৃত্তি বসবাস করে,—
ক্রমাগতিশীল শৌর্য্য-পরাক্রম
তা'দের হয়ই কম,
জীবনের ক্রমাগতিকে
ছেদশীল ক'রে তুলে—
প্রবৃত্তির প্রতারণায়—
বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে
সার্থক সঙ্গতিশীল
অনুক্রমিক তৎপরতায় চলা
তা'দের কঠিনই হ'য়ে পড়ে,
সেইজন্য বিষয়ের সাথে বিষয়ের

সঙ্গতি-স্থাপনা
হ'য়ে ওঠে কম—
অর্থনার বিকাশ-বিভবকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে;
এখন সুবিধামাফিক একরকমে
চলৎশীল হ'ল,
আবার, প্রবৃত্তির মতলবী ধান্ধায়
সে-রকমকে পাল্‌টে
অন্য রকমে নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলল,
বা অন্য বিষয়ে বা ব্যাপারে
তদ্‌ব্রতচারী হ'য়েই চলল;
এমনতর ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়েই
সে চলতে থাকে—
জীবন-আদর্শকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে;
কখনও হয়তো সে সৎচলনশীল,
আবার, কখনও হয়তো
ঐ সৎচলনের উল্টো পন্থায়
উল্টো কথায়
উল্টো নিবেশনে
চলৎশীল হ'তে লাগল;
এর মূলে
বংশের ভিতরে কোনরকমে
ব্যতিক্রম-সঙ্গতির সংস্রব
ও বিচ্যুতির দ্বন্দ্বই
দেখতে পাওয়া যায় প্রায়শঃ—
তা' পিতৃকুলেই হো'ক
আর মাতৃকুলেই হো'ক,
তাই, বৈশিষ্ট্যমাফিক সাত্বতী যা'—

সাত্বত কৃষ্টি নিয়ে
তদনুগ অনুনয়নে চলতে থাক—
যা'তে অমনতর না হয়;
—প্রকৃতি ব্যতিক্রমদুষ্ট কমই হবে,
সুখ ও দুঃখের অযুত আলিঙ্গন
তোমাকে বিশ্লিষ্ট করতে পারবে কমই;
তোমার ব্যক্তিত্ব অচ্ছেদ্যভাবে
সম্মিলিত ক'রে তোল শ্রেয়-ব্যক্তিত্বে—
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমিক অনুনয়নী তৎপরতায়,
ইষ্টায়নী অনুক্রমণায়,
বৈধী-সংস্রবের পূত বন্ধনে,—
তোমাদের প্রকৃতি
সাত্বত-পরিস্রবা হ'য়ে
একায়নী তৎপরতায়
সার্থক হ'য়ে উঠুক । ৩০২ ।

ব্যক্তিত্ব মানে আমি তা'ই বুঝি—
যা' তা'র সত্তায়
ফুটন্ত বা ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,—
তা' ভালও হ'তে পারে
মন্দও হ'তে পারে,
কিংবা ভালমন্দের মিশ্রণও হ'তে পারে,
ব্যক্তিত্ব মানেই
আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি—
ভাল গুণাবলী,—
যা' সত্তায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
সক্রিয় চলন্ত হ'য়ে চলছে;
আর, খারাপ ব্যক্তিত্ব মানেই তা'ই—
যে কুৎসিত গুণাবলী
যা' সে নিজে চায় না

অথচ অন্যের প্রতি তা'
প্রয়োগ ক'রে থাকে,
এমনতর গুণাবলী
তা'র জীবনের সাথে অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'র বিশেষত্বকে সৃষ্টি করেছে,
অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে তেমন ক'রে তুলেছে;
তাই, ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ
আমরা বলি তা'দিগকে
যা'দের শুভ-সন্দীপনী গুণাবলী
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
শিষ্ট উদ্দীপনায়
ঊর্জ্জী তৎপরতায়
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে
লোক-অন্তরকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছে—
প্রীতির সাধু নন্দনায়
হৃষ্ট শুভ-তৃপণায়
বিহিত মাঙ্গলিক অভ্যর্থনায়
লোক-অন্তরের শুভ-দীপনায়
মানুষ
যা'র কাছে যেয়ে
যা'কে আলিঙ্গন ক'রে
যা'কে দেখে
খুশী হয়,
শুভ হ'য়ে ওঠে,
শিষ্টানুকম্পী হ'য়ে ওঠে;
আমার স্বল্পবুদ্ধি যা' বোঝে—
তা'ইতো এই। ৩০৩।

শিষ্ট আচারসম্বুদ্ধ হ'য়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও শুভ-অধ্যবসায়ী অনুবেদনা নিয়ে

যতই চলতে পারবে—
দুঃখকষ্টকে
বিহিত তাৎপর্য্যের সহিত সহ্য ক'রে—
নিরোধী তৎপরতায়—
বিহিত আচার নিয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
তোমার সহ্যশক্তি তো বেড়েই যাবে,
সঙ্গে-সঙ্গে
শারীরিক বা বাহ্যিক সংঘাতকে
নিরোধ করার সম্বেগ
বৃদ্ধি পেতে থাকবে;
কিন্তু সব তা'র মূলেই চাই—
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনা,—
যা'র ফলে,
জীবনীয় তৎপরতাও উচ্ছল হ'য়ে থাকে—
নিরোধের উৎসাহ-উদ্দীপনায়;
তাই বলি,—
সহ্য কর,
সহ্য কর,
বিহিতভাবে সহ্য কর—
অশিষ্ট যা'
তা'র নিরোধ-বিধায়নী উদ্দীপনায়,
ক'রলে,—বুঝবে—
তোমার অস্তিত্বের অগ্নি-উর্জ্জনা
বেড়েই চলেছে—
সব ব্যতিক্রমকে
পুড়িয়ে ছারখার ক'রে;
ক'রলে পারবে,
না কর—
যদি বুঝেও থাক—

তাহ'লেও কিন্তু
তোমার অন্তঃস্থ শক্তি প্রসাদ-প্রভাবে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না । ৩০৪ ।

যে পাতিত্য-পরামৃষ্ট
সে কখনও একমনা শ্রেয়নিষ্ঠ
হ'তে পারে না,
স্বার্থের দায়ে শ্রেয়-সঙ্গ করলেও
শ্রেয়-স্বার্থী হ'তে পারে না—
শ্রেয়-অনুগতি নিয়ে,
শ্রদ্ধাহীনতা ও দোষদর্শন
তা'র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি;
তা'র দাম্ভিক অস্মিতা
ও হীন স্বার্থপরতা
যেখানেই ব্যাহত হয়,
সেখানেই সে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়—
ন্যায্যতার অবতারণায় অন্যায্যভাবে;
অকৃতজ্ঞতা তা'র সহজ-সংস্কার,
তা'র আশ্রয়দাতা যে
তা'র নিন্দা যদি কেউ করে,—
সেখানে সে স্বল্পভাষিতা
বা বিজ্ঞ নীরবতাকেই
অবলম্বন ক'রে থাকে,
কিন্তু পরক্ষণেই ঐ আশ্রয়দাতার কাছে গিয়ে হয়তো
ঐ নিন্দকের প্রতি
ঘৃণা, আক্রোশ ও বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে থাকে—
মৌখিকভাবে,
কিন্তু তা'র নিজের নিন্দা যদি কেউ করে—
সেখানে রোষ-কষায়িত অনুপ্রাণনায়
রূঢ় আক্রমণে পেছপাও হয় না;

সে
উপকারীর প্রশংসা করতে পারে না,
করলেও সঙ্গে-সঙ্গে অন্যের প্রশংসা করে—
তাঁর উপকারকে অকিঞ্চিৎকর
প্রমাণ করবার জন্য,
আবার, এখন যা'কে প্রশংসা করছে
পরমুহূর্ত্তে তা'রই যে নিন্দা করবে না—
তা'র কোন স্থিরতা নেই;
হীনম্মন্যতার দুষ্ট অভিসন্ধির অনুপ্রেরণায়
মানুষের সম্বন্ধে
বিকৃত ধারণা পোষণ ক'রে
এবং সেই ধারণা-অনুযায়ী কুৎসা রটিয়ে
সে যেন এক পৈশাচিক উল্লাস উপভোগ করে;
এমনতর কৃতঘ্ন-চরিত্র যা'রা
তা'রা সর্ব্বদাই অন্যকে সংক্রামিত
করতে চেষ্টা করে—
যা'র যেমন রুচি তেমন ব্যবহারে
মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে;
তাই, তা'দের থেকে সর্ব্বদা সাবধান থেকো—
বিহিত নিরোধে যত্নবান্ হ'য়ে;
সমাজ এদের দ্বারা
যা'তে দূষিত না হয়—
সেদিকেও লক্ষ্য রেখে চ'লো । ৩০৫ ।

সঙ্গ, আচার-ব্যবহার বা কথাবার্ত্তায়
ত্রুটি তা'রাই ধরে—
ও সহজে অনুপ্রবিষ্ট হয়
তা' তা'দেরই ভিতর—
যা'দের মানসিক বর্ত্তনা
তদনুপাতিক সংক্ষুধ,

এ রকম দেখলে বুঝে নিও—
তা'দের ভিতর অমনতর বাঁক আছেই আছে;
সেটাকে বা সেগুলিকে পাশকাটা ক'রে
তা'দের সাথে
যেমনতর আচার-ব্যবহার করতে হয়—
তা' ক'রো,—
যা'তে তারা কৃতার্থ হয়,
আর, তুমিও কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠ;
এমনতর কুশল তাৎপর্য্যে যা'রা চলে—
বাস্তবভাবে—
তা'রা উন্নতিও করে তেমনতর;
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতির
দুর্ব্বার উর্জ্জনা নিয়ে
শ্রমপ্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
লোকচর্য্যা যা'-কিছু
তা' তো করবেই—
হাতেকলমে,
নিজ ও নিজ-পরিবারের জন্যও তেমনতর;
কারণ, নিজ ও নিজ-পরিবারবর্গ যদি
সুস্থ, সন্দীপ্ত ও সুনিষ্ঠ হ'য়ে না ওঠে—
উর্জ্জনার তাৎপর্য্যশীল অনুনয়ে,
তবে, তোমার কৃতিকুশল তৎপরতা
শ্রমবিমুখ হ'য়ে
সার্থকতাকে মন্থর বা ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
তাই, তুমি কিন্তু
পরাক্রম-উদ্দীপ্ত, ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে—
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে,
শিষ্ট অনুনয়ে,
নিষ্ঠামুখর তৎপরতায়

যা' ক'রবার তা' ক'রো—
উর্জ্জনার নিয়ন্ত্রিত দুর্জ্জয় পরাক্রমে ।৩০৬।

যে বা যা'রা
তোমাতে প্রীতি-প্রত্যয়ী,
বাস্তবভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী,
তোমার আপদে-বিপদে,
বিধ্বস্তির শঙ্কিত শঙ্কায়,
নিন্দায়, মর্ম্মবেদনায়
তা'রা স্বতঃ-প্রণোদনা নিয়ে
তোমার কাছে আসবেই,
আগলে ধরবেই,
প্রবুদ্ধ-পরিচর্য্যায়
তোমার বেদনা-নিরাকরণে
উদ্গ্রীব যত্ন নিয়ে
অনুচর্য্যা-নিরত থাকবেই কি থাকবে—
আনুকূল্যে সক্রিয় অনুরাগ-প্রবণ হ'য়ে,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে,
বা প্রতিবাদ ক'রে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনতরভাবে,
নির্ভীক, নির্দ্বন্দ্ব অনুচর্য্যা-অভিসারে,
বিহিত বিনায়নী তৎপরতায়;
আর, যেখানে দেখবে
কেউ তথাকথিতভাবে
তোমার প্রতি
প্রীতি-প্রত্যয়ী বান্ধবতার মুখোস প'রে
নিজেকে পরিচালিত করছে—
পোষণ-পরিচর্য্যায়

সুসন্ধিৎসু অন্তরাসী না হ'য়ে,
কিন্তু যেখানেই স্বার্থ-সংঘাত হ'চ্ছে,
বা এতটুকু ভয়ের ব্যাপার দেখা দিচ্ছে,
সেখানেই ঘাবড়ে গিয়ে
'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'
এই নীতির অনুসরণ ক'রে পেছটান দিচ্ছে,—
ঠিক বুঝো—
সে তোমার শোষক ছাড়া আর কিছুই নয়,
বান্ধব তো নয়ই কোনক্রমে,
হিতাকাঙ্ক্ষীও নয়,
সে তোমার রক্ত-জল-করা
অর্জ্জনার অনুচর্য্যায়
আত্মস্বার্থপুষ্টি ক'রে
নিজেকে পালন করবার প্ররোচনায়
তোমাতে লুব্ধ,
তোমাতে অনুরাগ নেই তা'র,
উপভোগ ক'রবার রুচি আছে,
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থলোলুপ নীতিজ্ঞ অনুচলনের দোহাই দিয়ে
সে তোমাকে অধঃপাতে দিতেও
কোন দ্বিধা করে কিনা সন্দেহ;
অমনতর দেখলেই সাবধান হ'য়ো,
আস্থা ক'রো না তা'দের কিছুতেই,
বরং আশ্বাস-অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে যতটা তর্পিত রাখতে পার,
তাই-ই ভাল । ৩০৭ ।

যা'রা পালন-পোষণী সাহায্য পেয়েও
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ঐ কেন্দ্রার্থ-অনুবেদনা নিয়ে

নিজেকে সুব্যবস্থ
ও মিতিচলনে পরিচালিত
করতে পারে না,—
প্রয়োজনের অকাট্য উৎসারণা এসে
তা'দের ঐ ব্যবস্থিতিকে ভেঙ্গে দিয়ে
ক্ষোভান্বিত ক'রে তোলে;
ব্যবস্থ মিতিচলন তা'দের পক্ষে তো
একটা হাওয়ার লাড়ু হ'য়ে থাকেই,
তা'ছাড়া, অবান্তর চাহিদার ফলে
কেন্দ্রায়িত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলে
দক্ষ যোগ্যতায় আসীন হ'য়ে
উন্নতির উৎসারণায় অবাধ হ'য়ে চলা
তা'দের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে,
তা'দের জীবনে অল্পের ভিতর-দিয়ে
বৃহতের দিকে
নিজেকে কি ক'রে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা যায়,
তা'র বোধবীক্ষণাই ঝাপসা হ'য়ে থাকে—
ব্যক্তিত্বকে অভাবে ভারাক্রান্ত ক'রে,
প্রয়োজনের দীর্ণ সংঘাতে;
মনে রেখো—
যতক্ষণ জঞ্জাল ও বিড়ম্বনাকে বিনায়িত ক'রে
তোমার সংক্রমণকে
উৎসারিত ক'রে তুলতে না পারছ,—
ততক্ষণ যেমনই হও
আর যা'ই হও তুমি—
সম্বর্দ্ধনী যোগ্যতা
স্থবির তোমাতে;
তাই, যে-অবস্থায়ই থাক—

তা'তেই সন্তুষ্ট থাক,
বোধবীক্ষণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
কর্ম্মতৎপর অনুসারণায়
যোগ্যতায় নিজেকে দক্ষ ক'রে তোল—
শ্রেয়নিষ্ঠ অদম্য আকৃতি নিয়ে,
দেখবে হবে কত,
পাবে কত;
যা'রা উৎক্রমণ-অনুধ্যায়িনী
আবেগ-উৎসারণাকে বিসর্জ্জন দিয়ে চলতে থাকে,
দক্ষ-নিপুণ যোগ্যতাও
তা'দের অবহেলাই ক'রে থাকে,
তাই, কথায় বলে—
"সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্" । ৩০৮ ।

যা'দের নিষ্ঠা স্বার্থ-প্রবঞ্চিত,
যা'রা ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী,
ইষ্টার্থ-অপলাপী,
ইষ্টার্থ-প্রতারক,
ইষ্ট-স্মরণ যা'দের স্বার্থলিপ্সার
ইন্ধন হ'য়ে উঠেছে,
ইষ্টার্থের অনুকম্পা যা'দের অন্তরে
স্বার্থলোলুপ জিহ্বায়—
তাঁ'তে
কখনও অনুরাগের ভাঁওতায়,
কখনও বিরাগী উচ্ছ্বাসে,
যে-পথে তা'র
স্বার্থ ও গর্ব্বেপ্সার প্রতিষ্ঠা হয়—
তা'তেই নিয়োজিত,
দোদুল চলনে
যা'রা ইষ্ট ও প্রবৃত্তির

সংবেদনার ভিতর-দিয়ে
গর্ব্বেপ্সার পূজারীর মত
আত্মস্বার্থেই আরাধনা ক'রে চলেছে,—
তা'রা যতই
সুষ্ঠুদৃষ্টিসম্পন্ন হো'ক না কেন,
নরক-দুন্দুভির অগ্রদূত তা'রা;
ইষ্টাসন লাভের আগ্রহ-মাদকতার ভিতর-দিয়ে
গুরুত্বকে আহ্বান ক'রে
যা'রা নিজের শাতনশ্রী বৃদ্ধি ক'রতে চায়,—
তা'রা কিন্তু বীভৎস,
নারকীয়,
শাতনের ব্যামূঢ় মন্ত্রপূত অভিচারের অগ্রদূত;
তা'দের হ'তে সাবধান থেকো,
নয়তো, তোমার সাত্বত কৃষ্টিতে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
সর্ব্বনাশা শিলা-সংঘাতে
তোমার সত্তা-সম্বৃদ্ধিকে নিকেশ ক'রে দেবে—
ভক্তি-বিটেল
স্বার্থলোলুপ
বেড়াজাল সৃষ্টি ক'রে;
ওদের চাইতে
সৎ-প্রকৃতি-সম্পন্ন পাপকর্ম্মা ঢের ভাল,
রত্নাকর, অজামিল ও বিল্বমঙ্গলের মত
তা'দের সৎ-আরতি
একদিন
কল্যাণ-স্রোতা ধাতা-ধৃতিতে
সুনিষ্ঠ দীপনায় আরূঢ় হ'তে পারে;
কিন্তু ও-জাতীয় যা'রা,
তা'রা কিন্তু ভয়াল,
বিকৃতির স্বার্থান্ধ ব্যালোল-আকর্ষণ । ৩০৯ ।

দুর্ব্বত্তই হো'ক
আর, সুবৃত্তই হো'ক,
যা'র শ্রেয়শ্রদ্ধ নিষ্ঠা নাই,
শ্রেয়-পরিচর্য্যী উদ্যম নাই,
জীবনে যা'র শ্রেয়-পরিচর্য্যা
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে ওঠেনি—
সক্রিয় কৃতি-অনুশীলনায়
আগ্রহদীপ্ত হ'য়ে,
—ভাল খাওয়া,
ভাল পরা,
ও লোকদেখানো ভদ্রতা নিয়ে
যে ব্যস্ত থাকে—
আত্মপ্রতিষ্ঠার গালবাজী নিয়ে,
অন্যকে হেয় ক'রে,
আত্মভরি অনুচলনে,—
সে কিন্তু মোটের উপর
সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব নিয়ে বসবাস করে না;
যত ভাবভঙ্গী করুক,
রকমসকমই করুক,
মহৎদের সঙ্গ যতই করুক,
স্বার্থসেবী বা লোক দেখানো
অনুচর্য্যা নিয়েই তা' ক'রে থাকে—
স্বার্থ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে,—
যা'তে তা'র বাঞ্ছিত যা'
তা'কে আয়ত্ত করতে পারে,
তাই, তা'র সহজাত সংস্কার ভাল নয়কো;
সে অসতের ভিতর
সৎ খুঁজুক বা না-খুঁজুক,
সৎ কিছুকে

অসৎ-ভরণী ক'রে
নিজের প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে থাকে;
কিন্তু দুর্ব্বৃত্তই হো'ক
আর, অসৎই হো'ক—
যে ঐ শ্রেয় পরিচর্য্যী পরিবেদনাকে
অবহেলা করতে পারে না,
উদ্যম-উন্মাদনা নিয়ে
তঁদনুচলনী পরিচর্য্যায়
তাঁকে নন্দিত ক'রে তোলাই—
শুভে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলাই
মৌতাতী মৌজ যা'র,
হাজার কুৎসিত-কর্ম্মাই হো'ক,
আর, অসৎ-কর্ম্মাই হো'ক,
সে কিন্তু সহজাত সংস্কারে ভালই;
এমন দেখলে
তা'র আশা ছেড়ো না,
হয়তো একদিন
তুমি ও সে উভয়েই
তৃপ্তির আলিঙ্গন-উৎসারিত
হ'য়ে চলতে পার । ৩১০ ।

বর্ব্বর
অর্থাৎ অস্পষ্ট মনোবৃত্তি যা'দের—
তা'রা আহাম্মক, অহংপ্রবুদ্ধ
বিক্ষিপ্ত বোধবিবেকের অনুচলনেই চ'লে থাকে,
শোনা কথা
তা'রা যা বোধ করতে পারে,
তা' যত তা'দের তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে—
দেখা ও সাক্ষাৎ-শোনার ব্যাপারগুলি
তেমনতর প্রাঞ্জলই হ'তে চায় না,

আর, তা'র ভাব ও অর্থগুলিও
বিকৃত, আকাঁবাঁকা হ'য়েই চলে;
তা'রা যেখানেই থাকুক না কেন,
বিদ্রূপকারী বা বিরোধী-পরিবেষ্টিতই
হ'য়ে থাকে প্রায়;
আচার-ব্যবহার, কথার ভিতর-দিয়ে
তা'র মর্ম্ম নিয়ে
লোকই হো'ক
আর কোন বিষয়ই হো'ক
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠতে পারে না
তা'দের কাছে;
এইজন্য লোকে তা'দের প্রায়ই
ইতর ব'লে থাকে,
ইতর মানে হ'চ্ছে অন্য;
সঙ্গতিহারা তা'রা,
আহাম্মক বড়াইও তা'দের তেমনতর,
সব সময়ে প্রমাণ কর'তে চায়—
তা'রা কেউকেটা,
মানুষের ভিতরে তা'দের প্রতিষ্ঠা আছে—
এইটিই তা'রা প্রমাণ করতে চায়
বা বলতে চায়
অনেক রকমে-সকমে
আচারে, ব্যবহারে, কথায়-কাজে,
কোন গুরুজন বা শ্রেয়জনের উপর
তা'দের নিষ্ঠা
অত্যন্ত দুর্ব্বলস্রোতা হ'য়েই চলতে থাকে,
তাই, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও
তা'দের ছন্নছাড়া,
একটা ক্ষুব্ধ ব্যতিক্রম
তা'দের মানস সত্তাকে

যেন পিচ্ছিলতা-প্রবণ ক'রে রাখে;
যে-গুরুজনের তিরস্কার,
তাড়ন-পীড়ন
লোকসম্মানের চাইতেও অধিক,
খ্যাতির চাইতেও উচ্চতর,—
তা'তে তা'রা
অভিমান-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লে থাকে,
এমন-কি, তাঁ'দিগকে
ইতর বা ছোটলোক বলতেও কসুর করে না—
অন্তর্জ্জগৎ তা'দের
এমনতরই দুর্দ্দশাপন্ন;
এমনতর কাউকে পেলে,
চালচলন, রকমসকম দেখে
যদি বুঝতে পার,
সৎসন্দীপী আচার-ব্যবহার ক'রেই চ'লো—
সাবধান-সন্দীপনাকে জাগ্রত রেখে;
প্রতি পদক্ষেপেই
তা'রা তোমার
কসুর ধরতে পারে কিন্তু । ৩১১ ।

শয়তান মানুষ মানেই হ'চ্ছে—
বেকুব চালাক মানুষ;
মানুষকে জব্দ করা
মানুষের অনিষ্ট করাই—
তা'র হ'চ্ছে—
কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদ,
সে
এমনি ক'রেই
নিজের ব্যক্তিত্বটাকে
জাহান্নমের পথে ছড়িয়ে দেয়;

সে ভাবে—
ভয়ই হ'চ্ছে মানুষের নিয়ন্তা,
ভয়ে জব্দ রাখতে পারলেই
মানুষকে হাতে রাখা যায়,
পারিবেশিক পরিচর্য্যা,
স্বস্তি-সম্পাদন
সুষ্ঠু হ'য়ে
তা'দের অন্তরের
প্রীতি-উর্জ্জনা হ'তে পারে না;
অপকর্ম্মের মহড়া দিয়ে
নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই হ'চ্ছে তা'র
বোধায়নী তাৎপর্য্য;
বোধদৃষ্টির অভাবে তা'রা
অশ্রেয়কেই হয়তো
শ্রেয় ব'লে মনে করে,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ তা'দের
বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন,
এককেন্দ্রিক হ'য়ে
তা' থাকতে পারে না,
এমনি ক'রেই সে নিজেকে
একটা পরপীড়ক সৌধ তৈরী ক'রে ফেলে,
আর, ভাবে—
ঐ বুঝি তা'র সার্থকতার অর্থ;
মূর্খ হও ক্ষতি নেই,
এমনি ক'রে
বেকুব চালাক হ'তে যেও না,
নিজেকে নষ্ট ক'রে
অন্যের নষ্ট হওয়ায়
ইন্ধন হ'তে যেও না,—
তা'তে শুভসন্দীপনী তৃপ্তি-উৎসারণা

তোমার অন্তর হ'তে
কোথায় পালিয়ে যাবে—
ঠিকও নেই;
অনুকম্পাশীল হও,
মানুষকে ভালবাস,
মানুষকে ভাল করা
স্বস্তি-সম্পাদন করা
পরিচর্য্যা উচ্ছল ক'রে তোলা—
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সতর্কতা নিয়ে,—
এই কিন্তু
মঙ্গলের মাঙ্গলিক অভিযান,—
যা'তে তুমিও
মঙ্গলের অধিকারী হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃস্রোতা উদ্দীপনী উৎসর্জ্জনায়,
এই এমনতর
মঙ্গলের আরতি নিয়ে। ৩১২।

যা'রা
ভালমন্দ যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক—
একগুঁয়ে,
কী করণীয়!
অকরণীয়ই বা কী!—
বিবেক-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
তা'র সমাধান ক'রে
মন্দ এড়িয়ে
ভালকে গ্রহণ করতে পারে না,
সে-বিষয়ে
বুঝ-সুঝ যতই থাকুক না কেন,
কিন্তু ক'রে
যদি সেটাকে খারাপ দেখে—

তা' হ'তে ফিরতেও পারে না,
তেমনতর মেকদারও নাই,
চলতে থাকে এমনতরভাবে—
যা'তে
তা'তে যা'ই হো'ক না কেন,
মান, সম্মান, বীর্য্য, বিদ্যার গৌরব
যা'কে
সমীচীনভাবে বিনায়ন ক'রে
অসৎ এড়িয়ে
সৎ-এ নিয়োজিত করতে পারে না,—
তা'দের ধাত কিন্তু
খুব সমীচীন নয়কো,
বিভিন্ন ব্যাপার বা বিষয়ের থেকে
শুভ কী পথ—
তা' নির্দ্ধারণ করতে
কমই পারে তা'রা,
তা'রা ভীমকর্ম্মা হ'তে পারে—
কিন্তু আদর্শ-পুরুষ নয়কো,
বিবেক-উচ্ছল উদ্দীপনায়
আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে
কোন্ পথে তা'র যাওয়া উচিত—
সেদিকে তা'রা
দৃক্‌পাত করতে পারে না,
বা করেও না,
হয়তো তাঁ'রা
সাধু লোক হ'তে পারেন,
কিন্তু বিজ্ঞতা তাঁ'দের কমই,
ব্যতিক্রম এড়ানো
তাঁ'দের পক্ষে দুরূহই হ'য়ে ওঠে

সব দিক্-দিয়ে;
তাই, তুমি বিজ্ঞ হও,
কিন্তু সাম্য চলনে চল—
শুভ-সন্দীপনী তৎপরতা নিয়ে,
যা' ভাল নয়—
তা'কে ফেলে দাও যা এড়িয়ে চল,
যা' শুভ—
তা'কে আগ্‌লে ধর,
নিষ্পাদনে
তা'কে শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ঠকবে কমই । ৩১৩ ।

ধাত মানেই হ'চ্ছে—
যা' ধারণ ক'রে রাখে,
ধাতপাতলা লোক মানেই হ'চ্ছে—
যে কথায়-কথায়
এই ধারণ-সন্দীপনাকে হারিয়ে ফেলে;
ধাতপাতলাদের ক্রমাগতি
কমই বজায় থাকে,
আর, নিষ্ঠানিপুণ তাই তা'রা হয় কম,
আর, ধাতপাতলা ব'লেই
তা'রা শিষ্ট পরাক্রমশালী,
বীর্য্যবান্ হ'য়ে ওঠে না,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা
তা'দিগকে সহজেই কাবু ক'রে তোলে;
তাই, নিষ্ঠানিপুণ হও—
শিষ্ট নিবেশ নিয়ে,
কর, বোঝ,
বুঝে—
বিহিত যা' তা'ই কর,

যেখানে-সেখানে
যেমন-তেমনভাবে গড়ে' যেও না—
এই সাত্বত কেন্দ্র হ'তে;
তোমার ব্যক্তিত্বের অন্তঃস্থ মনুষ্যত্ব যেটা—
মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক,
পরাক্রম
শিষ্ট দ্যুতি বিকিরণ ক'রে
তোমার অপদার্থতাকে
দুর্ব্বল বীর্য্যকে
সুসন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
বিনায়িত সন্দীপনায়
সুষ্ঠু সৌষ্ঠবান্বিত ক'রে তুলুক;
তুমি মানুষ, পশু নও,
যা'তে পুরো মানুষ হ'তে পার—
তা'ই কর,
আসলের একটু ছিটও ভাল । ৩১৪ ।

যা'রা দুঃখিত হ'তে জানে,
আপ্সোস করতে জানে,
অন্তরে বেদনা বোধ ক'রে
সক্রিয় তৎপর হ'তে পারে,
সঙ্কল্পকে কঠোর ক'রে,
তৎপরতাকে তূর্য্য ক'রে,
সম্বিৎসাকে সন্দীপ্ত ক'রে
ধী-চক্ষুকে তীক্ষ্ম ক'রে,
নিজেকে উৎসর্গ ক'রতে পারে—
ইষ্টার্থ অনুচর্য্যী হোমবহ্নিতে
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে,
সব স'য়ে,
সব ব'য়ে,

সব ক'রে,—
এমনতর যা'দের অপদার্থ ব'লে জান
তা'রা ঢের ভাল,
আশা
প্রদীপ হস্তে
নিজের আপূরণ-সন্ধিৎসু হ'য়ে
খোঁজ ক'রে থাকে তা'দের,
আর, তা'দের সক্রিয়তা
হওয়াকেই আবাহন করে,
এই হওয়া
প্রাপ্তিকে অনিবার্য্য ক'রে তোলে;
কিন্তু যা'রা সাধু মানুষ হ'য়েও সঙ্কীর্ণ,
কর্ম্মচাঞ্চল্যহারা,
'হাঁজি', 'হাঁজি', বোল নিয়ে
দোদুল হ'য়েও
সাধুত্বের ভাঁওতা নিয়ে চ'লে থাকে,
তা'রা আদর্শ-নিরতিকে
লাঞ্ছিত ক'রে থাকে—
মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে, প্রতিকর্ম্মে,
ভাগ্যলক্ষ্মী আশা-সমভিব্যবহারে
চেয়ে দেখ—
তা'দের দিকে পিছন ফিরেই চ'লে যাচ্ছে,
তা'রা সাধুবাদীই—
সাধুকর্ম্মা নয়কো,
তা'দের সাধুতা
সহানুভূতি-সমবেদনাহীন হ'য়ে চলে,
আর, তা' কথাতেই সক্রিয় হ'য়ে
নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়,
আদর্শ-ধর্ম্মের স্তোতা নয় তা'রা,

বরং আত্মস্তুতি-বিশারদ;
তাই বলি এখনও জাগো,
অনুগতিকে উদ্‌গ্রীব ক'রে তোল,
আগ্রহ-প্রদীপনায়
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনী আবেগদীপ্ত হও,
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার
অকাট্য আগ্রহলুব্ধ হ'য়ে
নিজেকে উদ্বেলিত ক'রে তোল—
স্থিরস্রোতা শ্রদ্ধাকে ইষ্টানিরত ক'রে,
ফিরে দাঁড়াও, উঠে পড়ে,
চল,
কর,
প্রদীপ্ত হও,
তোমার এই হওয়া
দুনিয়ার প্রতি অন্তরে-অন্তরে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক,
—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!" ।৩১৫।

যা'রা মিথ্যা-মর্য্যাদা বা গৌরবলুব্ধ,
স্বার্থ ও অর্থগৃধ্নু,
অথচ ভক্ত-বিটেল—
তা'রা প্রায়শঃই বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে থাকে,
কৃতঘ্ন হ'য়ে থাকে;

লোক-উদ্ধাতা
বা দারিদ্র্য-সঙ্কটমোচক যাঁ'রা,
পাবক-পুরুষ যাঁ'রা,
তাঁ'দের প্রতি লোকের আনুগত্য,
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত অর্ঘ্য-নৈবেদ্য
বা প্রীতি-অবদান দেখলেই

তা'রা ঈর্ষ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
সাধারণতঃ ব'লে থাকে—
দেবপূজা বা মহতের পূজায়
এগুলিকে অযথা ব্যয় না ক'রে
দুঃস্থ ও দরিদ্র্যের উপকারে
এগুলি ব্যয়িত হওয়াই তো ভাল ছিল,
মহৎদের পূজার চাইতে
লোকসেবায় অর্থ-নিয়োগই তো শ্রেয়,
যদিও তা'রা লোকের জন্য
খরচ করে কমই—
তা' অর্থ-ই হো'ক বা সামর্থ্যই হো'ক,
বরং নানা ভাঁওতায়
তা'দের শোষণ করতে
কসুর তো করেই না,
আরো স্বার্থ-লিপ্সায় শ্রদ্ধাশীল যা'রা
তা'দিগকে ঐ অবদান হ'তে
নিবৃত্ত করতেই সচেষ্ট হ'য়ে থাকে,
শ্রদ্ধাই যে যোগ্যতার যুতবাহন—
সেটাকে চাপা দিয়ে
তা'রা অমনতরই প্রচারে
মানুষের ক্ষতিকে
দুস্তর ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল থাকে,
তা'রা এমনই সঙ্কীর্ণহৃদয় ও অর্থলোভী যে
মহৎদের জীবনকে পর্য্যন্ত
পণ্যের মত বিক্রয় করতে
এতটুকুও দ্বিধা বোধ করে না,
এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য
তা'দের প্রতি যে-কোন সংঘাত হানতে
উদ্যত থাকে,

এমনতর দুষ্ট হ'তে সাবধান থেকো,
দুষ্ট-দংশন তোমাকে যেন
বিষাক্ত ক'রে না তোলে—
জীবনকে বিষিয়ে দিয়ে,
দুস্তর দুর্ব্বিপাকেই যেন
তোমার জীবনের সমাধি রচিত না হয়,
সাবধান! ।৩১৬।

আত্মিক সম্বেগ যা'র যেমনতর
সে তেমনিই হ'য়ে ওঠে—
হয় ভাল,
না-হয় মন্দ,
নয় মাঝামাঝি;
যে-ভাবকে আশ্রয় ক'রে
ঐ সম্বেগ উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
যা' হ'তে চায়
তা' না হ'য়েই পারে না—
এমনতর আকুল উদ্দীপনা
যা'র অন্তরে লেগে থাকে,—
সে তেমনি করে,
হয়ও তা'র তেমনি,
তা'র বোধবিবেকসম্পন্ন ধীও
তদনুগ অনুচলনে চলতে থাকে,
সেইজন্য, সে তা'র আশপাশ যা'-কিছু আছে
সব-কিছুকে নিয়েই
জ্ঞানন-তৎপরতায়
সম্বৃদ্ধ হ'তে থাকে—
কৃতি-তৎপরতায় বর্দ্ধিত হ'য়ে,
আর, ভৃতি-তৎপরতায়
তা'কে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে;

স্ব-এর ভাব যেমনতর,
আত্মিক আবেগ যেমনতর,
অর্থাৎ সত্তার হওয়ার আবেগ যেমনতর,
উদ্দীপনী আকুলতা নিয়ে
সে হয়ও তেমনতর,
এই এমনতর হওয়াকেই তো স্বভাব বলে;
সত্তার হওয়ার আবেগকে
সংহত ও সঞ্চারিত করতে হ'লেই
চাই ইষ্টনিষ্ঠা,
আর, নিষ্ঠা যত অস্খলিত হ'য়ে ওঠে,
উচ্ছল উদ্দাম হ'য়ে ওঠে,
তা'র প্রাপ্তিও হ'য়ে থাকে তেমনতর—
হাতে-কলমে, ভাবে, বোধবিকাশে;
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগসহ
হওয়ার কৃতি-আবেগ নিয়ে
তুমি যেমন চলবে—
তোমার স্বভাব-চরিত্রও
তেমনতর হ'য়ে বেড়ে উঠবে,
তেমনতর, শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সম্বৃদ্ধ হওয়াই
হ'য়ে উঠবে তোমার অন্তরের আকুলতা,
তোমার তৃপ্তিই আসবে না তেমন না হ'লে;
তাই, স্বভাবকে যেমন করবে
হবেও তেমনতর । ৩১৭ ।

বোধ ও বুদ্ধি যেমনতর,
চলন-বলনও হয় তেমনি । ৩১৮ ।

নকল ক'রে যা' চালাচ্ছ,
সে-চলন
ব্যর্থতার উপঢৌকনে
তোমার কৃষ্টিকে তিক্ত ক'রে

যেমনতর সার্থকতার উদ্‌ঘাটন করবে—
প্রাপ্যও হবে তা'ই কিন্তু । ৩১৯ ।

যেখানে নিষ্ঠানিপুণ
প্রাজ্ঞ পরিচেতনা নাই—
অর্থ সেখানে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
ব্যর্থতার ডামাডোলে
তেমন ক'রেই
বিকৃতি-তৎপরতায় তা'র অবসান ঘ'টে ওঠে । ৩২০ ।

যে-আত্মম্ভরিতা
জীবন-সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে,
তা' বিকৃতিরই ব্যত্যয়ী অভিশাপ । ৩২১ ।

অনুতপ্ত যদি না হও—
সুক্রিয়, সৎ যদি না হও—
নিষ্ঠানিপুণ
ইষ্টার্থপরায়ণ যদি না হও—
উন্নতি
অবাধ হ'য়ে ফুটে উঠবে না তোমাতে,
হৃদয়
মানুষের হৃদ্য হ'য়ে উঠবে না,
সৌষ্ঠবসমন্বিত শিষ্টাচার
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে না
বিকৃতির ব্যর্থতাই তোমার হবে
সাত্বত উপহার,
স্বস্তিই
শাস্তি হ'য়ে অপেক্ষা ক'রবে তোমাতে । ৩২২ ।

দুনিয়ায় তুমি
যেখানে যেমনতর কর বা করছ—

ভালই হোক আর মন্দই হোক,
তোমার বৃত্তির ও ব্যক্তির উপঢৌকনও
তা'ই হ'য়ে থাকে । ৩২৩ ।

যা'রা অর্থ ও স্বার্থ চেয়ে বান্ধব হ'তে চায়—
তা'দের দরদবিহীন দৌত্য চলন
দায়িত্বের প্রতি অপঘাত নিয়ে আসে,
আর, তা'
স্বার্থসিদ্ধির উপকরণী তাৎপর্য্য ছাড়া
বেশী কিছু নয় । ৩২৪ ।

লালসাদীপ্ত প্রীতি যেখানে,
আর, তা' কামতপ্ত—
তা' যেমন চলনায়ই চলতে থাকুক না,
তা'কে শিষ্ট ক'রে তুলতে চাইলেই
তেমনি তাৎপর্য্য নিয়েই মিশতে হবে
তা'র সাথে,
আর, নিজেকে রাখতে হবে
শিষ্ট, ইষ্টদীপ্ত, ক'রে,
নতুবা, তা'র অভাবে
তোমাকে ব্যর্থই হ'তে হবে । ৩২৫ ।

অন্তরে যা'দের কামপ্রীতি
উচ্ছল হ'য়ে থাকে গুপ্তভাবে,
সুপ্ত বোধনায়
তা'রা কামেরই সেবা ক'রে থাকে—
সম্ভ্রম-সমীক্ষা তা'দের
যতই থাক্ বা দেখাক্ । ৩২৬ ।

যা' তোমার নয়—
তা' যদি চুরি ক'রে পাও,

সে-পাওয়া মিথ্যা কিন্তু;
মিথ্যা
মানুষকে ব্যর্থ ক'রে তোলে,
বোধকে বিকৃত ক'রেই তোলে । ৩২৭ ।

চৌর্য্যবুদ্ধি যদি অন্তরে থাকে,
তাহ'লে ঠিক বুঝো—
তোমার স্বার্থ
সেখানে বোধপ্রবণ হ'য়ে আছে,
ভাল-কিছুর ভিতরেও তুমি
ঐ প্রবৃত্তিকে
ঐ তালিমে
সার্থক ক'রে তুলে
শিষ্ট হ'তে চাইবে,
বাহাদুরী মিথ্যা প্রকৃতিকে
ব্যর্থ জীবন-তাৎপর্য্যে
সার্থক করার চালিয়াতি
রকমারি তাৎপর্য্যে
তোমার মস্তিষ্কে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে সাধাণরতঃ;
এমন হ'লে বুঝে রেখো কিন্তু,—
তোমার প্রকৃতিকে তুমি
সত্যমুখর শিষ্টত্বে
বোধবিনায়িত ক'রে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে না—
বাস্তবতার
বস্তু-অনুধাবনায় । ৩২৮ ।

যা'রা আভিজাত্যকে ও আত্মমর্য্যাদাকে
বলি দেয়
অর্থাৎ বর্জ্জন করে,

তা'রা বিপ্রই হো'ক,
ক্ষত্রিয়ই হো'ক
বা বৈশ্যই হো'ক,
তা'দের ঐতিহ্য সঙ্গে-সঙ্গে
স্তিমিত হ'য়েই চলে,
আবার, ঐ আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের অবসানে
কুলাচার অর্থাৎ কৌলিক চলনও লোপ পায়,
যেমন সূর্য্য অস্তমিত হ'লে
তা'র কিরণও থাকে না,
তাপও থাকে না,
বৈশিষ্ট্যমান্ ব্যষ্টিজীবনেও
তেমনতরই ঘ'টে থাকে;
এমনতর যা'রা দুর্ম্মদ
বিকৃত ব্যভিচার-পরায়ণ,
পিতৃপিতামহদের শুভ সূত্রকে
ছিন্ন ক'রে ফেলে দেয় যা'রা,—
তা'রা
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বুকে
সংক্রামক ব্যাধির মত
বিচ্ছিন্ন চলনে চ'লে বেড়ায়,
আর, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগকেও
ঐ সংক্রমণে সংক্রামিত ক'রে থাকে—
রোগ-উত্তেজনী
অভিশপ্ত বাহাদুরীর মতন;
এদের স্পর্শদোষ বা সংস্রবদোষ
এতই হীনতাব্যঞ্জক ও সংক্রমণ-প্রবণ,—
যে, আভিজাত্যবান সদাচারপরায়ণ
যে-কোন ব্যক্তিই হো'ক—
তা'র অন্নজল ও সংস্রবাদি
ওর থেকে বরং ভাল,

কারণ, এদের সংস্রব-সংঘাত
দূরপনেয় হ'য়ে
বোধিসত্তাতেই সংক্রামিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে,
এমন-কি, উপযুক্ত শূদ্র-অন্নও
এদের অন্নজল ও সংস্পর্শের তুলনায়
পরমপূত ব'লেই পরিগণিত হবার যোগ্য;
তাই, যদি নিজে বাঁচতে চাও,
পরিবারকে সঞ্জীবিত রাখতে চাও,
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
সুস্থ সমৃদ্ধিতৎপর ক'রে তুলতে চাও,
এমনতর সংস্রব হ'তে সাবধান থেকো,
তা' পরিহার ক'রে চলতে
বা পার তো পরিশুদ্ধ করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না;
সমীচীন উপায়ে
যদি অসৎকে নিরোধ না কর,—
ঐ অসৎ-দীপনা
তোমাকে তো ছোবল মারবেই,
তা' ছাড়া, আর কাউকে
রেহাই দেবে কি না কে জানে!
তাই, বলি, সাবধান!
তোমার অন্তঃস্থ জনি
যা' তোমার ভিতর-দিয়ে
তোমার সন্তানসন্ততিকে
বিসৃষ্ট ক'রে তোলে,—
তা'কে দুষ্ট ক'রে তুলো না,
জৈবী-সংস্থিতিকে
বিকৃত ক'রে তুলো না;
পরিবার, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রের

উন্নতি যতই কর না কেন,
জনন যেখানে বিকৃত—
সে-উন্নতি উপভোগ করবার
কাউকে কি কখনও পাবে?

বিকৃত জীবন
স্বর্গসুষমাকেও বিকৃত ক'রে তোলে,
কুবেরের ঐশ্বর্য্যকেও
অবহেলায় ধুলিসাৎ ক'রে দিতে পারে,
সত্তার সন্দীপনী মন্ত্রকেও
শাতনের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে
নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রতে পারে;
ধীইয়ে দেখ,
বোঝ
নিজে সাবধান হও,
আর, অন্যকেও সাবধান কর । ৩২৯ ।

শ্রদ্ধা আনে নিষ্ঠা,
নিষ্ঠার প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা,
একায়নী তৎপরতা,
ঐ একই তা'র কাছে
শ্রেয়-প্রেয় হ'য়ে ওঠে,
সে সত্তাকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়
ঐ শ্রেয়তে,
ঐ প্রেয়তে,
আর, ঐ শ্রেয়চর্য্যা বা প্রেয়চর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির বিশেষ অনুনয়নে
তা'র ধারণ-পালনী পোষণার
উৎক্রমণী আগ্রহ নিয়ে

তদর্থী মাঙ্গল্য-অভিযানে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে থাকে;
তাই, সে
মুগ্ধ আগ্রহসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়নুচর্য্যী সাত্ত্বিক সম্বেগ নিয়ে,
অচ্যুতভাবে,
অচ্ছেদ্য, নিরলস, সুসন্ধিৎসু
উৎক্রমণী পর্য্যায়ে;
তাই, শ্রদ্ধার অনুচর্য্যী আগ্রহই হ'চ্ছে—
শ্রী, সেবা-তৎপরতা,
ঐ সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
অযুত আগ্রহ নিয়ে
কুশল কর্ম্মতৎপরতায়
যে যোগ্যতার অধিকারী হ'য়ে ওঠে—
যা' করে
তা'র সব যা'-কিছুরই
সঙ্গতিসম্পন্ন সুদর্শী বোধনায়
বিদীপ্ত হ'য়ে;
আর, সে তা'র যা'-কিছু দিয়ে
লোকের ইষ্টানুগ সমীচীন সেবা ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,
কারণ, সে সবাইকেই
আপনার জন ক'রে তুলতে চায়;
তাই, সত্তা মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে শ্রদ্ধায়;
আবার, সত্তার এই অস্মিতা
প্রবৃত্তির প্ররোচনায়
যখনই পরামৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,—
তখনই আসে অহঙ্কার, মদগর্ব্বিতা,
সে সব-কিছুকেই
নিজের ভোগ-বিলাসের ইন্ধন ক'রে চলতে চায়,

তা'তে বাধা পেলেই আসে ক্রোধ,
যা'তেই সে
সঙ্গতি লাভ না করতে পারে
তা'তেই আক্রুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
মদগর্ব্বী আত্মম্ভরিতা নিয়ে
দুনিয়াকে ছারখার ক'রে দিয়ে
নিজে যা'তে ঐ অহঙ্কারের
ঐ মদমত্ততার পরিপোষণা জোগাতে পারে,
ভোগলালসার পরিপোষণা জোগাতে পারে—
তা'র কসুর করে না;
অহঙ্কার
স্বার্থকেন্দ্রিকতা ছাড়া
আর কিছুকেই আপনার করতে পারে না,
তা'র ঐ কামকামনার ইন্ধন যে না হয়,
ঐ অহঙ্কারের মর্য্যাদা যে না রক্ষা করে,
যে না তা'তে আনত হ'য়ে ওঠে
তা'কেই বিষ-দৃষ্টিতে দেখে,
চেষ্টা করে
একটা বিশাল সংঘাত হেনে
তা'কে ভূলণ্ঠিত ক'রে তুলতে,
তাই, সে অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন হ'য়ে ওঠে;
তাই, কামকামনা আনে মত্ততা,
এই মত্ততার সংক্ষোভিত চলন
আপোষিত নাহ'লে
তা'র আক্রোশ কিছুতেই প্রশমিত হয় না;
আবার, তা'র ঐ ভোগ
বা ভোগের উপকরণ যা'-কিছু
সেগুলি দিয়ে
অন্যের সেবা ও সুখ-সুবিধার বালাই

সে কখনও বহন ক'রতে চায় না;
মত্ত অহং-এর এই-ই নিদর্শন । ৩৩০ ।

বিরক্ত হ'য়ো না,
এমন-কি, বিরক্তিকর ভঙ্গি যা'তে না কর,
নিজেকে বিনায়িত কর তেমনি ক'রে;
শ্রেয়-অভিপ্রায়-অনুযায়ী
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থকতায় ভরপুর হ'তে যত্নশীল হও—
সঙ্গতিশীল আত্মনিয়ন্ত্রণে;
কা'রো প্রতি হিংসাবুদ্ধিও রেখো না,
কিন্তু অসৎ-নিরোধী-তৎপর থেকো—
হৃদ্য সাত্বত অনুনয়নে,
যথাসম্ভব সতর্ক ধৈর্য্য-সহকারে;
তোমার আচার-ব্যবহারগুলি
যেন সাত্বত-সুন্দর হয়,
কথা-আপ্যায়নাও যেন
প্রত্যেকেরই হৃদ্য হ'য়ে ওঠে;
আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে অনুশীলন কর,
যদি কখনও ফ'স্‌কে যায়—
অন্তর-অনুনয়নী তৎপরতায়
ভেবেচিন্তে বিহিত যা'
বাক্য ও কর্ম্মে বিকশিত ক'রে তোল তা'কে;
হামেশাই যদি বেফাঁস কথা বেরোয়—
যথাসম্ভব অল্পভাষী হ'তে চেষ্টা কর;
সঙ্গে-সঙ্গে বাক্য-ব্যবহারকে
এমনতর সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে
বিনায়িত ক'রে তোল,
যা'তে মানুষ তোমার সাহচর্য্যে এসে
উৎফুল্ল না হ'য়েই পারে না;

তোমার যাজনদীপনী বাক্-কর্ম্ম
ও অনুচর্য্যী তৎপরতা
যেন এমনতরই শ্রীমণ্ডিত হয়,—
যা'তে যত বিশ্রী,
বিকৃত-চরিত্র হো'ক না কেন,
সেও যেন তোমার আওতায় এসে
ক্রমশঃই সুশ্রয় সুন্দর-ভঙ্গিম হ'তে
অন্তঃকরণ থেকেই
স্বতঃ-সুচেষ্ট হ'য়ে ওঠে;
সবাই যেন ভাবতে পারে
তুমি তা'র পরম সাত্বত বন্ধু;
আর, তোমার চরিত্রকে
অনুচর্য্যী-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
এমনতর ঠামে বিন্যস্ত ক'রে ফেল,
যা'তে তোমাকে মানুষ
দেব মানব ব'লে
অনুভব না ক'রেই পারে না,
আর, দেবমানব বলছি এজন্য—
তোমার নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দ্যুতি
যেন এমনতর সক্রিয় সুন্দর ও তাজা হয়,—
যা'তে ঐগুলির সার্থক বিনায়িত আবির্ভাবে
তুমি দেব-বিন্যাসে বিনায়িত হ'য়ে ওঠ,
বিকশিত হ'য়ে ওঠ—অমৃত-দীপনায়;
আর, সব কাজের ভিতর-দিয়ে
সব কথার ভিতর-দিয়ে
ঐ অমনতর হওয়ার তালিমে
কৃতিদীপনী অনুশীলন-তৎপরতায়
তোমাকে ঐ অমনতর ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল হ'য়ে চ'লো—

সুসঙ্গত বোধন-অর্থনায়;
কোথাও খুঁত দেখলে বা বুঝলে
মানস-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
পরিশুদ্ধি-অভিব্যক্তিতে
মূর্ত্ত ক'রে তোল তা'কে;
এমনি ক'রে চেষ্টায় থাক,
দেখবে—
কিছুদিনের ভিতর তুমি অমনতরই হ'য়ে উঠছ—
সাত্বত ব্যপ্তির শুভ-নন্দনায় । ৩৩১ ।

স্মরণ রেখো—
তোমার ব্যক্তিত্ব শুধু তোমারই নয়,
তা' যেমন তোমার,
তেমনি তুমি জাতীয় সম্পদ্,
শুধু জাতীয় কেন—
সমস্ত বিশ্বের জীবনীয় ব্যাপারের,
বিশেষতঃ সাত্ত্বিক অন্বয়ী তৎপরতায়
ইষ্ট বা আদর্শে যখন অন্বিত হ'য়ে উঠেছ,
তখন তো আরও,
তুমি প্রতিপ্রত্যেকেরই জীবনীয় হোতা—
অসৎ-নিরোধী অনুনয়ন-তাৎপর্য্যে;
ইষ্ট মানেই হচ্ছে—
কল্যাণের ব্যক্তমূর্ত্তি,
আর, তিনিই আদর্শ,
আদর্শের তাৎপর্য্য হ'চ্ছে—
যাঁ'কে দেখে
যা'র চলন অনুসরণ ক'রে
কল্যাণের অভিযাত্রী হ'তে পারি;
যে-মুহূর্ত্তেই তাঁ'কে গ্রহণ ক'রেছ—
আনুষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক শুচিতায়,

তোমার জীবনীয় যাগ-দীপনার আগ্রহ-আলিঙ্গনে,—
তখন থেকেই তোমার ব্যক্তিত্ব কল্যাণধর্ম্মী,
কারণ, তোমাকে ঐ কল্যাণ-ব্যক্তিত্বে
আহুতি দিয়ে ফেলেছ—
হৃদ্য অসৎনিরোধী তৎপরতায়
নিজেকে শুভানুচর্য্যী ক'রে,
তা' যেমন নিজের জন্য,
তেমনি অন্যের জন্য
তুমি সত্তাধর্ম্মের জীয়ন্ত হোতা,
তোমার তপ-তাপনাই হ'চ্ছে লোককল্যাণ,
ঐ আরতি-অনুক্রিয়
কৃতী-তৎপরতাই হ'চ্ছে
তোমার আত্মপ্রসাদ;
ইষ্টভৃতির মঙ্গল-যাগভূমিতে দাঁড়িয়ে
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
সাংস্কৃতিক সুকর্ষণায়
নিজ ব্যক্তিত্বকে ক্রমোন্নীত ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেককে যতই
অমনতর গ'ড়ে তুলতে পারবে,
ক'রে তুলতে পারবে—
প্রত্যেককে প্রত্যেকের জীবনস্বার্থে
অনুক্রিয় অনুভাবিত ক'রে—
ইষ্ট-অনুবন্ধনায়,
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে,
উপযোগী সমীচীনতায়,
সামর্থ্যের উপযুক্ত অনুনয়নে,—
ততই যুত জীবনের অধিকারী হ'য়ে উঠবে—
কল্যাণ-তপা হ'য়ে,
আর, এই বাস্তব কল্যাণ
ভরদুনিয়া

স্বর্গদ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
আর, স্বার্থও হ'য়ে উঠবে তোমার তখন সিদ্ধকাম। ৩৩২।

দূরদৃষ্টের দূরপনেয় বিকার
সৃষ্টি করেছি আমরা—
আমাদের স্বার্থলোলুপ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
স্বার্থলোলুপ মানে—
নিজেরই তৃপ্তি চাই,
অন্যের কিছু চাই না,
তা'দের তৃপ্তি হো'ক বা না-হো'ক;
তা'র মানেই কী হ'ল?—
আমি যতই যা' করি না কেন—
আমি আমাকেই বঞ্চিত করলাম,
পরিবেশের
পরিচ্ছন্ন প্রদীপ্ত রাগদীপনী যেগুলি—
তা' আমি বা আমরাই বন্ধ ক'রে দিলাম,
তমসার সন্তপ্ত সম্বেগ
আমাকে ঘিরে ধ'রল;
আর কী ক'রল?—
পরিবেশকেও বিষাক্ত ক'রে তুলতে লাগল—
আত্মপ্রবল বিনায়নের ব্যর্থ পরিক্রমায়;
আমি বা আমরা
সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
সংহারের সাবলীল তৃষ্ণা
আমাদের জেগে ব'সল—
যাদুমন্ত্রের মতন,
আমরা-বিহ্বল হ'য়ে উঠলাম,

সেইদিকেই চলতে লাগলাম,
ভাবি—ঐ বুঝি পথ,
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা যা'
তা' ভুলে গেলাম,
ধ'রতে লাগলাম পরপদলেহিতা,
যা'র ফলে, নিজেদের উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ
ব্যাহত হ'য়ে উঠল—
বিষম ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়ে;
নিজের তো ভাল হ'লই না,
অন্যেরও হ'ল না,
অন্যের রোষবুদ্ধি
আমাদিগকে ধ্বান্ত-ক্লান্ত ক'রে
অবসন্ন ক'রে তুলতে লাগল,
সংহৃতির
কোটরগত কূটচক্ষু
আমাদের দিকে তাকাতে লাগল—
একটা লেলিহান আবেগ নিয়ে;
ভীত হ'লাম,
কেঁপে উঠলাম,
তামস-দীপ্তি
আমাদের চক্ষুকে আবৃত ক'রে তুলল,
চলতে পারলাম না
প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম;
তখন ব'ললাম—
'ধ'রে তোল,
কে আছ কোথায়?'
ওষ্ঠাগত অন্তরে
আগ্রহশীল অপেক্ষায়
অন্তরের আর্ত্তনাদের সাথে বলতে লাগলাম—
'ধ'রে তোল,

কে আছ কোথায়?'
সত্তার আত্মসন্দীপনা
বিস্ফোরণ-উদ্যমে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল;
'আয় আয়' ধ্বনি
আমাদিগকে
আশানন্দনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলল;
তখন ক্রন্দন-শ্রুতিতে
বিহ্বল অন্তঃকরণে
আর্ত্ত হ'য়ে ব'ললাম—
'তুমি এস,
তুমি ধর,
এবার বাঁচাও,
আমি আর ঐ পথে যাব না';
হয়তো বেঁচেও গেলাম,
কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত
ইষ্টনিষ্ঠায় নিবিষ্ট হ'য়ে
তাঁ'রই আরতি নিয়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
বিধিবিনায়নী তাৎপর্য্যে
উদাত্ত সুরে
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
প্রাণের ভিতর-দিয়ে
দৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
'তুমি তুমি' ব'লে
অজচ্ছল উদ্দীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে না উঠলাম,—
রেহাই তখনও পেলাম না;
মান-অপমান-ভর্ৎসনা-তাড়ন-পীড়ন—
যা'-কিছু আসুক—

সমস্ত স'য়ে
তা'রই অনুগ্রহ-সন্দীপনায় যখন
সজাগদীপ্ত কৃতিমুখর উর্জ্জনা নিয়ে
চলতে লাগলাম—
হঠাৎ তাকিয়ে দেখি,
সেই তামস সন্দীপনা
কোথায় চ'লে গেছে,
ঊষার মত আলোক
আমাকে নন্দিত ক'রে চলেছে;
পোড়া বুকে
ক্রমশঃ তৃপ্তি ফিরে এল,
ভাবতে পারলাম—
আমি মানুষ,
আমি তোমারই । ৩৩৩ ।

তুমি বীর হও,

সবা'র অন্তরে প্রেরিত হ'য়ে চল—

উদ্দাম উৎসর্জ্জনায়

আরোর আরতি নিয়ে,

স্বস্তির সামগানে

সবাইকে স্বস্থ ক'রে তুলে;

তোমার বীরত্ব

স্বস্তি-উৎসর্জ্জনায়

প্রতি অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হো'ক,

কৃতি-সন্দীপনায়

তা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক,

ঊর্জ্জনার তৃপণ-তর্পণ

সবাইকে উত্তাল ক'রে তুলুক—

উদ্দাম-স্বস্তি-অভিসারে,

স্বস্তিমান্ বাক্-ব্যবহারের

শুভপরিচর্য্যায়।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১। আচরণ ও চরিত্র।
২। ধন্য তা'রা, যা'রা বিনীত ও দীনভাবাপন্ন।
৩। ধন্য তা'রা, যা'রা অনুতপ্ত।
৪। ধন্য তা'রা, যা'রা নম্র, বিনায়িত।
৫। ধন্য তা'রা, যা'রা অন্তরে পবিত্র।
৬। আর্শীব্বাদ-প্রস্রবিত যা'রা, তা'রা তুষ্টি পাবে।
৭। দয়ার্দ্র যা'রা, তা'রা দয়া পেয়ে থাকে।
৮। পুণ্য তা'রা—।
৯। কৃতি-জ্ঞান, প্রত্যয় ও যোগ্যতার পথ।
১০। যোগ্যতার দৈন্য।
১১। জন্মের পরিচয়ে চলন।
১২। পারগতা ও চরিত্র।
১৩। কৃতিচর্য্যানুপাতিক চরিত্র হয়।
১৪। স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বংশগতির লক্ষণ।
১৫। চরিত্রকে প্রেয়ের রঙে রাঙাও।
১৬। চরিত্র ও সাফল্য।
১৭। জগতের কাছে লবণের মত সুস্বাদু হ'য়ে ওঠ।
১৮। সংহত চরিত্র।
১৯। চরিত্রের বাস্তব বিজ্ঞাপন।
২০। দীন হও, কিন্তু দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ো না।
২১। প্রাপ্তি কা'কে বলে?
২২। চরিত্রে যা' নেই, তা' দিয়ে মানুষের অন্তরকে আলোড়িত ক'রতে পারবে না।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৩। ছন্নছাড়া মানুষ।
২৪। কেউ তোমার সঙ্গে থেকেও তোমার চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিন্বিত না হওয়ার কারণ।
২৫। কে তোমাকে ধ'রে কতখানি বড় হ'য়েছে তা'ই তোমার বড়ত্বের মাপকাঠি।
২৬। তোমার বড়ত্বও মানুষের ক্ষতিকারক কখন?
২৭। ব্যক্তিত্ব-অনুযায়ী প্রভাব।
২৮। কোন্ জীবন শিবসুন্দরের আসন?
২৯। তোমার প্রাপ্তি কী?
৩০। সার্থক ব্যক্তিত্ব-সম্পদ্।
৩১। দেবত্বের আবাস।
৩২। আস্থা-বৃত্তি ঢিলে কা'র?
৩৩। ব্যক্তিত্বের সুধাবর্ষণা।
৩৪। মানুষের মেকদারের পরিমাপক।
৩৫। ব্যক্তিত্বকে বোধদীপ্ত ক'রে তোল—।
৩৬। ব্যক্তিত্ব যা'দের নিষ্ঠাহারা।
৩৭। ঠুনকো মানী।
৩৮। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
৩৯। শ্রেয়নিষ্ঠা যা'র সম্পদ্ হ'য়ে ওঠেনি।
৪০। আত্মসম্মান-প্রবৃত্তি যা'দের তীক্ষ্ম, আত্মোৎসর্জ্জনাও তা'দের নিখুঁত।
৪১। স্বাধীনতা উপভোগ ক'রতে পারে না কে?
৪২। তোমার সহজ চলন কেমন হওয়া উচিত?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৪৩। দেবদ্যুতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।
৪৪। মিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
৪৫। সত্যের আঁট আছে কা'র?
৪৬। বিবেচনা না ক'রে যা'রা মতপ্রকাশ ক'রে, তা'দের ব্যক্তিত্বের স্থিরতা নেই।
৪৭। তোমার বরণ্য আগমন।
৪৯। শ্রেয়নিষ্ঠ কৃতী ব্যক্তিত্বের বোধভ্রান্তি উড়ে যেতে দেরী লাগে না।
৫০। ভর্ৎসনা সংঘাতে ধৃক্ষাপীড়িত হয় যা'রা—।
৫১। প্রকৃত ব্যক্তিত্বশীল কে?
৫২। মনুষ্যত্বের বিকাশ।
৫৩। নিটোল ব্যক্তিত্বের উদ্ভব।
৫৪। দেবতা হ'য়ে ওঠে কা'রা?
৫৫। মিথ্যাচার ও শিষ্টাচার।
৫৬। ইষ্টার্থপরায়ণ চরিত্রই মানুষকে ইষ্টোদ্দীপ্ত করে।
৫৭। খামখেয়ালী চলনে স্বার্থ-জড়ত্ব।
৫৮। প্রকৃতিতে যা'র বর্দ্ধনা, সেই বৃদ্ধি পায়।
৫৯। আচার্য্য বা শ্রেয়ে মনোজ্ঞ হবার প্রলোভন যা'দের নাই, তা'দের থেকে সাবধান।
৬০। দেশের সম্পদ্ নয়—বোঝা।
৬১। যন্ত্রমানুষ হ'য়ো না, জীয়ন্ত মানুষ হও।
৬২। আদর্শে-শ্রদ্ধাহারাদের বিশেষত্ব।
৬৩। তোমার ব্যক্তিত্বকে যদি শুভচর্য্যী চারিত্রিক দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে চাও।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৬৪। ব্যতিক্রমী লোকপীড়ক চরিত্র।
৬৫। কে বেশী ভিতর-বুঁদে?
৬৬। মমতায় অহংয়ের বিস্তার।
৬৭। ইষ্টম্ভরি হও, আত্মম্ভরি হ'য়ো না।
৬৮। নিজেকে জ্ঞানী ভেবে গর্ব্বিত থেকো না, দেখ, শোন, জান।
৬৯। বিদ্রূপাত্মক তুচ্ছকর দাম্ভিক বাক্ ও ব্যবহার।
৭০। সৌজন্যহারা অবিবেকী হয় কা'রা।
৭১। তোমার চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য কোথায়?
৭২। শ্রদ্ধা ও স্নেহের অধিকারী হ'তে চাও যদি—।
৭৩। অপরের প্রশংসায় যে নিজেকে অপমানিত বোধ করে—।
৭৪। পরনির্দ্দেশ পরিপালনকে যা'রা আত্মমর্য্যাদাহানিকর মনে করে।
৭৫। প্রকৃত বড় কে?
৭৬। অশুভসঙ্কল্প সিদ্ধ ক'রতে নাছোড়বান্দা যা'রা—।
৭৭। অহঙ্কারী আত্মম্ভরি যা'রা—।
৭৮। শুভসম্বর্দ্ধনী শিক্ষায় বঞ্চিত কা'রা?
৭৯। অসৎকে যে সমর্থন করে?
৮০। ইষ্টস্থানে বা সভা-সমিতিতে যাওয়ার সময় সবার চাইতে একটু এগিয়ে যাওয়া—।
৮১। দাম্ভিক ঔদ্ধত্যের বসবাস।
৮২। বেকুব ও চতুরের লক্ষণ।
৮৩। বেকুব-সরল হ'য়ো না।
৮৪। ভাবালু ঠাকুর-সঙ্গ।
৮৫। কা'রও কাছ থেকে কিছু নিতে সঙ্কুচিত হয় কে?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৮৬। বড়লোক।
৮৭। জাত্যভিমানের দাম্ভিকতা নিয়ে অপরকে ঘৃণা ক'রলে—।
৮৮। কা'দের সাথে আত্মীয়তা চলে না?
৮৯। মনোমত কথা না হ'লে অহঙ্কারীদের বিবেকধৃতি ভেঙ্গে যায়।
৯০। ভাগ্যলেখার উৎকর্ষ-চলন।
৯১। মর্য্যাদার উপভোগে।
৯২। অযুক্ত যা'রা—।
৯৩। অন্তরেও ব্যভিচারদুষ্ট হ'তে যেও না।
৯৪। অসৎ-ঔদার্য্য।
৯৫। অনুশাসন প্রীতিসম্পন্ন যা'র কাছে যেমন, সহজ মানুষও সে তেমন।
৯৬। অশুভের অত্যাচার উপঢৌকন কা'দের?
৯৭। প্রিয়পরম-বিরোধী।
৯৮। কা'রা আস্থার গণ্ডীর বাইরে?
৯৯। সহজদুল্য যা'রা তা'রা সন্দেহের।
১০০। চাটুকার।
১০১। কাজ দেখেই মানুষকে বিশ্বাস ক'রো।
১০২। বলায়-করায় মিতালী দেখেই বোঝা যায় লোক কেমন।
১০৩। আত্মবশে সুখ, পরবেশে দুঃখ।
১০৪। যে যা' বলে তা'তেই ঢ'লে পড়ে যা'রা—।
১০৫। ইষ্টে যে যতখানি, সে তোমারও ততখানি।
১০৬। সুবিধাবাদী।
১০৭। প্রীতি যা'দের পেশা, তা'দিগকে হৃদয় দিও না।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১০৮। অশিষ্ট পাশবিক-তাৎপর্য্যসমন্বিত প্রকৃতি।
১০৯। প্রীতির সুযোগে প্রিয়কে ঠকায় যা'রা—।
১১০। ধাপ্পাবাজ হ'লে—।
১১১। ধাপ্পাবাজদের থেকে সাবধান!
১১২। ফাঁকির সৌধ অচিরেই ধূলিসাৎ হয়।
১১৩। নির্ভরতার মাপকাঠি।
১১৪। বিশ্বাসের আবাস।
১১৫। একটুতেই যা'রা ম'চকে যায়।
১১৬। শ্রেয়বিচ্যুত যা'রা তা'দের বিশ্বাস ক'রো না।
১১৭। রিশবৎ খায় যে, তা'র কাজে আস্থা রেখো না।
১১৮। দুর্ব্বল আশ্রয়।
১১৯। ইঙ্গিত-বোধ কম কা'র?
১২০। তোমার বিকৃতিকে শুধরে নাও।
১২১। ভোঁতা হৃদয়।
১২২। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ ক'রে ইঙ্গিতজ্ঞ হও।
১২৩। না-পারার কৈফিয়ৎ যা'র যেমন—।
১২৪। অসম্ভাব্যতাই কা'দের জীবন-দর্শন?
১২৫। সহজ ও কুশল চাতুর্য্য।
১২৬। তা'রাই চতুর।
১২৭। কল্যাণ-প্রেরণায় কপিধ্বজ হ'য়ে ওঠ।
১২৮। চতুর হও, কিন্তু বেকুব চাতুর্য্যে বাহাদুরি নিও না।
১২৯। সৎ সতর্ক চলনে চ'লো।
১৩০। "যা লোকদ্বয়সাধিনী তনুভৃতাং সা চাতুরী"—কথার তাৎপর্য্য।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৩১। চতুর ও ধীমান্।
১৩২। সুব্যবস্থার সমীচীন লক্ষণ।
১৩৩। কা'রা আতঙ্কের বেশী?
১৩৪। ঠকায় অজ্ঞতা।
১৩৫। কুৎসিত-চরিত্রের ঘোরাফেরা কিন্তু মন্দিরের আশেপাশে।
১৩৬। দেবতার নামে সংগ্রহ ক'রে যা'রা আত্মসাৎ ক'রে থাকে, তা'রা কৃতঘ্ন।
১৩৭। কা'রা স্বতঃই লোকবৈরী?
১৩৮। কা'রা নীতির দোহাই দেয়, অথচ নীতিজ্ঞ নয়?
১৩৯। ইতস্ততঃ ভঙ্গীতে কথা বলে যে, সে বিশ্বস্ত নাও হ'তে পারে।
১৪০। কথায় ও কাজে বিশ্বাসঘাতক এবং হিসাব-নিকাশ দিতে শিথিল, এমন লোক সন্দেহের।
১৪১। তোমার নিন্দাকে যে প্রতিবাদ করে, শুভেচ্ছু সে তোমার।
১৪২। অন্যের প্রশংসা কা'দের কাছে অসহ্য?
১৪৩। দেওয়া-থোওয়া ও মেলা-মেশার সন্দেহযোগ্য ক্ষেত্র।
১৪৪। কোন্ বন্ধু ছদ্মবেশী শত্রু?
১৪৫। মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়েও যা'রা বিরুদ্ধ চলনে চলে।
১৪৬। যা'রা সম্মুখে মোসাহেবী করে অথচ পরোক্ষে নিন্দুক, তা'দের থেকে সাবধান।
১৪৭। বান্ধবতার নজর রেখো।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৪৮। যা'রা তোমার জন্য সব ক'রতে পারে বলে অথচ অনুকূল-প্রতিষ্ঠা ও প্রতিকূল বর্জ্জন ক'রতে পারে না—।
১৪৯। প্রীতিপ্রসন্ন বান্ধব।
১৫০। তোমার আপদে বুক দিয়ে দাঁড়ায় না যা'রা, তা'রা কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়।
১৫১। তোমার আপনার জন।
১৫২। অশুভ কিছু ব'লেও যা'রা বলে, "আমি অমনতর মানে নিয়েই ব'লিনি—।
১৫৩। অহেতুকভাবে যা'রা অন্যের দোষ নিয়ে কপ্‌চায়—।
১৫৪। অসৎ-পরিচর্য্যী ও সত্তা-প্রেমী।
১৫৫। আস্থাস্থল কে তোমার?
১৫৬। যা'রা পাওয়ার লোভে তোমাকে ভয় দেখায়।
১৫৭। কা'রা তোমার সম্পদ্ নয়?
১৫৮। অব্যবস্থ দায়িত্বহীন প্রেম কী করে?
১৫৯। সার্থকতার ক্রমবর্দ্ধনা।
১৬০। সত্তাধর্ম্মের জয়যাত্রা।
১৬১। অকৃতীর সম্পদ্।
১৬২। ভজনশীল প্রাজ্ঞদের কায়দাই তা'দের চলায়, বলায়।
১৬৩। ক্ষমার অধিকারী।
১৬৪। ক্ষমা পাবে কখন?
১৬৫। ঈশ্বর তাদের সহচর।
১৬৬। অব্যর্থ তা'রা।
১৬৭। দুর্ব্বলতার আবাসভূমি।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৬৮। সক্রিয়-পরাক্রম যেমন, সক্ষমও মানুষ তেমন।
১৬৯। ছন্নছাড়া।
১৭০। যা'রা সুকেন্দ্রিক, তা'রা সহজ-সুন্দর।
১৭১। বেতালকেন্দ্রিকতা।
১৭২। ইষ্টীচলন তোমার চরিত্রে সহজ হ'য়ে উঠুক।
১৭৩। তোমার হাসির হিল্লোলে বেদনার সৃষ্টি ক'রো না।
১৭৪। অনিয়িন্ত্রত চলন যা'র।
১৭৫। স্বাধীনতায় বিচ্ছিন্ন হয় কা'রা?
১৭৬। সুখের উৎস ও দুঃখের বান্ধব।
১৭৭। যে যেমন, তেমনকেই সে পছন্দ করে।
১৭৮। সুশ্রীকেও কখন বিশ্রী দেখায়?
১৭৯। দোদুলচিত্ত কা'রা?
১৮০। সঙ্গই মানুষের অন্তঃকরণের পরিচায়ক, যদিও তা' সবক্ষেত্রে নয়।
১৮১। তুমি কেমন লোক, তা'র পরীক্ষা।
১৮২। তুমি কেমন মানুষ, তা'র পরিচয়।
১৮৩। "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"।
১৮৪। বহিঃপ্রকাশ দেখেই তোমাকে চেনা যায়।
১৮৫। বিষ্ণু-বিভার আবির্ভাব।
১৮৬। বিকৃতি-বিভার পক্ষপাতী কা'রা?
১৮৭। সুন্দর হও—অন্যের হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রতে পারবে।
১৮৮। তা'রাই ভাগ্যবান্।
১৮৯। প্রভু মানে।
১৯০। ভাঁওতাবাজী প্রভুত্ব।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৯১। প্রভুত্ব কোথায় এবং কেমনতর?
১৯২। ধাত যা'দের শক্ত।
১৯৩। অব্যবস্থিতচিত্ত হ'তেই হয় কা'দের?
১৯৪। কা'রা ব্যত্যয়ী ও বিচ্ছিন্ন।
১৯৫। দুনিয়ার কাছে তুমি কতটুকু কী?
১৯৬। তোমার মেকদার যেমনতর, লোকও তুমি তেমনি।
১৯৭। বাস্তবে না হ'লে যা' বল বা কর, তা' ব্যর্থ।
১৯৮। উন্নতির উদাত্ত পথ।
১৯৯। কা'দের যশ ও উন্নতি মন্থর?
২০০। উন্নতি কা'র ক্রমবর্দ্ধনশীল?
২০১। দোদুল্যমান মনোবৃত্তি যা'দের, তা'রা ইষ্টপ্রসাদ থেকে বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে।
২০২। নিষ্ঠা যা'দের দোদুল্যমান।
২০৩। শ্রদ্ধাহীনের পরিণাম।
২০৪। বোধবিৎ সহজ মানুষ না হ'লে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না।
২০৫। কা'র প্রভাব মর্ম্মস্পর্শী?
২০৬। উন্নতি কা'দের ছন্নছাড়া?
২০৭। অবনতির প্রভুত্বের বিস্তার।
২০৮। শুভসম্বেদনী উন্নতিকে জানে না কা'রা?
২০৯। বোধি পরমার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি যা'দের—।
২১০। ছন্নপ্রতিভার আগম।
২১১। শ্রেয়নিষ্ঠ কা'রা?
২১২। শ্রেয়নিষ্ঠাহারা হ'য়েও যা'রা স্বনামধন্য বা যশস্বী।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২১৩। জ্ঞানবৃদ্ধ হ'য়েও শিশুর মত যা'রা—।
২১৪। ত্বরিত সম্বৃদ্ধি লাভ হয় কা'দের?
২১৫। নিষ্ঠাসন্দীপী অনুরাগহীন যে—।
২১৬। দুষ্কৃতি কা'দের কাছে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে?
২১৭। সংযম-শিক্ষা।
২১৮। শ্রীমান্ কা'রা?
২১৯। শ্রেয়নিষ্ঠ একায়িত অনুনতির ক্রিয়া।
২২০। ব্যত্যয়ী মৌলিক প্রকৃতি।
২২১। প্রকৃত হওয়ার প্রাকৃতিক পন্থা।
২২২। পরিচালক অভ্যাস।
২২৩। প্রকৃতিস্থ যদি হ'তে চাও।
২২৪। স্বভাব প্রকৃতিরই দ্বিতীয় পর্য্যায় কেন?
২২৫। শয়তানেরই ছদ্মবেশী দূত।
২২৬। ভগবত্তার বিকাশ।
২২৭। কা'রা স্বতঃই অকিঞ্চন?
২২৮। সব থেকেও যিনি অকিঞ্চন, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র।
২২৯। শ্রেয় হ'তে প্রতিনিবৃত্ত না হয় যা'রা, তা'রা বরেণ্য।
২৩০। ইষ্টে আপ্রাণ না হ'লে বৈশিষ্ট্য চেনাই দুষ্কর।
২৩১। পাতিত্যদুষ্ট কা'রা?
২৩২। ইষ্টহারার আত্মবিশ্বাস।
২৩৩। তুমি কী—তা'র প্রকাশ কিসে?
২৩৪। যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাজনকে গুরুপ্রতিম ভাবতে জানে না।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৩৫। যা'রা নিজের কৃষ্টিতে সঙ্গতিহারা, অপরের তা'তেও তা'রা তা'ই।
২৩৬। আত্মপরিচয়কে যা'রা লুকিয়ে চলে।
২৩৭। অন্য বর্ণ বা বংশের ব'লে পরিচয় দেয় যা'রা।
২৩৮। এরা কি সভ্যতাসন্দীপ্ত?
২৩৯। প্রতিলোমজের সিদ্ধ লক্ষণ।
২৪০। ঠগ্‌বাজী প্রবৃত্তি ও মহাজনত্ব।
২৪১। সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থে আত্মনিয়োগ করতে পারে যে, তা'কে লক্ষ্য রেখো।
২৪২। শ্রেয়সান্নিধ্য-লাভের আগ্রহ যা'দের মন্থর, তা'রা অশ্রেয়-অনুসৃত।
২৪৩। মানুষ চিনবার কয়েকটি নিশানা।
২৪৪। অভাববিদ্ধতা অসম্ভব কোথায়।
২৪৫। শ্রেয় ব'লে জেনেও মান্য ক'রতে না পারলে।
২৪৬। যা'রা বিধি, বিভু বা প্রভুর দোহাই দেয়, অথচ অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে।
২৪৭। কা'রা বহুদ্বারস্থ হ'তে বাধ্য?
২৪৮। প্রসন্নতালাভের তুক।
২৪৯। চরিত্রের সাত্বত পরিচর্য্যা।
২৫০। বাস্তব স্বার্থপর কখন তুমি?
২৫১। পরার্থ-পরিপোষণা যা'র অন্ধ।
২৫২। সুবিধাবাদী সততা।
২৫৩। সংযত হও, কিন্তু সঙ্কীর্ণ হ'য়ো না।
২৫৪। ভাল মানুষ ও খারাপ মানুষের প্রকৃতি।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৫৫। মানুষ বাস্তবে যা', বোধও তা'র তেমনি।
২৫৬। যা'দের মন সন্দিগ্ধ।
২৫৭। যা'রা মিথ্যা চিন্তা করে, তা'দের বোধ ও দেখাও তা'ই।
২৫৮। অলসচিন্তা ও বাচাল আলসে কথা।
২৫৯। দূরদৃষ্ট তা'রা—।
২৬০। শিষ্ট হ'য়েও অলস যা'রা।
২৬১। আন্তরিকতার প্রকৃতি।
২৬২। মিথ্যাচারী।
২৬৩। অবাস্তব ধারণাবাদীর লক্ষণ।
২৬৪। বাস্তবিকতা নির্দ্ধারণ অসম্ভব কা'দের পক্ষে?
২৬৫। আদর্শহারার মত পাগলেরই প্রলাপ।
২৬৬। দোষদুষ্টে অন্তঃকরণ।
২৬৭। ছাপাই-প্রচেষ্টা দোষীর লক্ষণ।
২৬৮। আত্মসম্ভ্রম বোধ যা'দের আছে ও নেই।
২৬৯। দোষ-দর্শনপ্রবণ যা'রা।
২৭০। যা'রা নিজেদের দোষ দেখতে জানে না।
২৭১। তুমি অবগুণ অভিভূত থাকলেও।
২৭২। বিপদ আসে তোমার কোন্ ত্রুটির জন্য তা ভেবে দেখ।
২৭৩। সবাই খারাপ, একথা ঘোষণা করার পেছনে—।
২৭৪। হীনদুষ্ট দারিদ্র্যসম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব।
২৭৫। শ্রদ্ধা যেখানে প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৭৬। অভাবমৃষ্টতা-অপনোদনে।
২৭৭। যা'রা শুধু নিজেদের অভাব ও দারিদ্র্যের কথাই ব'লে বেড়ায়।
২৭৮। স্বতঃই বিজয়নন্দিত কে?
২৭৯। অস্মিতার সুখ-শয্যা।
২৮০। যা'রা নিতেই চায়, দিতে চায় না।
২৮১। প্রেষ্ঠস্বার্থী ও আত্মস্বার্থী।
২৮২। প্রীতিহারা প্রত্যাশাপরামৃষ্ট যা'রা—।
২৮৩। ভুলই কখন তোমার ঈশ্বর?
২৮৪। ভাঁওতাবাজ প্রীতি-ব্যবসায়ী।
২৮৫। সাহায্য পেয়েও যা'রা সাহায্যকারীকেই শোষণ করে।
২৮৬। পাওনাদার ও দেনদার সৃষ্টিকারী চলনা।
২৮৭। সাত্বত-শুভ বর্জ্জন ক'রে শান্তিতে থাকা যায় না।
২৮৮। উপযুক্ত প্রেষ্ঠনিষ্ঠাবিহীনের দুর্ভাগ্য।
২৮৯। শ্রেয়নিষ্ঠাহীন বিদ্বান্ ভাবালু সাধুর চাইতে শ্রেয়-স্বার্থী দুষ্ট-চরিত্রকে বরং বিশ্বাস করা যেতে পারে।
২৯০। স্বাধীনচেতা ও স্বাধীনচিন্তা।
২৯১। শুক্নো নীতিপরায়ণ হ'য়ো না।
২৯২। মনগড়া ধারণায় যা'রা চলে।
২৯৩। শ্রেয়নিষ্ঠাহারা দিগ্‌গজ মহাজন যা'রা, তা'রা সমাজের পক্ষে দুর্ব্বত্তের চাইতেও ক্ষতিকারক।
২৯৪। বিহিত বিবেচনা ও বিনয়ী তাৎপর্য্য নিয়ে চল, সফল হবে।
২৯৫। দোদুল্যমান নিষ্ঠা যা'দের।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৯৬। দুনিয়াকে যেমন দেখতে চাও, তা'র নমুনাস্বরূপ হ'য়ে ওঠ।
২৯৭। চরিত্রে স্থির ও চরের প্রভাব।
২৯৮। বৈশিষ্ট্যপালী নিকৃষ্ট কৃষ্টিতপা যা'রা, নিকৃষ্টই তা'দের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।
২৯৯। মানুষ চেতনার তুক।
৩০০। শ্রেয়কে যে যত্ন ক'রতে জানে না, সে নিজেরও যত্ন জানে না।
৩০১। দুষ্টব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণ।
৩০২। ছেদপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।
৩০৩। ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ।
৩০৪। সহ্যের মর্য্যাদা।
৩০৫। পাতিত্য-পরামৃষ্টের প্রকৃতি।
৩০৬। ত্রুটি ধরে যা'রা।
৩০৭। মুখোসপরা বান্ধবতা।
৩০৮। পালন-পোষণী সাহায্য পেয়েও সুব্যবস্থ মিতিচলনের অভাব যা'দের।
৩০৯। ভক্তি-বিটেল স্বার্থ-লোলুপ শয়তানের অগ্রদূতদের লক্ষণ।
৩১০। কা'র সহজাতসংস্কার ভাল?
৩১১। বর্ব্বর, আহাম্মক ও ইতর কা'রা?
৩১২। শয়তান মানুষ।
২১৩। বিজ্ঞ নয় কা'রা?
২১৪। ধাত-পাত্‌লা লোক।
৩১৫। সাধুকর্ম্মা ও সাধুবাদী।
৩১৬। স্বার্থ ও অর্থগৃধ্নু অথচ ভক্তবিটেল যা'রা, তা'দের প্রকৃতি।
৩১৭। স্বভাবকে যেমন ক'রবে, হবেও তেমনি।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩১৮। যেমন বোধ-বুদ্ধি, তেমন চলা-বলা।
৩১৯। নকলের ব্যর্থতা।
৩২০। অর্থ সার্থক ক'রে তোলে না কোথায়?
৩২১। মারাত্মক আত্মম্ভরিতা।
৩২২। স্বস্তিই শান্তি হ'য়ে অপেক্ষা করে কখন।
৩২৩। যেমন করা, বৃত্তির ও ব্যক্তির উপঢৌকনও তেমন।
৩২৪। দায়িত্বহীন বান্ধব।
৩২৫। লালসাদীপ্ত-কামতপ্ত-প্রীতি-পরায়ণের নিয়ন্ত্রণে।
৩২৬। কামপ্রীতি কামেরই সেবা করে।
৩২৭। চুরি ক'রে পাওয়া মিথ্যা।
৩২৮। চৌর্য্যবুদ্ধি মানুষের প্রকৃতিকে বিকৃতই করে।
৩২৯। আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে বিদলিত করে যা'রা, তা'রা সমাজের সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ।
৩৩০। নিষ্ঠা ও মত্ত-অহংয়ের প্রকৃতি।
৩৩১। দেবমানবত্ব-লাভে—।
৩৩২। সিদ্ধকাম চরিত্র।
৩৩৩। জীবনতৃষ্ণা ও তা'র নিবৃত্তি।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
অকৃতী জাত্যভিমানের দাম্ভিকতা নিয়ে	৮৭
অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠাহারা ও ভ্রান্তিপরামৃষ্ট হ'য়েও	২১২
অজ্ঞতাকেই যা'রা আশীর্ব্বাদ ব'লে ধ'রে নেয়	২০৭
অনুতপ্ত যদি না হও	৩২২
অনুশাসনের ছদ্মবেশে যা'রা অপকর্ম্ম ক'রে থাকে	৯৬
অন্তরে পবিত্র যা'রা	৫
অন্তরে যা'দের কামপ্রীতি উচ্ছল	৩২৬
অন্যকে তা'র অবস্থানুযায়ী না বিবেচনা ক'রেই	১৪২
অন্যে অপবাদ দেওয়ার আগেই যদি কেউ	২৬৭
অন্যের অন্যায্য কথা ও বিকেন্দ্রিক যুক্তি যা'রা শোনে..	১৯৩
অন্যের দুর্ব্ব্যবহার পেয়েও যা'দের নিষ্ঠা	১৬৬
অপসংস্কার যা'দের অন্তরে বাসা বেঁধে থাকে	১৮৬
অবাস্তব ধারণা যা'রা পুষে চলে	২৬৩
অভাবমৃষ্ট থেকো না	২৭৬
অভ্যাস ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে যা' তোমাতে	২২৪
অলস চিন্তা, বাচাল আলসে কথা	২৫৮
অশুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করার প্রয়াস	৭৬
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমহীনতা	১৬৭
অহঙ্কারী আত্মম্ভরি যা'রা	৭৭
আচরণ ও চরিত্র মানুষের অন্তর প্রবৃত্তির	১
আচার্য্যই বল, আর শ্রেয়ই বল, এক কথায়	৫৯
আত্মনিয়ন্ত্রণে শ্লথ যা'রা	১৭৫
আত্মপরিচয়কে যা'রা লুকিয়ে চলে	২৩৬
আত্মশ্লাঘা ও অভিমান-নিষিক্ত অহং যা'দের	৮৯
আত্মসম্মানপ্রবৃত্তি যা'দের কিন্তু যত তীক্ষ্ম	৪০
আত্মিক-সম্বেগ যা'র যেমনতর	৩১৭

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
আদর্শ যা'র নাই, তা'র ধৃতিই অন্ধ	২৬৫
আদর্শে শ্রদ্ধা-নিরতিহীন সঙ্গতিহারা যা'রা যেমন	৬২
আদর্শহীন, নির্ব্বোধ ও অলস-প্রকৃতিসম্পন্ন যারা	১২৪
আন্তরিকতা চিরদিনই বাস্তবপন্থী	২৬১
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা যা'দের সহজস্ফূর্ত্ত নয়	৮১
আবার বলি তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে	১২২
আলাপ-আলোচনা, কথাবার্ত্তা বা কাজের ভিতর-দিয়ে	১৫২
ইঙ্গিতবোধ বা আন্দাজ তা'র তত কম	১১৯
ইষ্টনিষ্ঠ লোক-সম্বর্দ্ধনী চলনে চ'লে	২৪৪
ইষ্টনিষ্ঠ হও, তোমার চালচলনকে	৯০
ইষ্ট বা প্রেষ্ঠাগত অনুচলন যার নাই	২৩
ইষ্টম্ভরি হও, আত্মম্ভরি হ'তে যেও না	৬৭
ইষ্টসেবার বাহানাকে মুখর ক'রে তুলে	১৩৭
ইষ্টার্থপূরণী আত্মনিয়মনার সহিত	৫৬
ইষ্টীপূত নিষ্টানিপুণ বোধদীপ্ত	১৯৮
উত্তরদায়ক ভৃত্য ভাল নয়	১৪৯
উদ্দেশ্যে সংন্যস্ত-সঙ্কল্প হ'য়ে করার পরিচর্য্যায়	১৭৯
ঊর্জ্জী-সম্বেগী শ্রদ্ধা, কৃতিচলনশীল উদ্যম	৬৪
একদিন তুমি কোনপ্রকারে আচার্য্যসান্নিধ্য লাভ ক'রে	২৮৩
একনিষ্ঠ প্রীতিপরায়ণ দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানবৃদ্ধ হ'য়েও	২১৩
কথার ফাঁকেই হো'ক, আর করার ফাঁকেই হো'ক	১৪০
কল্যাণপ্রসূ দ্যুতিমান্ ব্যক্তিত্ব যেখানে	৩১
কাউকে মৌখিকভাবে শুভ-সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখিয়ে	১৪৫
কাজে যা'রা উদ্যোগী নিখুঁত নিষ্পাদনসম্বেগী	১৯৯
কা'রও আশ্রিতজন যা'রা	১৪৩
কা'রও কাছ থেকে কেউ কিছু নিতে সঙ্কুচিত	৮৫
কা'রও প্রতি শ্রদ্ধাশীল তৎপরতায়	১১৩
কী ব্যাপারে কোন্ জিনিষ কোথায় রাখলে	১৩২
কেউ যদি নিজের স্বার্থচাহিদায়	১৫৫
কেউ লাখ তোমার সঙ্গে থাকুক	২৪
কে কী বলে, সে কেমন তার সাক্ষী	১০২
কোন ব্যাপার বা বিষয় তোমাকে নির্ভর	২৯৪

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
ক্ষেমপ্রসূ হও	১৬৩
গোড়াতেই যা'র আঁট নেইকো	২৮৮
চতুর তা'রাই যে-কোন ব্যাপার বা বিষয়	১২৬
চতুর হও, কুশলকৌশলী হও	১২৯
চতুর হও, যার ফায়দা নেই	১২৮
চরিত্র, আচরণ ও গুণবিভাযুক্ত ব্যক্তিত্ব	২৯
চলন যা'র যত অনিয়ন্ত্রিত, অস্থির	১৭৪
চল যত পার	১৫
চাটুকারেরা কমই অকপট হয়	১০০
চেষ্টানুগ যদি চরিত্র না হয়	১৬
চৌর্য্যবুদ্ধি যদি অন্তরে থাকে	৩২৮
জন্ম বোঝা যায় ব্যক্তিত্ব দিয়ে	১১
ঠ'কো না, ঠকায় সাধুত্ব নেইকো	১৩৪
ঠাকুরের কদর তোমার কাছে কতখানি	১৯৫
তাঁ'রাই বরেণ্য, ধন্যবাদের পাত্র তাঁরাই	২২৮
তা'দের থেকে ভয়ের বেশী কিছু নেই	১৩৩
তাল পাও না, বেতালে চল	১৭১
তুমি অবগুণ-অভিভূত বারংবার এমনতরভাবে	২৭১
তুমি কী কর, কী বল, কেমন চল	১৮৪
তুমি কেন, কিসের প্রত্যাশায় উচ্ছল-ধী	১৮২
তুমি কেমন মানুষ তা নিজে বুঝতে পার	১৮৩
তুমি কেমন লোক, তা'র নিশানাই হ'চ্ছে	১৮১
তুমি তোমাকে জ্ঞানী ভেবে গর্ব্বিত থেকো না	৬৮
তুমি দুনিয়ার লোককে যেমন দেখতে চাও	২৯৬
তুমি যখন আদর্শবিহীন, দুর্ব্বল, অবিবেকী	২৮৬
তুমি যতখানি তোমাকে ব্যাপ্ত ক'রে তুলবে	১৮৫
তুমি যদি ইঙ্গিতকে শুধু বিকৃত ক'রেই বোঝ	১২০
তুমি যদি নিষ্ঠাবতী প্রীতিনন্দিত প্রীতিচর্য্যী	২০৪
তুমি যা বল, বা কর বাস্তবভাবে	১৯৭
তুমি যা' বল, বা চাও, তা' যদি তোমার চরিত্রে	২২
তুমি যে বড়, তোমার বাস্তব প্রকৃতির	১৯৬
তুমি যেমন চাও, তোমার সুবিধামত	৫৭

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
তুমি শাতনী অনুচলনায় এতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ	৬৩
তুমি শুনছ, কেবল শুনেই যাচ্ছ	১২১
তোমরা জগতে স্বাদন-সন্দীপনী লবণ	১৭
তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ	৭৫
তোমার অকম্পিত উজ্জী উচ্ছল নিষ্ঠা	৪৭
তোমার অন্তর-বাহিরের যা'-কিছু শ্রেয়ার্থ	৫৩
তোমার চরিত্রই হ'চ্ছে তোমার প্রথম ও প্রধান	১৯
তোমার চারিত্রিক ঐশ্বর্য্যে কিন্তু ইষ্টীপূত সৌম্য	৭১
তোমার চিন্তা, চর্য্যা, চলন যা'-কিছু সব	১২৭
তোমার জীবনকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল	১৭২
তোমার জীবন-চলনার যা'-কিছুতে	১০৩
তোমার জীবন, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সংস্থিতি	২৮
তোমার প্রবৃত্তি আছে, আর ঐ প্রবৃত্তিগুলি	১৯০
তোমার ভাব-সন্দীপনা যেমনতর	২৯৭
তোমার শ্রদ্ধা, যুক্তি, স্বভাব ও সহ্যশক্তি	২৩৩
তোমার শ্রদ্ধোষিত অনুচলন	৪২
তোমার শ্রেয়নিরতির নিরন্তরতা কেমনতর	২৪৩
দয়ার্দ্র যা'রা	৭
দীন হও কিন্তু দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ো না	২০
দুনিয়ায় তুমি যেখানে যেমনতর কর	৩২৩
দূরদৃষ্ট তা'রা, যা'রা সাত্বত সংস্থিতির তপানুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে.. ..	২৫৯
দূরদৃষ্টের দূরপনেয় বিকার সৃষ্টি ক'রেছি আমরা	৩৩৩
দুর্ব্বলই হও, আর সবলই হও	১৬৮
দুর্ব্বত্তই হো'ক, আর সুবৃত্তই হো'ক	৩১০
দুষ্ট ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণই হ'চ্ছে	৩০১
দৃপ্ত হও, কিন্তু স্বার্থদুষ্ট হ'য়ো না	২৭৯
দোষদর্শনপ্রবণতা যা'দের পেয়ে ব'সেছে	২৬৯
ধাত মানেই হ'চ্ছে যা' ধারণ ক'রে রাখে	৩১৪
ধাপ্পাবাজ হ'তে যেও না	১১০
ধারণা-রঙ্গিল বৃত্তিবশ হ'য়ে	২৬৪
নকল ক'রে যা' চালাচ্ছ	৩১৯
নম্র, বিনায়িত যা'রা	৪

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
না-পারার কৈফিয়ৎ যা'র যেমনতর	১২৩
নিজে দোষ ক'রেও যারা	২৬৬
নিদেশ বা অনুশাসন যা'র অন্তরে	৯৫
নিরাশী সাধু প্রচেষ্টা যা'তে মানুষের শুভ	১২৫
নিষ্ঠানন্দিত ভজন-আরতি নিয়ে	১৯১
নিষ্ঠা-নিটোল আগ্রহ-উদ্দ্যুক্ত উদ্যমী অনুরাগ যা'র নাই	২১৫
নিষ্ঠানিবিষ্ট অনুধায়না, শৌর্যবীর্য্য-পরাক্রমপ্রবুদ্ধ	৫২
নিষ্ঠাপ্রসন্ন অন্তঃকরণ ও স্বস্তি প্রসূ স্বাস্থ্য	২০০
নিষ্ঠা, বীর্য্য, বোধ, ব্যবহার ও বিনয়	৩৮
নিষ্ঠায় বিরক্তি, প্রীতিচর্য্যায় শ্রমক্লিষ্টতা	২১৬
নিষ্ঠা যা'দের দোদুল্যমান, বোধও তা'দের বিক্ষিপ্ত	২০২
নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, সৎ-কর্ম্মে সাধুত্ব	২১৪
পছন্দের যদি ছান্দিক সঙ্গতি না থাকে	১৭৮
পরাক্রম থেকেও যা'রা সন্ধিৎসাহারা	১১৮
পরার্থপরিপোষণা যা'র অন্ধ	২৫১
পারগতাই হওয়ার হোতা	১২
পুণ্য তাঁরা	৮
প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত ক'রতে যেও না	২২১
প্রকৃতিস্থ যদি হ'তে চাও	২২৩
প্রতিলোমজ আবিলতার একটা সিদ্ধ লক্ষণই	২৩৯
প্রথম জিনিষ হ'লো শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠা	২০৫
প্রভু মানে প্রকৃষ্টভাবে হওয়া	১৮৯
প্ররোচনা যেখানে ব্যক্তি-বিভবকে মুস্ড়ে দেয়	২২০
প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতিকে বজায় রেখে	১৩১
প্রিয় ও প্রীতিতে যা'রা অভিঘাত সৃষ্টি করে	৯৮
প্রীতি-আপ্যায়না দেখলেই বুঝে-সুঝে নিও	২৮১
প্রীতি যা'দের পেশা	১০৭
প্রীতির উচ্ছল অবদানে যেখানে	১০৮
বড়লোক অর্থাৎ মহৎলোক তাঁরা'	৮৬
বরেণ্য তা'রাই	২২৯
বর্ব্বর অর্থাৎ অস্পষ্ট মনোবৃত্তি যা'দের	৩১১
বাস্তবতা বা সত্যের আঁট তা'রই	৪৫

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
বাস্তব বোধ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি যা'র যত কম	৩২
বাস্তব স্বার্থপর তখনই তুমি	২৫০
বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব ও তা'র মানস-বিধান	৫৫
বিদ্রুপাত্মাক তুচ্ছকর দাম্ভিক বাক্ ও ব্যবহার	৬৯
বিপদ এলেই ভেবো না অদৃষ্টে ছিল	২৭২
বিরক্ত হ'য়ো না, এমন-কি বিরক্তির ভঙ্গি	৩৩১
বিষয়-সংক্রান্ত বাস্তব সঙ্গতির যৌক্তিক	৪৬
বেকুব যা'রা তা'রাই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন	৮২
বোধ ও বুদ্ধি যেমনতর	৩১৮
ব্যক্তিত্বকে বোধদীপ্ত অটল ক'রে তোল	৩৫
ব্যক্তিত্ব মানে আমি তা'ই বুঝি	৩০৩
ব্যক্তিত্ব যা'দের নিষ্ঠাহারা, ছেদশীল	৩৬
ব্যক্তিত্ব যা'র ব্যতিক্রমদুষ্ট	৪১
ব্যক্তিত্বে যে যত হীন, চলন-চরিত্রও তা'র	৬৫
ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠা-উদ্যুক্ত ভাববিন্যাস	২৭
ব্যভিচারদুষ্ট হ'তে যেও না	৯৩
ভজনশীল প্রাজ্ঞ যা'রা	১৬২
ভজনহীন ভক্তি	১৬১
ভর-দুনিয়াটা চালচলন নিয়ে চলন্ত	১৮
ভাগ্যবান্ কিন্তু তা'রাই	১৮৮
ভাবানুকম্পিতা থেকেও যা'রা শ্লথনিষ্ঠ	২০৬
ভালমানুষ তা'র অন্ত'স্থ শুভ-সমাবেশ হ'তে	২৫৪
মনে রেখো যা'দের ধাত শক্ত	১৯২
মন্দিরে যাও, আর মঠেই যাও	৮০
মমত্ব যা'র বিস্তীর্ণ	৬৬
মর্য্যাদাকে উপভোগ কর	৯১
মানুষ কেমনতর অন্তঃকরণ নিয়ে বসবাস করে	২৯৯
মানুষ কেমন তা' তুমি এঁচে নিতে পার	১৮০
মানুষ যখন তা'র সব যা' কিছু দিয়েই	১১৪
মানুষ যদি ইতস্ততঃ-ভঙ্গীতে ভাল কথাও বলে	১৩৯
মানুষের অকৃতী চলন	১০
মিথ্যা বা ধাপ্পাবাজীর অনুচর্য্যায়	১১২

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
মূৰ্দ্ধায় বোধ ও কৰ্ম্মপ্রবাহী স্নায়ুপথ যা'র	২১০
যতই তুমি বিখ্যাত, ধীমান বা কীর্ত্তিমান হও	২৬
যতক্ষণ না ইষ্টার্থপ্রসাদে অভিষিক্ত হ'য়ে	২৩০
যদি শ্রদ্ধা ও স্নেহের অধিকারী হ'তে চাও	৭২
যন্ত্রমানুষ হ'তে যেও না, জীয়ন্তমানুষ হও	৬১
যাঁকে তুমি শ্রেয় বা প্রেয় ব'লে বল	২৪৫
যা' তোমার নয় তা' যদি চুরি ক'রে পাও	৩২৭
যা'দের আত্মসম্ভ্রম আছে	২৬৮
যা'দের নিষ্ঠা স্বার্থ-প্রবঞ্চিত	৩০৯
যা'দের পৌরুষ উদ্যম-অভিনিবেশী	৭০
যা'দের বোধি পরমার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি	২০৯
যা'দের ব্যক্তিত্বে ছেদ-প্রবৃত্তি বসবাস করে	৩০২
যা'দের ব্যক্তিত্বে মর্য্যাদাই কম	৩৭
যা'দের শ্রদ্ধাই প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট	২৭৫
যা'দের শ্রেয়-সান্নিধ্যলাভ নেহাৎই সুকঠিন	২৪২
যা'র কথা আর কাজে মিল নাই	১০১
যা'র জীবন যেমন অর্থান্বিত	৯
যা'র মান যেমন	২৫৫
যা'র রিশবৎ খাওয়া অভ্যাস আছে	১১৭
যা'রা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, অনুরাগের সহিত	২৭৮
যা'রা অন্তরে বিনীত, দীনভাবাপন্ন	২
যা'রা অন্যের বৈশিষ্ট্যকে সম্মান ক'রতে জানে না	২৯৮
যা'রা অর্থ ও স্বার্থ চেয়ে বান্ধব হ'তে	৩২৪
যা'রা অস্তিবৃদ্ধি-সংক্ষুধ না হ'য়েও	১৩৮
যা'রা আপোষণী অবদান পেয়েও	২৮৫
যা'রা আভিজাত্যকে ও আত্মমর্য্যাদাকে বলি দেয়	৩২৯
যা'রাই কা'রও নির্দ্দেশ, অনুরোধ বা অনুজ্ঞা শুনলেই	৭৪
যা'রা ইষ্ট বা আদর্শের ধার ধারে না	২৩২
যা'রা ইষ্টীপূত বোধদীপী	১৬৫
যা'রা একনিষ্ঠ সত্তা-সন্দীপী নয়	২০৩
যা'রা কেবল নেয়, সাধ্যমত দিয়ে	২৮০
যা'রা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকে	৮৪

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
যা'রা তোমাকে আজ সুখ্যাতি ক'রল	১০৬
যা'রা তোমার অমর্য্যাদায় আপদে-বিপদে	১৫০
যা'রা দুঃখিত হ'তে জানে	৩১৫
যা'রা দেবতা, মহাপুরুষ, ইষ্ট বা প্রখ্যাত ব্যক্তির খোসনামায়..	২৪০
যা'রা ধাপ্পাবাজী বা প্রবঞ্চনায়	১১১
যা'রা নিজ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরমাণ কৃষ্টির	২৩৫
যা'রা নিজেদের অসৎ-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করে	১৫৪
যা'রা নিজের অভাব অনটনের কথা	২৭৭
যা'রা নিজের দোষ, অন্যায় বা ঔচিত্যকে	২৭০
যা'রা নিজের বৃত্তির শেখানো কথায়	৭৮
যা'রা নিজের বৈশিষ্টকেই হো'ক	২৩১
যা'রা নিজের মনগড়া কিংবা মানুষের শোনা	২৯২
যা'রা নিরাবিল অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ	২২৭
যা'রা পাওয়ার লোভে তোমাকে ভয় দেখায়	১৫৬
যা'রা পালন-পোষণী সাহায্য পেয়েও	৩০৮
যা'রা প্রিয়পরম-সংশ্রয়ী নয়	১৯৪
যা'রা প্রীতির সুযোগ নিয়ে ধাপ্পাবাজী	১০৯
যা'রা প্রীতি-সম্বলহারা, অথচ	২৮২
যা'রা বিধি, বিভু বা প্রভুর দোহাই দিয়ে চলে	২৪৬
যা'রা বিনীত সৌজন্যে অসৎ কোনও-কিছুকে সমর্থন করে	৭৯
যা'রা বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রয়াসী	২৩৮
যা'রা বৃদ্ধি পায়, তা'রা বর্দ্ধনায় প্রকৃতি নিয়ে জন্মে	৫৮
যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাজনকে	২৩৪
যা'রা ভর্ৎসনা বা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে	৫০
যা'রা ভালমন্দ যে-কোন ব্যাপারেই হোক	৩১৩
যা'রা মানুষকে সহ্য ক'রে	২৭৪
যা'রা মিথ্যা চিন্তা করে	২৫৭
যা'রা মিথ্যা মর্য্যাদা বা গৌরবলুব্ধ	৩১৬
যা'রা যে যা' বলে তা'তেই ঢ'লে পড়ে	১০৪
যা'রা লৌকিকভাবে শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়েও	২৮৪
যা'রা শ্রদ্ধাহীন, অজ্ঞানী, সন্দেহী	২০১
যা'রা শ্রেয়পুরুষের অনুচর্য্যায় অন্বিত হ'য়ে	২৪৭

প্রথম পঙক্তি | বাণী-সংখ্যা

যা'রা সম্মুখে তা'দের বাস্তব দর্শন যা' ১৪৭
যা'রা সম্মুখে শুভকামনাশীল ১৪৬
যা'রা সাত্বত সেবানুচর্য্যাবিরত হ'য়েও ২৮৭
যা'রা সুকেন্দ্রিক, সক্রিয় স্বাভাবিক মানুষ ১৭০
যা'রা সুসংস্কৃত, তারা স্বভাবতঃই অচ্যুত ৪৯
যা'রা হীনম্মন্য কাপট্যের বশীভূত হ'য়ে ২৩৭
যা'রা হীনম্মন্য দাম্ভিক, দোষদর্শী ৮৮
যিনি আদর্শনিষ্ঠ অচ্ছেদ্য অটুট সেবানিরতি নিয়ে ৫১
যিনি দেশ, কাল ও পাত্রের অবস্থানুযায়ী ১৩০
যিনি সুকেন্দ্রিক সক্রিয় ২২৬
যে-আত্মম্ভরিতা জীবন-সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে ৩২১
যে-কোন বন্ধুবান্ধবই হোক না কেন ১৪৪
যেখানে অস্তিত্বের বাস্তব কোন দাঁড়া নেইকো ১৬০
যেখানে নিষ্ঠানিপুণ প্রাজ্ঞ পরিচেতনা নাই ৩২০
যে-গুণ বা যা'র গুণগুলি ২১
যে তা'র সামনে অন্য কা'রও প্রশংসায় ৭৩
যে তোমাকে পেয়ে তৃপ্ত হয় ১৫১
যে তোমার জন্য সব করতে পা'রে ১৪৮
যে তোমার নিন্দাকে প্রতিবাদ করে ১৪১
যে নিজের শ্রেয় বা প্রেয়কে যত্ন করতে ৩০০
যে পাতিত্য-পরামৃষ্ট, সে কখনও একমনা ৩০৫
যে প্রিয়পরমে সঙ্গতিশীল নয়কো ৯৭
যে শ্রেষ্ঠনিদেশ সত্ত্বেও তা' বিহিতভাবে ১৫৮
যে বা যা'রা অহেতুকভাবে বা নগণ্য হেতু ১৫৩
যে বা যা'রা তোমাতে প্রীতি-প্রত্যয়ী ৩০৭
যে বা যা'রা দেবতার নামে ১৩৬
যে বা যা'রা বহু মানই হো'ক ২১৮
যে বা যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয় ২৮৯
যে যত সহজদুল্য ৯৯
যে যেমন মানুষ সে তদনুগ লোককেই ১৭৭
যে সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে ২৪১
যে সাত্বত ভূমিকে অবলম্বন ক'রে ৫৪

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
যে সুকেন্দ্রিক নয়	১৬৯
লালসাদীপ্ত প্রীতি যেখানে	৩২৫
লোকে যা'তে তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে	২৪৮
শয়তান মানুষ মানেই হ'চ্ছে	৩১২
শিষ্ট-আচার-সম্বুদ্ধ হ'য়ে সহ্য, ধৈর্য্য	৩০৪
শিষ্ট হ'য়েও অলস যা'রা	২৬০
শুভ যা' করবে ব'লে ধ'রবে	১৫৯
শোকসন্তপ্ত অনুতপ্ত যা'রা	৩
শ্রদ্ধা আনে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার প্রকৃতিই হচ্ছে	৩৩০
শ্রদ্ধাবিহীন আদর্শপ্রাণতা, অনুশীলনহারা ধর্ম্ম	২২৫
শ্রদ্ধা, বোধ ও কর্ম্মের বিন্যাস-বিভূতিলব্ধ	৩৪
শ্রেয়তে আরোতর উচ্ছল হ'য়ে	২১১
শ্রেয়নিষ্ঠ উদ্যমশালী কৃতী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যা'রা	৪৮
শ্রেয়নিষ্ঠ একায়িত অনুমতি	২১৯
শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিহারা যা'রা	২৯৩
শ্রেয়নিষ্ঠ হও অচ্ছেদ্য অনুচলন নিয়ে	২৪৯
শ্রেয়নিষ্ঠাহারা যা'রা, দোদুল্যমান নিষ্ঠা	২৯৫
শ্রেয় হ'তে যে বা যা'রা যে-প্রলোভনেই হোক	১১৬
শ্রেয়হারা, বিকেন্দ্রিক, বিকৃতমনা, দুর্ব্বল	৬০
সংযত হও, কিন্তু সঙ্কীর্ণ হ'য়ো না	২৩৫
সংযত হও, সংযম শিক্ষা কর	২১৭
সঙ্গ, আচারব্যবহার বা কথাবার্ত্তায় ত্রুটি	৩০৬
সজাগ থাক, ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না	৪৩
সতর্ক থেকো, কুৎসিত চরিত্র মন্দিরের আশেপাশেই	১৩৫
সৎ-আচার্য্যবিহীন অর্থাৎ সৎ-আচার্য্যে	৯২
সত্য বা বাস্তবিকতায় যা'দের আস্থা নেই	২৬২
সৎ-সংক্ষুধ যা'রা	৬
সন্দিগ্ধ যা'দের মন	২৫৬
সন্ধিৎসু সতর্কতার সহিত ইষ্টার্থ-অনুচলন নিয়ে	১৫৭
সবাই খারাপ এই ব'লে হাত নেড়ে	২৭৩
সবার কাছেই ব'সো	১০৫
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ কৃতিচর্য্যা যেমনতর	১৩

প্রথম পঙক্তি	বাণী-সংখ্যা
সরল হও, কিন্তু বেকুব হ'য়ো না	৮৩
সহ্য কর, সাবধান হও	১৬৪
সাত্বত আচার-সন্দীপ্ত শ্রেয়নিষ্ঠা	৩৯
সুকে ধারণ, পালন, পোষণ কর	৩৩
সুকেন্দ্রিক ধৈর্য্যশীল সুখ-সন্দীপী স্বভাবই	১৭৬
সুকেন্দ্রিক হও, ইষ্টার্থ-অভিনিবেশী হও	১৭৩
সুখদুঃখ সবারই আছে, কিন্তু নিষ্ঠাসন্দীপ্ত	৩০
সুচরিত্রবান্ ও সৎনীতিপরায়ণ হওয়া খুবই ভাল	২৯১
সুনিষ্ঠ ইষ্টীপূত অনুবেদনায় স্থিতিলাভ ক'রে	৪৪
সুন্দর হও কথায়, আচারে, ব্যবহারে	১৮৭
সুবিদাবাদী সততা দায়িত্বহীন	২৫২
সেই অভ্যাসই তোমার প্রকৃতিকে তেমন স্পর্শ	২২২
সে-ঔদার্য্য ভাল নয়	৯৪
স্বভাবসিদ্ধ পেয়ে-বসা সংস্কার	১৪
স্বাধীন-চিন্তা মানেই আমি বুঝি	২৯০
স্মরণ রেখো তোমার ব্যক্তিত্ব	৩৩২
হীন সংস্থা যেখানে	২০৮
হো'ক না হো'ক ব্যাপারেই যা'রা মচ্‌কে যায়	১১৫

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অনুক্রমণা — ৩০২ = অনুসরণপূর্ব্বক চলন।
২। অনুদীপনা — ৬১ = উজ্জ্বলতা।
৩। অনুধায়না — ৫২ = অনুধাবনপূর্ব্বক চলন।
৪। অনুধায়িনী — ২২৯ = অনুধাবনযুক্ত।
৫। অনুধ্যায়িতা — ৮৬ = অনুচিন্তনযুক্ত চলন।
৬। অনুনয়ন — ৩৩০ = কোন ভাব-অনুযায়ী নিয়ে চলা।
৭। অনুবন্ধনা — ৩৩২ = সংযোগ।
৮। অনুভাবিত — ৩৩২ = তদনুগভাবে গজিয়ে উঠেছে যা'।
৯। অনুভাবিতা — ৮৫ = অপরের অনুভূতি-অনুযায়ী বোধপ্রবণতা।
১০। অনুসেবী — ২৪৭ = সেবা ও পোষণ-পরায়ণ।
১১। অন্তরাসী — ৩০৭ = আগ্রহান্বিত।
১২। অপমানুষী — ২৬৩ = মনুষ্যধর্ম্ম থেকে নিকৃষ্ট।
১৩। অর্থনা — ৫৩ = চলনা।
১৪। অস্তায়ন — ১৬০ = অস্তগামী গতি।
১৫। অস্মিতা — ৩৩০ = থাকার চেতনা।
১৬। আয়বাদ — ১৫৬ = বর্জ্জন।
১৭। ইষ্টায়নী — ৩০২ = ইষ্টের পথে নিয়ে চলে যা'।
১৮। উৎক্রমণী — ৩৩০ = উন্নতি-অভিমুখে এগিয়ে চলে যা'।
১৯। উত্তরে — ৪ = পরবর্তীকালে।
২০। উৎসর্জ্জনা — * = উন্নতি-অভিমুখী সৃষ্টি।
২১। উদ্গাতা — ২৫০ = উন্নতির পথের কথা বলে যে।
২২। উপশ্রয় — ১০৮ = আশ্রয়, অবলম্বন।
২৩। উর্জ্জনা — ৫৫ = পরাক্রমী জীবন-সম্বেগ।
২৪। উর্জ্জী — ৬৪ = শক্তিশালী।
২৫। একায়না — ৪১ = এক-অভিমুখী চলনশীলতা।
২৬। একায়নী — ৬০ = ঐক্যবিধায়ক।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৭। কেন্দ্রার্থ-অনুবেদনা — ৩০৮ = কেন্দ্রার্থ-অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।
২৮। চরসঙ্গতিশীল — ২৯৭ = ঋণাত্মক সঙ্গতি (Negative affinity)-যুক্ত।
২৯। চৌকস — ৫৩ = চারিদিক দেখে চলার বুদ্ধি-সম্পন্ন।
৩০। জনি — ২৮৯ = Genes (জীন্‌স্‌)।
৩১। জ্ঞানন — ৩১৭ = জানা।
৩২। তূর্য্য — ৩১৫ = সর্ব্বতোমুখী ক্ষিপ্রগতি-সম্পন্ন।
৩৩। দয়ী — ১৯২ = দয়াল, রক্ষাকর্ত্তা।
৩৪। দৃপ্তি — ২৭৯ = দৃপ্ত তেজী ভাব।
৩৫। দোদলবান্ধাগিরি — ৭৭ = নিষ্ঠাহীন অনিশ্চিত চলনের প্রবণতা।
৩৬। দৌত্য চলন — ৩২৪ = দুতিয়ানী চলন।
৩৭। ধূক্ষাপীড়িত — ৫০ = ক্লেশযুক্ত।
৩৮। নর্ত্তন-উৎসর্জ্জনা — ৫৮ = তালে তালে বেড়ে-ওঠার গতি।
৩৯। পরিচেতনা — ৩২০ = অভিমুখী সম্যক চেতনা।
৪০। পরিবেদনা — ৩১০ = সম্যকভাবে জানা।
৪১। পাবন প্রসাদ — ৫৬ = পবিত্রকারী প্রসাদ।
৪২। প্রশস্তি-প্রভা — ১৮৮ = প্রশংসার দ্যুতি।
৪৩। প্রীণন — ২৯০ = প্রীত করা।
৪৪। বর্ত্তনা — ৩০৬ = স্থিতি।
৪৫। বান্ধব-সমাকীর্ণী — ১৪৪ = বন্ধুর দ্বারা পরিব্যাপ্ত যে।
৪৬। বিকার-বিনোদিনী — ২২৩ = বিকারকে যা' নিয়ন্ত্রিত করে।
৪৭। বিচরণা — ৩৯ = বিহিত চলন।
৪৮। বিনায়ন — ৩১৩ = বিহিত পথে নিয়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণ।
৪৯। বিনায়নী — ১৬০ = বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে তোলে যা'।
৫০। বিভাজন — ২২৬ = বিভাগ।
৫১। বোধবিকশনী — ৪৭ = বোধকে বিকশিত ক'রে তোলা যা'।
৫২। বোধবীক্ষণী — ৩০৮ = বোধদৃষ্টিসম্পন্ন।
৫৩। বোধায়নী — ২৫ = বোধসঞ্চারী।
৫৪। ব্যাপৃতি — ২৫ = কর্ম্মে ব্যাপৃত বা নিয়োজিত থাকা।
৫৫। ভাবানুকম্পিতা — ২০৬ = Sentiment.
৫৬। ভৃতি-তৎপরতা — ৩১৭ = ভরণ-পোষণের তৎপরতা।
৫৭। মিতিচলন — ১৫৯ = পরিমাপিত চলন।
৫৮। মূর্ত্তনা — ২৯৬ = মূর্ত্তি দেবার ভাব।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৫৯। মেকদার — ৩৪ = যোগ্যতা।
৬০। যাগদীপনা — ৩৩২ = যজন-যাজনের কর্ম্মানুশীলন।
৬১। যুতবাহন — ৩১৬ = নিত্যযুক্ত বাহন।
৬২। যোজনা — ১৮৩ = যুক্ত থাকার ক্রিয়া।
৬৩। যৌক্তিক অর্থনা — ৪৬ = যুক্তিযুক্ত চলন।
৬৪। রিশবৎ — ১১৭ = উৎকোচ, ঘুষ।
৬৫। লোকপাবনী — ২৪১ = লোক-পবিত্রকারী।
৬৬। লোকবেদন-পরিচর্য্যা — ২৮ = লোকের প্রয়োজন জেনে তদুপাতিক পরিচর্য্যা।
৬৭। শাতনী — ৬৩ = শয়তানী।
৬৮। শাস্তা — ৭২ = শাস্তিদাতা।
৬৯। সংক্ষুধ — ৩০৬ = আগ্রহ-আকুল।
৭০। সংবৃদ্ধ — ১৫৯ = সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।
৭১। সংবেদনা — ৩০৯ = (অনুকম্পার সহিত) সম্যকভাবে জানা।
৭২। সংহিত — ১৯৪ = সম্মিলিত।
৭৩। সংহৃতি — ৩৩৩ = সংহরণ, সংহার।
৭৪। সহজ-দুল্য — ৯৯ = সহজে দুলে বা ট'লে যায় যে।
৭৫। স্বাত্বত-পরিস্রবা — ৩০২ = জীবনীয় বিষয়কে যা' ক্ষরণ করে।
৭৬। সাত্বতী — ৩০২ = সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় যা'-কিছু।
৭৭। সুকর্ষনা — ৩৩২ = সুন্দর ও সাধু অনুশীলন।
৭৮। সুদর্শী — ৩৩০ = সুষ্ঠু দর্শন আছে যা'র।
৭৯। সুশ্রয় — ৩৩১ = মঙ্গলচলন-যুক্ত।
৮০। স্থিরসঙ্গতি-বিনায়িত — ২৯৭ = ধনাত্মক সঙ্গতি (Positive Affinity) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

* তারকাচিহ্নিত শব্দ গ্রন্থের নম্বরহীন শেষ বাণীতে ব্যবহৃত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থের সর্ব্বশেষ সংস্করণের ন্যায় আচার-চর্য্যা ২য় খণ্ডের বর্ত্তমান সংস্করণেও শব্দার্থের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা হ'ল। ঐশী বাণীগুলির তাৎপর্য্য-অবধারণে শব্দার্থের এই সংযোজনা বিশেষ সহায়ক হবে ব'লে মনে করি।

নিবেদক—
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়